ওয়েস্টার্ন

রক্তের নেশা

সুমন চৌধুরী



প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

রক্তের নেশা

সুমন চৌধুরী

আদরের ছোট্ট বোন গার্থা ধর্ষিতা হয়ে মারা যাওয়ার আগে বলে গেছে—আততায়ীদের নাম। প্রতিশোধ নিতে বেরিয়ে পড়লো বড় ভাই—জন ওয়েব।

প্রিয়তমা স্ত্রী-হত্যার বদলা নিতে যাজকের পোষাক বদলে ফেললো দুর্দান্ত গান-ফাইটার—আর্থার। শুভম্

অপূর্ব সুন্দরী রাউলা এলো যৌনতার ভয়ংকর রূপ নিয়ে! অপরূপ সুন্দরী ম্যাগী এলো প্রেমের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে! ভয়ংকর ভিলেন রূপে এলো আইনের মানুষ শেরিফ কোয়াড! দুই বিরোধী র‍্যাঞ্চ—সি-বার আর ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে বেধে গেল রক্তাক্ত লড়াই! রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে কয়েকটি বিচিত্র চরিত্র !!!

লোভ, প্রেম, হিংস্রতা আর যৌনতার বীভৎস্য এক জগৎ নিয়ে যাবে আপনাকে লিনার এই অপূর্ব ওয়েস্টার্ন।

লিনা প্রকাশনী

লিনা প্রকাশনীর বই
ভিন্ন স্বাদের বই
নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে দিন

যোগাযোগ : লিনা প্রকাশনী, ১১১ রায়ের বাজার (পূর্ব), ঢাকা-১

লিনা
প্রকাশনী

প্রকাশক : মোঃ আনোয়ার হোসেন
লিনা প্রকাশনী
১১১ রায়ের বাজার (পূর্ব), ঢাকা-নয়।

লিনা প্রকাশনী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে : রহমান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪ পাঁচভাই ঘাট লেন, ঢাকা

প্রচ্ছদ অংকনে : সৈয়দ ইকবাল

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

ম্যানেজার : মীর হাফিজুর রহমান

পরিবেশনায় : সিঁড়ি বই বিতান, বড়াল প্রকাশনী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ডানা পাবলিসার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
সোবহান বুক স্টল, সদরঘাট, ঢাকা।
হাবিবিয়া লাইব্রেরী, রাশেদ বুক হাউস,
ফার্মগেট, ঢাকা। এবং
কারেন্ট নিউজ, ঢাকা কলেজ গেট ঢাকা।

একখণ্ডে সমাপ্ত প্রাপ্তবয়স্ক ওয়েস্টার্ন

রক্তের নেশা

সুমন চৌধুরী

প্রকাশনী



শিলা প্রকাশনীর প্রকাশিত বই ঃ

রক্ত হিম করা পিশাচ কাহিনী :

১ । পিশাচ কন্যা/মহসীন কবীর, কাজী এহসান উল্লাহ
২ । অভিশপ্ত মমি/কাজী এহসান উল্লাহ
৩ । রক্তাক্ত ড্রাকুলা/মাহ্‌বুব আবেদীন খান
৪ । নেকড়ে মানুষ/কাজী এহসান উল্লাহ

একখণ্ডে সমাপ্ত দুর্দান্ত ওয়েস্টার্ন :

১ । জনি/মোঃ মোশারফ হোসেন (সেলিম)
২ । আসামী হাজির/সুমন চৌধুরী
৩ । বদলা/ইনাম আহম্মেদ, মোঃ দেলোয়ার হোসেন
৪ । বন্দুকে বিচার/সুমন চৌধুরী
৫ । গ্রেফতার/ইনাম আহমেদ

জর্জ ব্রাইট সিরিজের দু'টি অনবদ্য ওয়েস্টার্ন :

১ । ফাঁসি/মোঃ আমির হোসেন
২ । ফাইটার/মোঃ আনোয়ার হোসেন

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা

লিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা কৃতজ্ঞ—সত্যি কৃতজ্ঞ। যাত্রা শুরু করেছিলাম ১৯৮৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে 'পিশাচ কন্যা' দিয়ে। আর আজ ৮৭ই ফেব্রুয়ারী বেরুলো ওয়েস্টার্ন 'রক্তের নেশা'। মাত্র একটি বৎসরে 'লিনা' আপনাদের যে ভালোবাসা পেয়েছে—তা সত্যিই অকল্পনীয়।

'লিনা' এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন নূতন লেখক উপহার দিয়েছে, তারা হলেন—মহসীন কবীর, কাজী এহসান উল্লাহ, ইনাম আহমেদ, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ মোশাররফ হোসেন, মাহবুব আবেদীন খান, মোঃ আনোয়ার হোসেন, সুমন চৌধুরী ও মোঃ আমির হোসেন।

আরও ক'জন নূতন লেখক/লেখিকা আসছেন—মমতাজ বেগম, প্রিম রিজভী সীমা, সৈয়দ মোঃ আরিফ এবং শালগাড়ীয়া হাসপাতাল পাড়া, পাবনা থেকে লিখেছেন—মোঃ গোলাম মইনুদ্দিন হাসু।

আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ সেই সব পুস্তক বিক্রেতা ভাইদের কাছে, যারা কষ্ট করে হলেও এই নূতন প্রকাশনীর বই, প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ, রজনীগন্ধার প্রকাশক সিরাজ সাহেব, কাজী এহসান, বাল্যবন্ধু মোঃ আমির হোসেন, ফরিদ আহম্মদ, তারকালোক সম্পাদক জনাব আরেফীন বাদল এবং শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেন সাহেবের নিকট।

সবার দোয়া এবং ভালবাসা কামনা করে শেষ করছি।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রকাশক
লিনা প্রকাশনী
১/২/৮৭



এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা, চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জীবিত, মৃত বা বাস্তব কোনো কিছুর সাথেই এই কাহিনীর বিন্দুমাত্র মিল নেই।

॥ লেখক ॥

এক

বিশাল প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে একটা কেবিন। কানসাসের সূর্য এখন তাপ বিলিয়ে চলেছে অকৃপণ হাতে। গোটা প্রান্তর উত্তপ্ত। আর সেই উত্তাপের আঁচ যেন কেবিনের ভেতরও লাগছে তীব্র-ভাবে। কেবিনের এক কোণায় কিচেনের জন্য নির্ধারিত স্থান। তবে পশ্চিমের আর অন্য সব কেবিনের মতোই এতেও কিচেন ও থাকার জায়গার মধ্যে কোন আড়াল নেই। ফলে পুরো কেবিনকে একটা বিশাল হলঘরের মতো মনে হয়। খুব বেশি আসবাবপত্র থাকে না এসব কেবিনে। ক'টা চেয়ার, একটা গোল টেবিল এবং শোয়ার জন্য দুই একটা বিছানা। এতেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। শুধু শোয়ার জন্য আলাদা দুটো বাঙ্ক।

কেবিনে কিছুক্ষণ আগেই লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড ঘটে গেছে। চোখে-মুখে একরাশ আতংক মেখে ভয়াবহ দুজন লোকের দিকে তাকিয়ে আছে অনিন্দ্য সুন্দরী এক যুবতী। কিন্তু, ত্রাসে, শংকায় ওর চেহারা কালো দেখাচ্ছে এখন। বাঙ্কের দুই পায়ার সাথে টান টান করে বাঁধা ওর দুহাত। মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। পা দুটো সামনের দিকে ছড়ানো। হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পাতলা

সুতির স্কার্টে। তার নিচে আর কিছু নেই। স্কার্টের বুকে মেয়েটির সু-উচ্চ দুই স্তনের আভাস। নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে ভরাট স্তন দুটো। ওর ঠিক সামনেই টেবিলে বসেছে লোক দুটো। দুজনেরই হাতের গ্লাসে হুইস্কি। সামনে একটা বোতল নিয়ে বসেছে ওরা।

থেকে থেকেই খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠছে দুজন। বিকৃত কামনায় ওদের মুখ বেঁকে গেছে। সারাক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে দেখছে ওরা মেয়েটিকে। ওদের দৃষ্টির সামনে অসহায় বোধ করছে মেয়েটি।

ঘরে কাজ করছিলো ও। সকালের রোদ সবে গড়াতে শুরু করেছে মধ্য গগনের দিকে। কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে ওর বড় ভাই জন ওয়েব, শহরের দিকে। ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে। রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল গার্থা ওয়েব। ঠিক এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আবির্ভূত হলো দুজন অশ্বারোহী। দুজনই বিশালদেহী। প্রথমে ওরা জনের কথা জিজ্ঞেস করে। জন নেই জেনে রিভলবারের মুখে ওকে ঠেলে নিয়ে আসে কেবিনের ভেতর। প্রথমে কয়েকবার জিজ্ঞেস করে, লুটের টাকা কোথায় রেখেছে জন। বিস্মিত হয় গার্থা। কারণ, জন সেরেফ একজন খেটে খাওয়া মানুষ। লুট, ডাকাতি এসবের মধ্যে ও নেই মোটেও। ওদের কথার প্রতিবাদ করতেই ওদের চেহারা কঠোর হয়ে উঠে। তারপর আর বাক্য ব্যয় না করে ওকে বেঁধে ফেলে বাঙ্কের পায়ার সাথে। সেই থেকে ওরা কেবল মদ খাচ্ছে আর ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে খ্যাক খ্যাক করে। ভয়ে বুকটা হিম হয়ে আসছে গার্থার।

মাথায় স্টেটসন পরা লোকটা অন্যজনের উদ্দেশে বললো, 'আলফ, শুধু মুখের কথায় কাজ হবে না, তাই না?'

'আমার তো তাই মনে হয়, ডাচ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো আলফ নামের লোকটা।

'তবে ছুকরীটা খাসা,' হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসলো ডাচ। ওর চোখে কামনা মদির দৃষ্টি। 'গতরে হাত পড়লে কথা বলতেও পারে।'

'তাই হোক, তাহলে। শরীরটাও বড়ো আনচান করছে ওকে দেখার পর থেকে।'

উঠে দাঁড়ালো দুজনেই একসঙ্গে। গার্থা আতঙ্কে আরো সিঁটিয়ে গেলো। কিন্তু নড়াচড়ার উপায় নেই। বাধা যে দেবে তাও হবার নয়। তাছাড়া, শক্তিশালি দুজন পুরুষের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কি ভাবে! এ সময় যদি জন এসে পড়তো! কিন্তু, ও জানে, এখন জন আসবে না। ফিরতে ফিরতে দুপুর। এরই মধ্যে যা সর্বনাশ হবার, হয়েই যাবে।

গার্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা দু'জন। চোখে নগ্ন লালসা।

অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে চাইলো ওদের উদ্দেশে, গার্থা বললো, 'জনের সাথে যদি তোমাদের কোন গণ্ডগোল থাকে, তার জন্যে আমি শাস্তি পাবো কেন? আমার কোন ক্ষতি কোরো না, দোহাই তোমাদের!'

'তা তো আর হয় না, সুন্দরী,' বললো ডাচ।

আলফও সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে উঠলো, 'শুধু হাতে ফিরে যেতে পারি না, আমরা। আর কিছু না হোক, একটু আনন্দ লুটে

নিয়ে যেতে দোষ কি ?'

'দোহাই তোমাদের·····' কাতরে উঠলো গার্থা।

'আমাদের দয়া টয়া নেই, সুন্দরী। দয়া করলে, আনন্দ পাবো কোথায় ?' বললো আলফ, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে।

ব্লাউজের সামনের দিকে গলার কাছটা মুঠো করে ধরলো ডাচ। একটা হ্যাঁচকা টান দিলো। পড় পড় করে ছিঁড়ে নেমে এলো ব্লাউজ। ফর্সা, উন্নত স্তন দুটো উন্মুক্ত হয়ে পড়লো মুহূর্তেই। ডাচের টানের ধাক্কায় থর থর করে কাঁপছে উঁচু স্তন দুটো। সম্মোহিতের মতো ওদিকে চেয়ে আছে ডাচ। হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও গার্থার পাশে।

'এটা আর থাকে কেন ?' বলেই আলফ একটান মেরে স্কার্টটা খুলে ফেললো। স্কার্টের কোমরে ইলাস্টিক থাকায় ওটা আর ছেঁড়ার প্রয়োজন পড়লো না।

পা দুটো গুটিয়ে বুকের কাছে নিয়ে এলো গার্থা লজ্জা ঢাকার জন্যে। কিন্তু পারলো না। এক থাবা মেরে হাঁটু দুটো দুদিকে সরিয়ে দিলো আলফ।

চমক ভাঙ্গলো ডাচের। বলে উঠলো, 'থামো, আমি প্রথমে।'

শ্রাগ করলো আলফ। 'ঠিক আছে তুমি আগে, তারপর আমি, তারপর তুমি, তারপর·····।

নিজের প্যান্টের বেল্টটা খুলে ফেলে গার্থার নগ্ন যৌবনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ডাচ। চিৎকার করে উঠলো গার্থা। কিন্তু, কিছুক্ষণ পর দুই উন্মত্ত পুরুষের উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছুই রইলো না ঘরের ভেতর।

কেবিনে কিছু একটা গোলমাল আছে নিশ্চয়ই, জন ওয়েব ভাবছে এগুতে এগুতে। ওর প্রিয় ঘোড়া সোরেলের পিঠে চেপে আসছে জন ওয়েব। এখন কেবিন থেকে বড় জোর একশ গজ দূরে আছে ও। কেবিনের বাইরের দিকে রং নেই। রোদজ্বলা চেহারা ওটার।

সূর্য মধ্য গগন থেকে খানিকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। জন ওয়েবের পিঠে অকৃপণ ভাবে ঢালছে সূর্য ওর খরতাপ। পুড়ে কয়লা হবার যোগাড় ওর। কেবিনের বাইরে কোন আলামত নেই। সকালে যে রকম দেখে গেছে, ঠিক সে রকমই দেখাচ্ছে এখনো। কিন্তু, কেমন যেন অশ্বস্তি চেপে বসেছে ওর মনের ওপর। এখন কিচেনের চিমনি থেকে ধোঁয়া ওঠার কথা। কিন্তু, উঠছে না। তাছাড়া গেটটাও খোলা। গার্থার তো এতোটা অসাবধানী হবার কথা নয়। বাইরে কোথাও গেছে না কি। ওর ছায়াটাও তো দেখা যাচ্ছে না। গার্থাকে না চিনলে হয়তো জনের মনে এতো সংশয় দেখা দিতো না। কিন্তু, ও জানে গার্থা বেশ সাবধানী মেয়ে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে জন ওয়েব ওর ঘোড়া নিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে পরে ছিলো। ঘোড়ার পেটে টোকা দিলো পা দিয়ে আস্তে করে। আবার এগুলো ওটা কেবিনের দিকে। আঙ্গিনায় প্রবেশ করলো ও।

কেবিনের সামনে এসে থামলো জন। আস্তে করে নামলো ঘোড়া থেকে, নিঃশব্দে। স্ক্যাবার্ড থেকে টান দিয়ে বের করলো উইনচেস্টার রাইফেল। হাতে রাইফেলের ওজন অনুভব করে মনে খানিকটা স্বস্তি ও ফিরে পেলো। চেম্বারে একটা বুলেট এনে

রাইফেলটাকে গুলী করার পজিশনে রাখলো।

কেবিনের দরজার দিকে এগুতে এগুতে ডাকলো, 'গার্থা?' নিস্তব্ধতার মধ্যে বড় জোর শোনালো ওর ডাক।

ভেতর থেকে কাতরানোর শব্দ ভেসে এলো, জনের ডাকের জবাবে।

আর বিলম্ব না করে ছুট লাগালো ও কেবিনের দরজার উদ্দেশে। ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো ও। রক্তের নদীর উপর পড়ে আছে গার্থার দেহ। প্রায় নিস্পন্দ বলা চলে ওকে। কেবল কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ আর্তনাদ। দুহাত দড়ি দিয়ে বাঁধা দুদিকে। পরনে ওর এক টুকরো কাপড়ও নেই। সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কেউ যেন ছোরা দিয়ে মোরব্বার মতো কেঁচেছে। 'ওহ, জেসাস!' আর্তনাদ করে উঠলো জন।

'ভাইয়া···ভাইয়া···তুমি এসেছো?' ক্ষীণ স্বরে কথা বলে উঠলো গার্থা। চোখ দুটো বোঁজা ওর। তীব্র ব্যথায় ওর সুন্দর মুখটা কুঁচকে গেছে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো জন ওর পাশে। কাছ থেকে গার্থার স্কার্টের ছেঁড়া এক টুকরো নিয়ে ঢেকে নিলো গার্থার কোমর থেকে নিচের দিকটুকু। দাঁতে দাঁত চেপে জন নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। ওর কণ্ঠে হাহাকার ফুটে উঠলো, 'কে, কে করেছে এই কাণ্ড, গার্থা?'

'চিনি না ওদের,' 'অনেক কষ্টে বলতে লাগলো গার্থা, 'তবে, নাম শুনেছি। একজনের নাম আলফ অন্যজন ডাচ। ঘরে ঢুকেই ওরা প্রথমে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলো। তারপর দুজন

পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর।' থেমে থেমে উচ্চারণ করছে ও, 'পালা করে কয়েকবার ওদের পাশবিক খিদে মেটানোর পর ওরা ছুরি দিয়ে ইচ্ছে মতো টার্গেট প্রাকটিশ করেছে আমার ওপর। ওঃ আর পারি না ভাইয়া। আমি আর বাঁচবো না, কিন্তু, তুমি এর প্রতিশোধ নিও, প্লিজ।'

প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে উঠলো জনের মুখ। 'অবশ্যই প্রতিশোধ নবো, গার্থা। তবে, তুমি মরবে না, বাঁচবে।' কথাটা কেমন যেন অর্থহীন শুনালো ওর নিজের কাছেই। কারণ, ও ভালো করেই জানে, এরকম ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পর বাঁচানো অসম্ভব। দীর্ঘক্ষণ থেকে রক্তপাতের ফলে ওর জীবনী-শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। গার্থার মাথাটা ও কোলের ওপর তুলে নিলো, তার আগেই দড়ি দুটো কেটে দিয়েছে। জনের কোলে মাথা রাখার পর গার্থার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো ক্ষণিকের জন্য। তারপর ওর মাথা ঢলে পড়লো।

দুই

পরদিন সকাল। কেবিনের কাছেই একটা ঢালে গার্থাকে কবর দিয়ে জন ওয়েব রওনা হলো সুইট ক্রীকের দিকে। প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়েছে ও। প্রয়োজনে পৃথিবীর ও প্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করবে, গার্থার খুনীদের ধরার জন্য। আগন্তুক দুজন সুইট ক্রীকের লোক নয়, হলে, গার্থা চিনতে পারতো। শেরিফের কাছে হয়তো কোন সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু, পাওয়া গেলো না। শেরিফের সাথে ওরকম কোন লোকের দেখাই হয়নি। সেলুনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠলো জন। বার কিপার জানালো, গতকালই এসেছিলো লোক দুটো। জনের কেবিন কোন দিকে, তাও জিজ্ঞেস করেছিলো ওরা। লোক দুটো উয়োমিং এলাকার গ্রেজ শহর থেকে এসেছিলো বলে জানায়। একথা জানার পর জন আর সময় নষ্ট করেনি। দ্রুত রওনা হয়ে গেছে উয়োমিং অঞ্চলের দিকে।

সুইট ক্রীক থেকে উয়োমিংয়ের গ্রেজ শহর বেশ দূরে। এই দীর্ঘ

পথ চলার পর জন বুকে প্রতিশোধের আগুন নিয়ে পৌঁছুলো গ্রেজে। পিঙ্ক লেভী, গ্রেজ এর সব চাইতে ব্যস্ত সেলুন। জন ওয়েব ধীরে ধীরে ঢুকলো ওতে। ঘোড়াটা বাইরের হিচরেইলে বেঁধে রেখে এসেছে ও। এখন পর্যন্ত গার্থার হত্যাকারীর কোন হদিস পায়নি। গ্রেজে এসে থাকলে, অনেক আগেই এসেছে ওরা। সুইট ক্রীকের বার কিপারের কাছে পাওয়া ওদের চেহারার বর্ণনা এবং গার্থার কাছে পাওয়া নাম দুটো ছাড়া আর কোন সম্বল নেই জনের কাছে, ওদের খুঁজে বের করার জন্য। তবে, যে করে হোক ওদের খুঁজে বের করতেই হবে।

এরকম না না কিছু ভাবতে ভাবতে জন বার থেকে হুইস্কী নিলো। গ্লাসটা নিয়ে একটা টেবিলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ও। সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক। সুঁচলো চেহারা, চোখে পাগলের মত দৃষ্টি। ডাচের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুইট ক্রীকের বার কিপার এ রকম চেহারার কথাই বলেছিলো। লোকটার ডান হাত ডান উরুর সাথে বাঁধা হোল-স্টারের কাছাকাছি রয়েছে।

'আমার নাম ডাচ,' লোকটা জনের চোখের দিকে চেয়ে বললো শান্ত কণ্ঠে, 'শুনলাম, আমাকে খুঁজছো নাকি তুমি?'

সাবধান হলো জন। বললো, 'হ্যাঁ, তোমাকে খুঁজছি, আমার বোনের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ করার জন্যে।'

'তাই নাকি।' খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলো ডাচ নামের লোকটা। ওর হাত চলে গেছে হোলস্টারের ওপর, রিভলবারের বাটে। 'ও ব্যাপারে আবার আলাপ কিসের? যাকগে, এখনই

তোমার কৌতূহল মিটিয়ে দিচ্ছি।'

একই সঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেলো মুহূর্তের মধ্যে।

জনের হাত থেকে হুইস্কীর গ্লাস খসে পড়েছে মেঝের ওপর। এরই মধ্যে সেলুনে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিলো। গ্লাস ভাঙ্গার শব্দে আবার সব কিছু জীবন্ত হয়ে উঠলো মুহূর্তে।

গ্লাসটা ছেড়েই জন ঝাঁপ দিয়ে পড়লো বাঁ দিকে। কিন্তু, তার আগেই গর্জে উঠেছে রিভলবার। বগলের কাছে শার্টের আস্তিনে টান পড়লো। কিন্তু, ওদিকে কেয়ার করলো না জন। ঝাঁপ দিয়ে পড়েই দ্রুত দুটো গড়ান খেলো। এরই মধ্যে ওর হাতেও রিভলবার চলে এসেছে। শুয়ে শুয়েই গুলী চালালো জন। একটা গুলী ডাচের কপালে তৃতীয় নয়ন তৈরি করেছে, অন্য গুলী লেগেছে বুকে, ঠিক হৃদপিণ্ডের ওপর।

জনের কাছে এতোটা ক্ষীপ্রগতি আশা করেনি ও। কিন্তু, বিস্মিত হবার আগেই দড়াম করে আছড়ে পড়লো ওর মৃতদেহ মেঝের ওপর।

'খবরদার! আর কোন গোলমাল নয়।' বার কিপার বেরিয়ে এসেছে। ওর হাতে শটগান, সোজা জনের বুকের ওপর তাক করে আছে। 'রিভলবার ছেড়ে উঠে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিলো লোকটা। জন বুঝলো, লোকটার দিকে রিভলবারের নল ঘোরাবার আগেই শর্ট গানের পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের গুলী ওর বুক ঝাঁঝরা করে দেবে। তাই কোন রকম ঝুঁকি নিলো না ও। রিভলবার মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে একান্ত বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়ালো। দুহাত ঘাড়ের কাছাকাছি, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে

ধরলো।

জন বলে উঠলো বার কিপারের উদ্দেশ্যে, 'দ্যাখো, আমার কোন দোষ নেই। ও-ই প্রথম গুলী চালিয়েছে, তুমিও দেখেছো নিশ্চয়ই।'

'ও সব কথা আইনের লোকদের বোলো, বললো বারকিপার শান্ত কণ্ঠে। হাতের শর্টগান এক চুলও নড়ছে না।

সেলুনের বাইরে রাস্তায় বেশ কিছু পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে আসছে সবাই।

দড়াম করে খুলে গেলো দরজা। দীর্ঘদেহ, বৃষস্কন্ধ এক লোক প্রবেশ করলো সেলুনে। পেছনে পেছনে আরো ক'জন। জন দেখলো, সামনের লোকটির বুকে কোটের পকেটের ওপর ব্যাজ। শেরিফ!

জন বললো, 'শেরিফ, আমি স্রেফ আত্মরক্ষার প্রয়োজনই···

'থামো!' ধমকে উঠলো শেরিফ। জনকে কথা শেষ করতে দিলো না, 'চলো এখন, কোন ঝামেলা নয়। পরে শুনবো তোমার অজুহাত।'

শ্রাগ করলো জন। শেরিফ মেঝে থেকে রিভলবারটা তুলে নিলো। চলতে নির্দেশ দিলো জনকে, চোখের ইশারায়।

তিন

খুব ভোরে, অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেলো জন ওয়েবের। উঠে দেখলো, সেলের ভেতর ঘুমিয়ে ছিলো ও। সারা গায়ে এবং মাথায় তীব্র ব্যথা! উঠে বসতেই ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেলো ওর। মনে পড়লো, সেলুন থেকে বের হওয়ার সময় কে যেন পেছন থেকে মাথায় আঘাত করেছিলো। তারপর আর কিছুই মনে নেই। সেল করিডোরে একটা লণ্ঠন মিট মিট করে আলো বিলিয়ে যাচ্ছে। কোন জানালা দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং, পালানোর চিন্তা করাও বৃথা। ডেপুটি শেরিফ এসে জানিয়ে গেলো শেরিফ কোয়াড ওর সঙ্গে কথা বলতে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। খালি হাতে দ্রুত কয়েকটা ব্যায়াম করে নিলো, শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন করার জন্য। খুব একটা সময় পেলো না জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শেরিফ মার্শাল কোয়াড হাজির হলো ওর সেলের সামনে। শেরিফের পেছনে ফ্রক কোট পরা আরেকটা লোক। তবে, ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

'কি, অপরাধ স্বীকার করতে রাজি আছো?' প্রশ্ন করলো শেরিফ।

'কিসের অপরাধ? আমি আত্মরক্ষার জন্যই বাধ্য হয়েছি খুন করতে।' শান্ত কণ্ঠে বললেও জনের ভেতর ক্রোধ দানা বেঁধে উঠেছে।

'আত্মরক্ষার জন্য নিরীহ, নিরস্ত্র লোকটাকেই খুন করে ফেললে!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়েছে শেরিফের কথায়।

'নিরস্ত্র, নিরীহ! প্রায় গর্জন করে উঠলো জন, 'কি বলছো তুমি। সবাই দেখেছে ঘটনাটা, অন্ততঃ বার-কিপার···

'রাখো বার-কিপার।' ধমকে উঠলো শেরিফ, 'ওরা তোমার সাক্ষী নয়, আমার। সুতরাং, আমি যা বলছি—তাই হবে।'

জন স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ষড়যন্ত্রে ফেঁসে যাচ্ছে ও। পুরো ঘটনাটাই সুপরিকল্পিত।

'খুব ঝামেলায় পড়ে গেছ তুমি, আগন্তুক,' বললো শেরিফের সঙ্গের লোকটা। এবার এগিয়ে শেরিফের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেও।

'আপনি কে?' সোজা পাল্টা প্রশ্ন জন ওয়েবের।

তাড়াহুড়ো করে শেরিফ বললো, 'উনি মিঃ জ্যাকব, বো জ্যাকব। অত্যন্ত সম্মানী লোক।'

'আমিই আমার পরিচয় দিচ্ছি, মার্শাল,' বললেন বো জ্যাকব। 'গ্রেজ এর পশ্চিমে বিস্তৃত র‍্যাঞ্চ ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের মালিক আমি।'

কোন কথা বললো না জন। সোজা জ্যাকবের চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে ও।

ওর দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন জ্যাকব। দ্রুত বলে উঠলেন, 'আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।'

বিরক্তি বোধ করলো জন, 'তাতে আমার কি?'

'আমরা একে অন্যের সাহায্যে লাগতে পারি,' অজুহাত দেখানোর ভঙ্গিতে বললেন জ্যাকব।

'তাই নাকি?' তাচ্ছিল্যের সুরে বললো জন ওয়েব। ওর মুখে ব্যঙ্গের হাসি।

এবার শেরিফের দিকে ফিরিলেন জ্যাকব। ওকে বললেন, 'মার্শাল, তুমি এখন যেতে পারো। আমি ওর সাথে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে মিঃ জ্যাকব। আমি যাচ্ছি, ওর সাথে কথা বলে চলে আসবেন আপনি।' চলে গেল শেরিফ সেল ব্লক থেকে।

'দ্যাখো', জ্যাকব বলতে শুরু করিলেন ধীর কণ্ঠে, 'সি-বারের সাথে আমার বিরোধ আছে। আমার পাশাপাশি এই র‍্যাঞ্চের মালিক কুনরড·····।

'কি নাম বললেন?' শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেছে ওর।

'কুনরড। কেন, চিনতে পারছো নাকি? ভিস কুনরড আর আলফ কুনরড দুই ভাই।' জনের মুখভাব পরিবর্তিত হতে দেখে আরো অবাক হলেন জ্যাকব।

'আলফ কুনরডের সাথে আমারও একটা হিসাব আছে। ওটা চুকিয়ে ফেলতে হবে,' মুখমণ্ডল কঠোর হয়ে উঠেছে জনের। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওর দু'চোখে।

'আলফের সাথে তোমার কি ব্যাপার?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো জন ওয়েব।

'যাকগে। আমার কথা হচ্ছে, তোমার সাথে একটা চুক্তিতে উপনীত হতে চাই।'

'সেলের ভেতর থেকে আমি শুধু আপনার কথা শুনতেই পারি। কোন কথা বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'তোমাকে সেল থেকে বের করার ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'শুনেছি, তুমি মারাত্মক একজন গান ফাইটার। তোমার মতো একজন গান ফাইটার খুঁজছি আমি, অনেক দিন থেকেই। আমার র‍্যাঞ্চের লোকদের মধ্যে ইদানীং সাহসের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করছি। তুমি কাজ করবে, আমার পক্ষে?'

একটু ভাবলো জন। এই সময়ে জ্যাকব অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে লাগলেন। অবশেষে জন বললো, ঠিক আছে! রাজি আমি।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন, বো জ্যাকব। খুশী হয়ে বললেন, 'আমি যাই, শেরিফের সাথে কথা বলে আসি।' বেরিয়ে গেলেন জ্যাকব সেল ব্লক থেকে।

জন ভাবছে, আবার না জানি কোন ঝামেলায় পড়া গেলো বোনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ডাচকে খুন করেছে ও। এবার বাকী রইলো আলফ। ওর কাছাকাছিও পৌঁছে যাচ্ছে ও শিগগিরই।

গ্রেঞ্জ এর আরেকটা সেলুনের নাম অক্সিডেন্টাল। একই দিন

সন্ধ্যেয় জন ওয়েব আর বো জ্যাকব বসে আছে অক্সিডেন্টালের বারে। তুমুল হট্টগোল আর লোকজনের ভিড়ে ক্লান্ত গোটা সেলুন। দেয়াল পেছনে দিয়ে বসে আছে ওরা দুজনেই। সামনের টেবিলে দুটো খালি গ্লাস এবং একটা জগ। জগটা খালি দেখে একজন সুন্দরী বারমেইড ছুটে এলো, দেহে সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ নিয়ে। পরনে পোষাক খুবই সংক্ষিপ্ত। ছোট একটা ব্লাউজ, খাটো স্কার্ট। স্কার্টের ঝুল কোমরের নিচে নিতম্ব পুরোটা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। টেবিলের সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ও, ব্লাউজের সংক্ষিপ্ত বাঁধন থেকে স্তন দুটো লাফিয়ে বেরিয়ে আসার যোগাড়।

'আর কিছু লাগবে?' মুখে কামাতুর হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলো ও!

'না, এখন আর না। আমাদের জরুরী কিছু কথাবার্তা আছে, সেগুলো সেরে নেই—তারপর,' বললেন বো জ্যাকব।

'ঠিক আছে,' মেয়েটি চলে গেলো।

বো জ্যাকব জনের উদ্দেশে বললেন, 'তাহলে তোমার সাথে কথা-বার্তা পাকা হয়ে গেল। তুমি কাজ করছো, আমার র‍্যাঞ্চের হয়ে আর কোন কথা?'

'না, আর কোন কথা নেই, বললো জন, 'তবে বার-কাউন্টারের ওদিক থেকে কয়েকটি মেয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের টেবিলের দিকে। খুব সুবিধেজনক মনে হচ্ছে না আমার।'

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জ্যাকব বললেন, 'ঘাবড়াচ্ছো কেন, ওরা তো স্রেফ মেয়েমানুষ!' আবার ওদিকে ফিরে গলা ছড়িয়ে ডাকলেন, 'এ্যাই লুসি, এদিকে এসো।'

বারের সবচেয়ে দীর্ঘকায়া মেয়েটি টলোমলো পায়ে এগিয়ে এলো ওদের টেবিলের দিকে। ওদের সামনে টেবিলের ওপর দুহাতের ভর দিয়ে লুসি নামের মেয়েটি ঝুঁকে দাঁড়ালো। ওর গাউনের বড়ো করে কাটা গলার ভেতর স্তনের খাড়াইয়ের মধ্যে দেখা গেলো গভীর উপত্যাকা, ভেতরের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ওদিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন জ্যাকব।

'ব্যস্ত নাকি?' লুসিকে জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

'না' কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো লুসি।

'চলো, তাহলে যাওয়া যাক, রাতটা এক সাথেই কাটাই,' লুসির উদ্দেশ্যে কথা ক'টা বলে দাঁড়ালেন জ্যাকব। জনের উদ্দেশ্য বললেন, 'তোমার জন্যও ওপরে একটা রুম ঠিক করা আছে, গিয়ে বিশ্রাম নাও, কেমন?'

'ঠিক আছে, আমিও যাচ্ছি এখনই।' জ্যাকবদের-পিছু পিছু এসে জন কাউন্টার থেকে রুমের চাবি নিলো। ওর জিনিষ-পত্র আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রুমে। অক্সিডেন্টালের নিচতলায় বার, কিচেন ইত্যাদি। আর ওপরে সার সার রুম।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল। বিছানার দিকে পা বাড়িয়েছে মাত্র, এমন সময় নক হলো দরজায়। ঝট করে চেহারের সাথে ঝোলালো হোলস্টার থেকে রিভলবারটা তুলে নিলো ও। দরজার দিকে রিভলবার তাক করে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ওখানে?'

'আমি, নরম নারী কণ্ঠে জবাব ভেসে এলো, 'আমি, রাউলা।' এগিয়ে আস্তে করে খিলটা খুলে আবার পিছিয়ে এলো।

হাতের রিভলবার তেমনি চেয়ে আছে দরজার দিকে। হাঁকলো জন, 'দরজা খোলাই আছে, ভেতরে এসো।'

ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে দরজার পাল্লা ফাঁক হলো, একজন মানুষ গলবার জন্য যথেষ্ট। করিডোরের আলোয় রাউলাকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। নিচু গলায় বললো ও, 'এ্যাই, আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তোমাকে,' হাল্কা গলায় বললো জন, 'তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো, আর দরজাটা লাগিয়ে দাও।'

দরজা লাগানোর শব্দ হলো খুট করে। ছিটকিনিও লাগিয়ে দিলো রাউলা। আঁকড়ে ধরলো ওকে। 'একি জন!' বিস্মিত, জিজ্ঞাসা করলো রাউলা, 'একেবারে নগ্ন যে।'

'ঘুমোতে যাচ্ছিলাম।'

'আমাকে নেবে না? অনেকদিন পর দেখা আমাদের।' নরম কণ্ঠে বললো রাউলা।

'হ্যাঁ, অনেকদিন পর এলাম গ্রেজে। যাকগে, তুমি তো কোনদিন আমার অনুমতি চাইতে না, আজ হলো কি?' রাউলার দেহের কাঁপন অনুভব করছে জন নিজের দেহে। ওর সিল্ক গাউনের এখানে ওখানে কয়েকটা টান দিলো জন, অন্ধকারের মধ্যেই ঠাহর করে করে। ঝপাত করে পায়ের কাছে পড়ে গেলো ওটা। এখন দুজনেরই পরনে আর একটিও সুতো নেই। বিছানার দিকে ওকে আকর্ষণ করলো জন।

এরপর অন্ধকারের মধ্যে দুজনের ভারি নিঃশ্বাস, শেষে পরিতৃপ্তির

আনন্দ-ধ্বনি এলো রাউলার কণ্ঠ থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে ওরা। প্রথম উত্তেজনার ধকল কাটাচ্ছে ওরা। জন রাউলার নগ্নদেহ আবার টেনে নিলো বুকের মাঝে। এখন রাউলার দেহে আর সারা নেই। তবুও জনের কোমরের উপর তুলে দিলো রাউলা ওর ডান পা।

'প্রায় তিন বৎসর পর দেখা তোমার সাথে, তাই না জন? সেই ডেডউডে শেষ দেখা হয়েছিলো আমাদের,' বললো রাউলা।

'তাই। তা এতোদিন কি করছিলে?' জিজ্ঞেস করলো জন।

'কি আর করবো, স্রেফ তোমার অপেক্ষায় দিন গুণছিলাম।

জন বুঝলো, প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে ওর এক সময়ের প্রেমিকা রাউলা। জিজ্ঞেস করলো আবার, 'আমি এখানে, জানলে কি করে?'

'নিচে বারে দেখেছিলাম তোমাকে, ভিড়ের মধ্যে। তারপর, কাউন্টারে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তুমি কোথায় আছো।'

রাউলার হাতের বাঁধন খুলে উঠে বসলো জন। ল্যাম্পটা জ্বালালো টেবিলের উপর। বিছানার মাথার কাছেই টেবিল। ঘর আলোকিত হলো। দুজনের কেহই লজ্জা পেলো না নিজেদের নগ্নতায়! একটা সিগারেট রাউলাকে দিয়ে আরেকটা জন নিজে ধরালো।

'বো জ্যাকবের সাথে পরিচয় হলো কি করে।

'পিঙ্ক লেডির ঘটনায় আমাকে ধরেছিলো শেরিফ। জ্যাকব আমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনে, বিনিময়ে আমাকে ওর সাথে

কাজ করার প্রস্তাব দেয়। তাই·····

'ও' পিঙ্ক নেভীর নায়ক তাহলে তুমিই, 'চোখ কপালে তুললো রাউলা, 'ডাচকে মেরেছো তুমিই ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু, তুমি জানলে কি করে ?' জিজ্ঞেস করলো জন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে !

'বাতাসে কথা ভেসে বেড়ায়।'

'আচ্ছা !'

'ডাচকে মারলে কেন ? বিশেষ কোন কারণ কি ?'

'এর জবাব পরে পাবে তুমি, রাউলা,' শীতল কণ্ঠে বললো জন ওয়েব। 'এখন এ সম্পর্কে কথা বলার সময় না। শুধু বলতে পারি আমার বুকের ভেতর প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে ?'

'ক'দিন আছো এখানে ?'

'কালই যাবো জ্যাকবের র‍্যাঞ্চে। ও বলেছে পুরো এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে।'

চার

নাশতার পর তিন কাপ কফি খেয়েছে জন ওয়েব। চতুর্থ কাপে চুমুক দেয়ার সময় উপস্থিত হলেন বো জ্যাকব। ক্লান্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে ওকে। জনের সামনের চেয়ারে এসে ধপ করে বসে পড়লেন।

'ক'টা বাজে?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

'দশটা,' সংক্ষিপ্ত জবাব জনের। ভাবলেশহীন চেহারা ওর।

'সর্বনাশ! যাবো কি করে? সূর্য তো এখন একেবারে মাথার ওপর। এদিকে মাথার ব্যাথায় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে!'

'তাহলে আজ সকালে ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে যাবার যে পরিকল্পনা ছিলো, ওটা বাদ হয়ে যাচ্ছে?' শীতল কণ্ঠে বললো জন।

'না, না, তা কেন,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন জ্যাকব, 'যেতেই হবে আমাদের।'

কফি দিতে বললো জ্যাকব ওয়েট্রেসকে। সেলুনের ভেতরটাও বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। বাইরে সূর্য অকৃপণ হাতে উত্তাপ ঢেলে চলেছে। ওদের যাত্রাপথ বেশ কষ্টকরই হবে, ভাবছে জন।

জনের দিকে চেয়ে চোখ মটকালেন জ্যাকব, 'কাল রাতটা ভালই কেটেছে তোমার, তাই না ?'

'আপনি জানলেন কি করে ?' অবাক হলো জন। 'এই সেলুনে প্রাইভেসী বলে কি কিছু নেই ?'

'আরে রাগ করো না,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন জ্যাকব, 'লুসির কাছে কোন কথাই গোপন থাকে না। আসলে এই সেলুনে কর্মরত সব ক'টি মেয়ের প্রধান হলো লুসি। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, ওর সাথে রাত কাটিয়েছি আমি। যাই বলো, বয়স হলেও লুসির মতো একটি মেয়েও নেই এখানে।'

'যার যা পছন্দ।'

হা হা করে হেসে উঠলো জ্যাকব, 'ভালোই বলেছো। যাক, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবো আমরা।'

গ্রেজ ছেড়ে খানিকটা সামনে এগুতেই সবুজ শেষ হয়ে গেল। এখন সামনে শুধু রুক্ষ পাথুরে ভূমি, কোথাও নিচু, কোথাও উঁচু। জন আর জ্যাকবের সঙ্গে আরেকজন যোগ দিয়েছে রওনা হবার সময়। ওর নাম সিম, জ্যাকবের র‍্যাঞ্চের লোক ও। জ্যাকব সিমের সাথে ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যাত্রার শুরুতেই। জন আর জ্যাকব পাশাপাশি চলেছে ট্রেইল ধরে, পেছনে সিম। অনেক দূরে পাশাপাশি বেশ কয়েকটা উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে আবছা-ভাবে। ওগুলোর পেছনেই জ্যাকবের ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ড। আর ওটার প্রায় পাশাপাশিই কুনরডদের সি-বার। দুটো র‍্যাঞ্চের মধ্যে দূরত্ব খুবই কম। আর তাই এদের বিরোধও লেগে রয়েছে সব সময়েই।

গ্রেজ থেকে ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল বলে জানানো হয়েছে জনকে। যাত্রা শুরু করার আগে সিমের সাথে জ্যাকবের কি সব আলাপ হয়েছে। জনের কাছে কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে ওরা, বলে মনে হয় ওর। অবশ্য তাতে জনের কিছুই যায় আসে না। ও জ্যাকবের দলে ভিড়েছে শুধুমাত্র ওর বোনের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সুবিধার জন্য। জ্যাকবের শক্তিও খানিকটা ব্যবহার করতে চায় কুনরডদের বিরুদ্ধে। ও এখন নিঃসন্দেহ, সি-বারের আলফ কুনরডই সেই লোক যে ডাচের সঙ্গে গিয়ে ওর বোনের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিলো। রাউলার সাথে আলাপ করে জেনেছে, গ্রেজে আর কোন আলফ নেই। তবে এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না ও। কারণ, ডাচ বা আলফের সাথে কোনদিনও দেখা হয়নি ওর।

এসব সাত সতেরো ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে জন ওয়েব। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলো ও। জ্যাকবের ডাকে সচকিত হয়ে উঠলো।

'সামনের ছোট পাথুরে পাহাড়টা দেখছো, জন?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব।

খানিক দূরেই ট্রেইলটা চলে গেছে একটা পাথুরে ছোট পাহাড় ঘুরে। মাথা ঝাঁকালো জন।

'আর ট্রেইল ধরে যাবো না আমরা,' জানালেন জ্যাকব, 'পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাবো আমরা। ওটা শর্টকাট হবে।

'কিন্তু, পাহাড়টা বেশ খাড়া,' জন বললো আমতা আমতা করে, 'আর পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলতে ঘোড়াগুলোরও বেশ কষ্ট

হবে। এ রকম অবস্থায়·····

'কথা শেষ করতে পারলো না জন। সিম এগিয়ে এসেছে ওর পাশে। বললো, 'আমরা এ পথ দিয়েই বরাবর যাই।'

'কেন?'

'বস তো বলেছেনই, শর্টকাট হয় এদিক দিয়ে গেলে,' নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠে জবাব দিলো সিম।

আবছা একটা ট্রেইল দেখা যাচ্ছে, এঁকে বেঁকে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। কেমন যেন শংকা ভর করছে জনের মনের ওপর। এই ট্রেইলের আশেপাশে যে কেউ ওঁৎ পেতে থাকতে পারবে। বড়ো বড়ো সব পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আশেপাশে, সেই সঙ্গে গাছপালাও আছে।

খুবই সাবধানে পথ বেয়ে উঠছে ওরা। কেন যেন মোটেও শংকামুক্ত হতে পারছে না জন। চূড়ার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। ওপরের দিকে চোখ রাখার খুব একটা সুবিধে নেই। কারণ, সারাক্ষণই সামনে কয়েক হাতের মধ্যে দৃষ্টি-সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে।

হঠাৎ জ্যাকব চিৎকার করে উঠলেন, 'ওই, ওই যে! চূড়ার ওপরে দেখা যাচ্ছে। জেসাস।' শুধু চিৎকার করছেন জ্যাকব। হাত তুলে দেখাচ্ছেন চূড়ার দিকে।

প্রায় একই সঙ্গে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল। লক্ষ্যহীন গুলী ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল সাঁই করে। চূড়ার দিকে থেকে এসেছে গুলী। সচকিত হয়ে উঠলো ওরা। নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ অ্যামবুশ করে আছে চূড়ার ওপর। কাঁচকলে আটকা পড়ে গেছে ওরা। ওপরে যাওয়া যাবে না, নামাও যাবে না। তার চেয়ে

বরং এখানেই একটা আড়াল বেছে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা ভালো। কিন্তু, ক'জন আছে ওরা? পাঁচজন, ছয়জন? না আরো বেশী?'

ঝট করে রিভলবার বের করে গুলী চালালো জন চূড়া লক্ষ্য করে। গুলিতে কারো কোন ক্ষতি হবার কথা নয়, কিন্তু, পজিশন নেয়ার জন্য ওটা বাড়তি কিছু সময় পাইয়ে দেবে।

এই পথ জনের একেবারে অচেনা। সুতরাং এগুনোর জন্য সিম বা জ্যাকবের ওপর নির্ভর করতেই হবে। ওপর থেকে আরেকটা রাইফেল গর্জে উঠলো। জনের স্টেটসনটা উড়ে গেল মাথা থেকে। আর দেরি করলো না জন। ডাইভ দিয়ে পড়লো একটা পাথরের আড়ালে, তার আগে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা টেনে বের করে নিয়েছে। এদিকে ছুটে পালিয়ে গেল জনের সোরেল।

আশেপাশে দেখছে জন, সিম ও জ্যাকবের সন্ধান করছে ও। চিৎকার দেয়ার পর আর জ্যাকবকে পাশে দেখতে পায়নি।

দেখতে পেলো ও জ্যাকবকে শেষ পর্যন্ত।

একটা অগভীর ট্রেঞ্চের মধ্যে শুয়ে আছেন জ্যাকব। প্রস্তুতির কাছে আড়াল চাইছেন উনি। ওপর থেকে এখন বিরতিহীন ভাবে গুলী চালিয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ। কিন্তু জ্যাকব একেবারেই নিরাপদ স্থানে রয়েছেন। আশেপাশে গুলী লাগালেও ওর গায়ে গুলী আঁচড়ও কাটতে পারবে না।

জ্যাকব হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করলেন ধীরে ধীরে। তারপর ওপরের দিকে একটু মাথা উঁচু করে পরপর কয়েকটা গুলী

চালালেন।

মাথা ঝাঁকালো জন ওয়েব।

বো জ্যাকব দ্রুত তিনবার গুলী চালালেন। একেকটা গুলী একেক দিকে গেল। এরকমভাবে উদ্দেশ্যহীন গুলী কেউ চালাবে, একথা জন ভাবতেই পারে না। হয় বো জ্যাকবের গুলী চালানোর দক্ষতা নেই, নয়তো ঘাবড়ে গেছেন উনি। চূড়ার ওপর থেকে রাইফেলের গর্জন বন্ধ হয়েছে কয়েক সেকেণ্ড ধরে। রাইফেলের শব্দ থেকে জ্যাকবের মনে হয়েছে, ওপরে বেশ কয়েকজন লোক আছে। আর এদিকে জন, জ্যাকব আর সিম ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। ওপরে রাইফেলের গর্জন থেমে থাকার অর্থ, ওরা নতুন কোন পরিকল্পনা আঁটছে। জ্যাকবের আরো ডানে একটা পাথরের আড়ালে রয়েছে সিম।

পা দুটো টান টান করে রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে জন ওয়েব। যতোদূর সম্ভব ওপরের দিকে চেয়ে রয়েছে ও। সিম গুলী চালালো এবার, সম্ভবতঃ ওপরের দিকে আবছা ছায়ার মতো কিছু চোখে পড়েছে। এই সুযোগ গ্রহণ করলো জন। ডান হাতে উইনচেস্টার নিয়ে ছুট লাগালো ওপরের দিকে, কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। সামনেই একটা ঢাল আছে, ওটার আড়ালে চলে যেতে পারলে আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু শত্রুপক্ষের চোখে পড়ে গেল ও। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো। তবে তীরবেগে ছুটন্ত জনকে একটা বুলেটও ছুঁতে পারলো না। এদিকে, থেমে দাঁড়িয়ে যে গুলী চালাবে সে উপায়ও নেই জনের। অবশ্য উপর থেকে আসা সব গুলী ওর আগের অবস্থান গুলোতে

আঘাত করছে। আরেকটু যেতে পারলেই আড়ালে চলে যাবে।

'গুড গড! ওয়েব, সাবধান!' নিচের দিক থেকে জ্যাকবের চিৎকার ভেসে এলো।

বিদ্যুৎ খেলে গেলো জনের দেহে। পলকের মধ্যে ও ডাইভ দিয়ে বাঁ দিকে একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে পড়লো, যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো কি করবে এরকম পরিস্থিতিতে। পাথরের আড়ালে গিয়ে দেখলো ওর বাঁ দিক দিয়ে তিন শত্রু আসছে লাফাতে লাফাতে। ওরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সম্ভবতঃ, সব দিক দিয়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

জনের উইনচেস্টার থেকে গুলী ছুটলো, সঙ্গে সঙ্গেই ও কক করে আরেকটা গুলী চেম্বারে নিয়ে এলো। প্রথম গুলীই আঘাত হেনেছে লিডারের বুকে। বাঁ হাতে ক্ষত-স্থান চেপে ধরে লুটিয়ে পড়লো ও, 'আমি গেলাম,' গগন-বিদারী চিৎকার দিলো লোকটা।

এবার অন্য দুজন লিডারকে টেনে নিয়ে আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

নিচে থেকে জ্যাকবের উল্লাস-ধ্বনি শোনা গেলো, 'দাঁড়াও বাছাধন, এবার পেয়েছি তোমাদের।' গুলী চালাতে শুরু করলেন জ্যাকব। আতঙ্কিত হয়ে পড়লো; গুলীগুলো আঘাত করছে এসে ওর আশেপাশে। এভাবে গুলী চলতে থাকলে শত্রুপক্ষের বদলে জনই মারা পড়বে।

শত্রুপক্ষ থেকে হঠাৎ করেই গুলী বন্ধ হয়ে গেল আবার। এই সুযোগে জ্যাকব ছুট লাগালেন জনের অবস্থান লক্ষ্য করে। আরো আতঙ্কিত বোধ করলো জন, এবার জ্যাকবকেই সাবড়ে ফেলবে

ওরা। ওর বাঁ দিকের শত্রুদের নিয়ে চিন্তা নেই, কারণ, ওরা ওদের লিডারকে নিয়েই ব্যস্ত। ওপরের দিকে উইনচেস্টারের নল ফেরালো ও। জ্যাকবকে কভারিং ফায়ার দিতে হবে। গর্জে উঠতে লাগলো ওর রাইফেল। কোন বিপদ ঘটার আগেই জ্যাকব এসে হুড়মুড় করে পড়লেন ওর গায়ের ওপর। রাইফেলের নল ওপরের দিকে উঠে গেল, আকাশের দিকে চলে গেল একটা গুলী।

'কি বোকার মত কাজ কারবার করছেন আপনি?' ধমকে উঠলো জন।

'কেন,' এক গাল হাসি উপহার দিলেন জ্যাকব, 'বেশ নিরাপদেই তো চলে এলাম তোমার কাছে।' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন।

এখান থেকে সিমকে দেখা যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওদিক থেকে গুলীর শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

জ্যাকবের চোখের ওপর চোখ রেখে ধীর কণ্ঠে বললো জন, 'হাল ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

'কি বলছো তুমি!!' আকাশ থেকে পড়লেন যেন জ্যাকব, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?'

অনেক কষ্টে হাসি গোপন করলো জন। মুখ ঘুরিয়ে একটু কড়া গলায় বললো, 'হ্যাটটা খুলে ফেলুন।'

'কেন? হ্যাট দিয়ে কি করবে তুমি?' আরো অবাক হলেন জ্যাকব। জনের দৃষ্টি কঠোর হতে দেখে তাড়াতাড়ি হ্যাট খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

জন ভাবছে, ওপর থেকে বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই। বাঁ দিকের ওরাও সরে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তাই একটু কৌশল অবলম্বন করার কথা ভাবলো ও। উইনচেস্টারের নলে জ্যাকবের হ্যাট পরিয়ে দিয়ে উঁচু করে ধরলো ওটা। দূর থেকে মনে হবে, কেউ পাথরের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। প্রতি মুহূর্তেই রাইফেলের গর্জন আশা করছে ও। কিন্তু না, কোন রাইফেল গর্জে ওঠেনি।

'নেই ওরা ভেগে গেছে,' উল্লসিত স্বর জ্যাকবের, 'চলো তাহলে, বেরিয়ে পড়া যাক।'

কিছুটা বিমূঢ় দেখাচ্ছে জনকে। চারদিকে নিস্তব্ধ। এতে আশ্বস্ত হবার পরিবর্তে আরো বেশি শঙ্কিত হয়ে পড়ছে ও। ওর ধারণা, শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই কোন চক্রান্ত করছে। এবার নিজেই মাথা তুললো খুব সাবধানে। চারদিক ভালো করে দেখা দরকার। ওপরে কেমন যেন একটা শব্দ হচ্ছে।

ওপরের দিকে চোখ ফেলে চমকে গেল জন। সময় নেই আর।

'জ্যাকব!' লাফ দিয়ে সরে যান।' চিৎকার করে উঠলো ও।

'মানে!' অবাক চোখে তাকালেন জ্যাকব ওর দিকে।

এবার জন জ্যাকবকে নিয়েই ঝাঁপ দিলো ডান দিকে। ওর হাতের রাইফেলটা উড়ে গিয়ে পড়লো প্রথম। তারপর হুড়মুড় করে পড়লো দুজনেই। একই সঙ্গে বিশাল একটা পাথর এসে আছড়ে পড়লো ওদের আগের অবস্থানে। ধূলো ঝড় উঠলো চারদিকে।

ওদের আড়াল থেকে বের করার জন্য শত্রুপক্ষ অভিনব এই

পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ওপর থেকে বড়ো বড়ো সব পাথর গড়িয়ে ফেলতে শুরু করেছে।

জন চিৎকার করে সাবধান হতে বললো জ্যাকবকে।

কিন্তু, পাথর গড়িয়ে আসার শব্দে কোন কিছু শুনতে পাননি উনি। পাল্টা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলছো তুমি?'

এবার কণ্ঠ আরেক মাত্রা চড়িয়ে বললো ও, 'আরো পাথর আসছে!'

দ্রুত জ্যাকবকে নিয়ে আরেকটা গড়ান খেয়ে সরে গেল জন। আরকটা বড়ো পাথর গড়িয়ে গেল ওদের পাশ দিয়ে। আবারো ধূলোর মেঘ ঢেকে ফেললো ওদের। রাইফেলটা তোলার সময় পায়নি জন এই দফায়। ফলে রাইফেলের স্টক গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল দ্বিতীয় পাথরের চাপে। এবার আরো একটু হতাশ বোধ করলো জন। রাইফেল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় এখন ভরসা শুধু রিভলবার। জ্যাকবের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা বৃথা। উনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়ায়। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছেন চারদিক।

জ্যাকবের কাঁধ ধরে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিলো জন, 'চলুন সরে পড়তে হবে এখান থেকে। নইলে ময়দা পেষা হয়ে যাবো!'

'তাহলে চলো, ভেগে পড়ি।' দ্রুত বললেন জ্যাকব। হতচকিত হয়ে পড়েছেন উনি।

'না, ওরাও তাই চাইছে নিশ্চয়ই,' বললো জন, 'আর আমরা ওদের ইচ্ছেতে বাদ সাধতে যাচ্ছি। কয়েক মুহূর্ত এখানেই কাটাবো। কারণ, আমাদের সামনে মোটামুটি পাথরের আড়াল

তৈরি হয়েছে। এরপর, আমি ছুট লাগাবো ডান দিকে, সম্ভবতঃ সিম ওদিকেই আছে। আপনি আমার পিছু পিছু ছুটবেন। গুলী চালাতে চালাতে রাস্তা ক্লিয়ার করে নেবো। আর একটা কথা, ঘাবড়াবে না।'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' চাপা কণ্ঠে সম্মতি প্রকাশ করলেন জ্যাকব।

পাথর গড়িয়ে আসা বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। শত্রু দলে কতোজন আছে, সে সম্পর্কেই নিশ্চিত হতে পারছে না জন। তাছাড়া, কি পরিকল্পনা আঁটছে ওরা, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে সিমেরও কোন সাড়াশব্দ নেই। দাবার চালে আটকা পড়ে গেছে যেন ওরা। এখন মরিয়া হয়ে চাল দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পাথরের আড়ালের জন্য ওপরের দিকটাও দেখা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ছুট লাগানোর সিদ্ধান্তই নিলো জন ওয়েব।

'ওয়ান, টু, থ্রী,' বলেই দৌড় দিলো ও জ্যাকবের ডান হাত ওর বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে। ডানহাতে ওর উদ্যত রিভলবার। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়েই বুঝতে পারলো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু, আর পিছিয়ে যাবারও সময় নেই। বিশালদেহী এক লোক উড়ে এসে পড়েছে জ্যাকবের ওপর। জ্যাকব পড়লেন জনের ওপর, রিভলবার তোলারও সময় পায়নি জন। গড়াতে গড়াতে বেশ কিছুদূর এসে খানিকটা সমতল জায়গায় থামলো ওরা। ততোক্ষণে, আরো চারজন এসে ওদের ঘিরে ফেলেছে চারিদিক থেকে। একজন হাতের রাইফেলটা উল্টো করে হকিস্টিক চালানোর মতো করে নামিয়ে আনলো বাটটা জনের ডান কাঁধ লক্ষ্য করে।

উঠে বসতে যাচ্ছিলো জন। দড়াম করে বাড়ি পড়তেই কাত হয়ে গেল একদিকে। রিভলবার হারিয়ে ফেলেছে গড়ানোর মধ্যেই। আরেকটা রাইফেলের বাট মাথায় ওপর নেমে এসে ঠকাশ করে শব্দ তুললো। নির্বিবাদে জ্ঞান হারালো জন। নিশ্চত হবার জন্য ওর দুই উরুর সংযোগ স্থলে লাথি চালালো একজন। কিন্তু, কোন নড়ন-চড়ন নেই ওর। জ্যাকবকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ওরা।

সূর্য এখন মধ্য গগনে। প্রচণ্ড উত্তাপে চোখ-মুখ সব জ্বলে যাচ্ছে। চোখ পিট পিট করে তাকালো জন ওয়েব। প্রথমে মনে করতে পারলো না, কোথায় আছে এখন। নড়ে উঠতে গিয়ে ব্যথায় কাতরে উঠলো ও। ঝট করে মনে পড়ে গেল সবকিছু। চোখ পিট পিট করে তাকালো চারিদিকে। চোখের কোণা কুঁচকে আছে। নেই ওরা কেউ। পাশেই পড়ে রয়েছেন জ্যাকব।

উঠে বসলো জন, গোটা শরীরে চাপ চাপ ব্যথা। কপালে হাত বুলিয়ে দেখলো, একটা দিক গোল আলুর মতো ফুলে আছে। মাথার চুলে চিট চিট করছে রক্ত। দূরে একটা ন্যাড়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওর সোরেল ও জ্যাকবের ডান। একটু খেয়াল করতে বুঝলো গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা রয়েছে ঘোড়া দুটোর লাগাম।

তাহলে! কি ব্যাপার, ওরা শেষ পর্যন্ত না মেরেই চলে গেল কেন? আবার ঘোড়া দুটোও যত্নের সাথে রেখে গেছে। সব কিছু বড়ো বেশি রহস্যাবৃত মনে হচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। জ্যাকবের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো, ওঁর একটা

হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। জ্যাকবের ওপর বেশি মারধোর পড়েনি, দেখেই বোঝা যায়। মনে হয়, জনের ওপরেই যেন ওদের রাগ ছিলো বেশি।

কেবল সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছেন জ্যাকব। ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে স্যাডল ব্যাগ থেকে পানির ফ্লাস্কটা নিলো। প্রথমে নিজের গলায় ঢেলে নিলো কয়েক ঢোক পানি। প্রখর তাপে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পানি পড়ায় কিছুটা আরাম বোধ করলো। হাতের তালুতে পানি নিয়ে কপাল ও মুছলো ভাল করে।

মুখে-চোখে পানির ঝাপটা দিতেই নড়ে চড়ে উঠলেন জ্যাকব, জিভ বের করে ঠোঁটের কোণায় জমে থাকা পানির কণাগুলো চেটে নিলেন। চোখ মেললেন ধীরে ধীরে। জন ওঁর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, চোখে ব্যগ্র দৃষ্টি।

উঠে বসলেন জ্যাকব, 'কি ব্যাপার, ওরা কোথায়? বেঁচে আছি এখনো?'

'বেঁচে আছি বলেই তো মনে হয়। আর ওরা বোধ হয় নেই,' শান্তকণ্ঠে বললো জন।

'তুমি মেরে তাড়িয়েছো, ওদের?' গদগদ কণ্ঠে বললেন জ্যাকব।

'না, ওরা নিজে থেকেই চলে গেছে। যাবার আগে আমাদের ঘোড়াগুলোও খুঁজে বের করে দিয়ে গেছে।'

'মানে?' চোখ কপালে উঠলো জ্যাকবের।

'মানে জানি না। তবে এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। চলুন কেটে পড়ি, নইলে আবারো বিপদে পড়তে হতে

পারে।'

'তাই চলো,' এবার ঝটিতে উঠে বসলেন জ্যাকব। ঘোড়ায় চড়ার আগে দুই ঢোক পানি খেয়ে নিলেন।

সন্ধ্যে হয় হয় প্রায়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সন্ধ্যের অন্ধকার ঝাঁকিয়ে বসতে পারেনি, তবে, আলো-আঁধারীর খেলা চলছে চারদিকে। বিশাল গোল থালার মতো সূর্যটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে দূর পর্বতশ্রেণীর আড়ালে। শেষবারের মতো পাহাড়ের ওপর দিয়ে সূর্য উঁকি মেরে দেখতে চাইছে যেন বিশ্বটাকে।

জন ওয়েব একটু ঘুরে দেখতে বেরিয়েছে জ্যাকবের র‍্যাঞ্চের সীমানা। ঘন্টাখানেক আগেই পৌঁছেছে ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চে। মুখ হাত ধুয়ে সামান্য খাবার খেয়ে নিয়ে ও বেরিয়ে পড়েছে। তার আগেই অবশ্য জ্যাকব জনকে আরেকটা উইনচেস্টার রাইফেল এবং একটা কোল্ট রিভলবার উপহার দিয়েছেন। জন ওর পূর্বের দুটোই হারিয়েছে পাহাড়ের ওই যুদ্ধে।

ঘুরতে ঘুরতে একটা পুকুর দেখতে পেলো। একটু একটু অন্ধকার নেমেছে পুকুরের বুকে। দূর থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যাচ্ছে, কারা যেন দাপাদাপি করছে পানির মধ্যে। কোন বন্য জন্তু হবে বোধহয়, ভাবলো জন। তবুও এগিয়ে গিয়ে দেখবে মনস্থ করলো। জ্যাকবের স্টেবল থেকে অন্য একটা ঘোড়া নিয়েছে ও। কারণ, ওর সোরেল এখন ক্লান্ত। যথাসম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

পুকুরটাকে ঘিরে রেখেছে ঘন গাছের সারি। ওই জঙ্গলের

ভেতর ঢুকে পড়লো ও। ঘোড়াটাকে একটা গাছের ডালের সাথে বেঁধে এবার আরো নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চললো। এমন সময় নারী কণ্ঠের আর্তনাদ কাঁপিয়ে দিলো চারদিক। এবার স্পষ্ট ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে আগে পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাইলো জন। স্থির হয়ে গেছে ও। দেখতে পাচ্ছে পুকুর থেকে একটা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে আসছে একটা বিকট দর্শন লোক। পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ করে হাসছে লোকটা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, লাকটার মুখ থেকে লোভের লালা গড়িয়ে পড়তে চাইছে। মেয়েটা ছটফট করছে লোকটার হাতের শক্ত বাঁধনে। দুজনেরই কাপড় ভিজে গেছে।

পাড়ে এসে শুকনো মাটির ওপর ধপাশ করে ফেলে দিলো মেয়েটাকে, ককিয়ে উঠলো ও। ওর পরনে পাতলা গাউন ভিজে হাঁটুর ওপর ওঠে গেছে। নগ্ন পা দুটো অদ্ভুত রকম ছন্দময় ও সুঠাম। ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে থাকায় ওর যৌবন প্রায় উন্মুক্ত। একদিকে কাঁধের ওপর থেকে ছিঁড়ে নেমে গেছে গাউন। ফলে একটা স্তন স্বল্প আলোয়ও ঝক ঝক করে উঠছে। পাড়ে অপেক্ষমান লোকটা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দুপা ফাঁক করে দাঁড়ালো।

থর থর করে কাঁপছে মেয়েটার ভিজে দেহ। মেয়েটাকে যে তুলে নিয়ে এসেছে তার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় লোকটা বললো, 'ভাল কাজ দেখিয়েছো, দোনোহো। এবার আমার পালা। আমার পর

তুমিও ভাগ পাবে, কেমন ?'

'ঠিক আছে, লিউক,' তুমি আমার ওস্তাদ। যা বলবে তাই হবে, গদ গদ কণ্ঠে বললো দোনোহো।

একটু দূরে সরে এসে দোনোহো দেখার জন্য দাঁড়ালো পরিবর্তি ঘটনা। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিলো। ওর চোখ মেয়েটির নগ্ন যৌবনের ওপর। লিউক ওর জুতো শুদ্ধো একটা পা চাপিয়ে দিলো মেয়েটির একটি খোলা স্তনের ওপর।

'কুত্তার বাচ্ছা।' চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো মেয়েটা।

জবাবে হ্যাঁ, হ্যাঁ, করে হাসলো লোকটা। পা নামিয়ে নিয়ে এবার ঝুঁকে পড়লো মেয়েটার ওপর। বাম হাতে মুঠো করে ধরলো ওর বুকের কাছের কাপড়। অসহায় ভাবে মাথা এপাশ ওপাশ করছে মেয়েটা।

পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো জন। ওরা যেই হোক, ওর হাত থেকে আজ আর রক্ষা নেই।

ধীর পায়ে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো জন। কিন্তু, কারো নজর নেই ওর দিকে। লিউক মেয়েটিকে নিয়ে ব্যস্ত, আর দোনোহো নির্লজ্জ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে ওই দৃশ্য। প্রথম গুলী হওয়ার আগে পর্যন্ত কেউই কিছু জানতে পারলো না। কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে আছড়ে পড়লো দোনোহো মাটিতে। ওর অন্য দুই চোখও প্রায় কপালে উঠেছে বিস্ময়ে। চমকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লিউক। ওর হাত চলে গেছে ডান উরুতে বাঁধা হোলস্টারের দিকে।

পর পর দুবার গর্জে উঠলো জনের কোল্ট। একটা গুলী লাগলো

লিউকের গলায় এবং অন্যটা বাম বুকে। বাম হাতে বুকের কাছটা চেপে ধরে ধীরে ধীরে কাত হয়ে পড়ে গেল ও মাটিতে। ঝট করে সরে গেছে মেয়েটা, নইলে ওর ওপরই পড়তো লিউক। কয়েকবার খিঁচুনী দিয়ে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ।

রিভলবার হোলস্টারে ফেলে এগিয়ে গেল জন মেয়েটার দিকে। পা দুটো গুটিয়ে নিয়েছে মেয়েটা বুকের কাছে। বুকের কাছে টেনে দেয়ার চেষ্টা করছে ছেঁড়া গাউন। ভয় পাবে না আশ্বস্ত হবে, বুঝতে পরেছে না ও। গোটা শরীর কাঁপছে ওর প্রবল আতঙ্কে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলো ও, 'আমার নাম ম্যাগী। কুনরড-দের সি-বার থেকে পালিয়ে আসছি আমি। ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে যাবো। বো জ্যাকব আমার চাচা

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে জন, 'এখন নিরাপদ তুমি। আমি ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডেই কাজ করি।'

মেয়েটার চোখে-মুখে স্বস্তি ফুটে উঠলো।

কিন্তু তুমি সি-বারে গেলে কি করে?' জিজ্ঞেস করলো জন। জ্যাকবের ভাতিজী সি-বারে থাকবে কেন!

'ভিস কুনরড ধরে নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে, চাচার বিরুদ্ধে শত্রুতা উদ্ধারের জন্য। পরে বুড়োটা আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলো। আজ সুযোগ পেয়ে পালিয়ে আসছিলাম। কিন্তু, এরা দুজন ধাওয়া করে আসে আমাকে।' একদমে কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকে ম্যাগী। 'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো·····

'থাক থাক, আর ধন্যবাদ জানিয়ে কাজ নেই। আমি আমার

দায়িত্ব পালন করেছি শুধু। এবার চলো যাওয়া যাক। তোমার চাচাকে সারপ্রাইজ দেয়া যাবে।'

উঠে দাঁড়ালো ম্যাগী। ওর চোখে-মুখে লজ্জা আতঙ্কের স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। চারদিকে অন্ধকার চেপে বসতে শুরু করেছে।

জন ওয়েব ম্যাগীকে ওর সঙ্গেই ঘেড়োর পিঠে তুলে নিলো। বাঁ হাতে জড়িয়ে নিয়েছে ম্যাগীর ভিজে দেহ। আরেকবার কেঁপে উঠলো ওর কোমল দেহ।

পাঁচ

অন্ধকার ভালভাবেই জাঁকিয়ে বসেছে। অন্ধকারের মধ্যে ফ্ল্যান্স ডায়মণ্ডের র‍্যাঞ্চ হাউসের নিচের তলায় কয়েকটা জানালায় মিট মিট করে আলো জ্বলছে। রীতিমতো শব্দ করে এগিয়ে চলেছে জন তার ঘোড়া এবং ম্যাগীকে নিয়ে। জ্যাকবের লোকজন যত তাড়াতাড়ি দেখে ফেলে ওদের ততোই মঙ্গল। নইলে অন্ধকারের মধ্যে হুটোপাটি বেধে যেতে পারে। জ্যাকবের র‍্যাঞ্চের লোকেরা ওকে চেনে না, কারণ, ওর এই র‍্যাঞ্চে পৌঁছুনোর সময় সবাই-ই কাজে বাইরে ছিলো। এখন ওকে হঠাৎ করে সি-বারের লোক মনে করাও বিচিত্র নয়, তাই ও শব্দ করে এগুচ্ছে।

'কে তোমরা! সাবধান!' অন্ধকারে গম্ভীর একটা কণ্ঠ বেজে উঠলো।

বারান্দা থেকে দশগজ দূরেই থেমে গেল জন ও ম্যাগী। মেঘের আবরণ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ চাঁদ হাসি উপহার দিলো, বেশ উজ্জ্বল হয়ে এলো চারদিক। জন ও ম্যাগী লক্ষ্য করলো অন্ধকারের মধ্যেই ওদের প্রায় চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কারো কারো হাতের অস্ত্র চাঁদের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠলো।

'আমি, আমি ম্যাগী। আরে লিরয়, আমাকে চিনতেও পারছো না,' এক পা এগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাগী।

গুঞ্জন উঠলো সবার মধ্যে। দীর্ঘকায় একজন লোক এগিয়ে এলো ওদের সামনে, 'তুমি। আমরা ভাবতেও পারিনি।'

'রাখো তোমার ভাবাভাবি। চাচা কোথায়? জিজ্ঞেস করলো ম্যাগী।

র‍্যাঞ্চ হাউসের মাঝ দরজা খুলে গেল দড়াম করে। ঘরের আলো দরজাকে আলোকিত করলেও একটি বিশাল দেহ এসে আলো ঢেকে দিলো। অন্ধকার ছায়ামূর্তি জবাব দিলেন, 'আমি এখানে মা। তোর সঙ্গে কে?'

তোমার র‍্যাঞ্চেরই লোক চিনতে পারছো না!' বিস্ময় প্রকাশ করলো মেয়েটা।

কে একজন একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেছে ম্যাগীর কথার মধ্যেই! এবার সোল্লাসে বলে উঠলেন জ্যাকব, 'আরে জন ওয়েব যে! তোমার সাথে পথেই দেখা হয়েছে, আমার ভাতিজীর!'

'শুধু দেখাই হয়নি, ও আমার প্রাণও রক্ষা করেছে চাচা,' বলে উঠলো ম্যাগী। ওর কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পুরো ঘটনা আনুপূর্বিক বিবৃত করলো ম্যাগী।

সামনের ঘরে একটা কাউচে বসতে বসতে জ্যাকব কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালেন জনের দিকে, 'তুমি না থাকলে যে কি হতো, আমি ভাবতেও পারি না। তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি জন। ম্যাগীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো কুনরডরা, প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল। নানা-ভাবে চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি ওকে। তাই পুরাদস্তুর

যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম আমরা। হয় ওরা থাকবে নয় আমরা। এভাবে আর টেকা যায় না।' কেমন যেন করুণ শোনালো জ্যাকবের কণ্ঠস্বর।

দু'ঘণ্টা পর। ম্যাগী কাপড়-চোপড় বদলে এসেছে ওপর থেকে। জ্যাকবের র‍্যাঞ্চ হাউস দোতলা। ওপরেই সবার শয়ন কক্ষ। সবাই বলতে কেবল জ্যাকব ও ম্যাগী। কাপড় বদলে আসার পর জন ওয়েব ওকে ভাল করে দেখলো। এক কথায় সুন্দরী বলা যায় ম্যাগীকে। নীল চোখে অদ্ভুত এক দ্যুতি। তবে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, অপূর্ব সুষমামণ্ডিত দেহ। এই দেহের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা যে কোন পুরুষের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জন ওর দিকে। ম্যাগীও ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে এক চিলতে হাসি উপহার দিলো জনকে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই হুইস্কীর গ্লাস। জ্যাকব ঠিক কর্মচারীর মতো দেখছেন না জনকে।

গলা খাঁকারী দিলেন জ্যাকব, 'এখন কাজের কথায় আসা যাক। জন, আমি তোমাকে আগেই বলেছি, কুনরডদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার কাজে তোমার সাহায্য চাই।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন,' জন বললো,' কুনরডদের সাথে আমারও কিছু হিসেব-নিকেশ আছে।'

'স্যরি', মাথা নামিয়ে নিলেন জ্যাকব।

জন উঠে দাঁড়ালো, 'কখন আমরা রওনা হবো সি-বারের উদ্দেশে?'

'কালই রওনা হলে কেমন হয়?' পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন জ্যাকব।

'মন্দ হয় না,' জবাব দিলো জন।

'গুড বয়!' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন জ্যাকব। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে জনের হাত আঁকড়ে ধরলেন করমর্দনের ভঙ্গীতে। দেখছো ভাতিজী! কেমন লোক পেয়েছি আমি এবার। কুনরড-দের আর উপায় নেই!'

প্রসংসার দৃষ্টিতে জনের দিকে চেয়ে রয়েছে ম্যাগী। ধীর কণ্ঠে বললো, 'তবে একটা কথা। সবাই সাবধানে থাকবে, কেমন!'

'ইয়েস ম্যাডাম,' মাথা ঝুঁকিয়ে বললো জন।

জনের শোয়ার ব্যবস্থাও ওপরে হয়েছে। হলরুম থেকেই পেঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। জ্যাকব আর ম্যাগী ওপরে উঠে যাওয়ার দশ মিনিট পর দোতলায় উঠলো জন। পাশাপাশি দুটো দরজা, সবকটা বন্ধ। ওটা ম্যাগীর ঘর। ওদিকে একবার চোখ ফেলে ওর নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে পড়লো। ক্লান্ত দেহ এখন বিশ্রাম চাইছে। পা থেকে বুট জোড়া খুলে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিছা-নায়। কম্বল টেনে নিলো বুকের ওপর। রাত নামতে না নামতেই শীত ঝাঁকিয়ে বসেছে। দুরন্ত পশ্চিমের আবহাওয়ার এই অদ্ভুত এক রূপ। দিনে সূর্যের তাপে প্রচণ্ড গরম, আর রাতে, চাঁদে স্নিগ্ধতায় কনকনে শীত। হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশেই রাখা ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো জন। গাঢ় অন্ধকার ঘরে। কেবল খোলা দরজা দিয়ে বাইরের আলোর ছটা আসছে খানিকটা। গান বেল্টটা খোলা হয়নি। বেল্টটা খোলার জন্য হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল জন। কে যেন ঘরে ঢুকেছে হালকা পায়ে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আস্তে আস্তে। হোলস্টার থেকে রিভলবারটা বের করে

আনলো জন নিঃশব্দে। হ্যামারটা টেনে নামালো, ক্লিক করে শব্দ হলো।

ফিস ফিস করে বলে উঠলো ছায়ামূর্তি, 'জন, আমি, আমি!' নারীকণ্ঠ।

'কে, ম্যাগী?' তেমনি ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো জন। যদিও ও বুঝতে পেরেছে এটা ম্যাগী ছাড়া আর কেউ নয়।

'হ্যাঁ, আমি,' নরম কণ্ঠে জবাব দিলো ম্যাগী।

খসখস শব্দ শোনা গেল অন্ধকারের মধ্যে। অন্ধকারে এখন চোখ সয়ে এসেছে জনের। ম্যাগীর আবছা মূর্তি দেখতে পাচ্ছে ও। গলায় গাউনের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে ম্যাগী। কয়েকটা টান দিতেই পায়ের কাছে ঝুপ করে পড়লো সিল্কের গাউন। এখন ম্যাগীর পরনে আর কিছু নেই। উন্নত, পুষ্ট স্তন দুটো উজ্জ্বলে হয়ে যেন আলোর মত জ্বলছে। এগিয়ে এলো বিছানার দিকে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। গর্বিত ভঙ্গীতে দুলে দুলে উঠছে স্তন দুটো। প্রশস্ত বুকের নিচে সরু কোমর। তার নিচে গুরু নিতম্ব। বিছানায় নিতম্ব স্থাপন করে জনের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লো ও। একটা পুরুষ হাত বেষ্টন করলো রমণীর নরম কোমর, আরেকটা হাত আঁকড়ে, ধরলো পুষ্ট স্তনের একটা। ম্যাগীর দেহে কাঁটা দিয়ে উঠলো। জনের ঠোঁটে সেঁটে গেল ম্যাগীর নরম দুই ঠোঁট। ওর একটা হাত আবিস্কারের ভঙ্গীতে নেমে যাচ্ছে জনের পেটের ওপর দিয়ে নিচের দিকে। তল পেটের নিচে গিয়ে ম্যাগীর হাত প্যান্টের ওপর দিয়েই অনুভব করলো পৌরুষের কাঠিন্য। এক ঝটকায় জন ওকে তুলে নিলো বুকের ওপর।

খাটটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে প্রতিবাদ জানাতে থাকলো।

সকালে নাস্তার সময়ে কথাটা পাড়লেন বো জ্যাকব। তাঁর র‍্যাঞ্চের নেতৃস্থানীয় কর্মী সব ক'জন, জন ওয়েব, ম্যাগী এবং বো জ্যাকব এক সাথে বসেছেন নাস্তা করতে। এ ধরনের ঘটনা বড় একটা ঘটে না। নাস্তায় সবাই মিলিত হয়েছে আসলে, আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারটা আলোচনা করার জন্য।

প্রথমেই কথা শুরু করলো জন। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার আউট ফিটে মোট কতজন আছে?'

'যুদ্ধে শরীক হবার জন্য আছে মোট দুই ডজন। ওঃ না, তোমাকে শুদ্ধো পঁচিশজন। না—আবারো ভুল হলো। আমি সিমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এদেরও জানাইনি। কাল, আমাদের দুজনের সঙ্গেই ছিলো সিম। কিন্তু, আকস্মিক হামলার পর ওকে আর পাইনি। সম্ভবতঃ গুলী খেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেছে। জ্যাকব জানালেন ভারাক্রান্ত কণ্ঠে।

'সিমকে বিশ্বাস করা যায়?' আবারো জিজ্ঞেস করলো জন। ওর এই প্রশ্নে অন্য সবাই বিস্মিত হলো। লিরয় ও জনি প্রতিবাদ করে উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু, জ্যাকবকে হাত তুলতে দেখে নিরস্ত হলো ওরা।

ধীর ও শান্ত কণ্ঠে জ্যাকব বললেন, 'অবশ্যই জন। ওকে আমি আমার মতই বিশ্বাস করি।' একটু থেমে আবারো কথা বলতে শুরু করলেন, 'ওসব নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এখন আসল কথায় আসা যাক। আজ সকালে ম্যাগীর সাথে কথা

বলছিলাম আমি। ও জানালো, কুনরডদের মাঝেও নাকি সাজ সাজ রব দেখে এসেছে ও। তাই সাবধানতার জন্য, ওদের র‍্যাঞ্চ আক্রমণ করার আগে সব কিছু ভাল করে দেখে আসা দরকার বলে মনে করি আমি, ইয়ে, একটু স্কাউটিংয়ের কথা বলছি আর কি!'

জন তাকালো ম্যাগীর দিকে। ও-ও তাকিয়েছিলো এদিকেই। জনকে উদ্দেশ্য করে একটা চোখ টিপে দিলো ম্যাগী ঠোঁটের কোণে হাসি। একটু বিস্মিত হলো জন, কিছু কি বলতে চাচ্ছে, ম্যাগী! না কি, চোখ টিপে শুধু গতরাতের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই জ্যাকব বললেন, 'না, অন্য কারো কথা ভাবছি না। আমি নিজেই যাবো, স্কাউটিংয়ে। তারপর, আক্রমণের দিন ও সময় ঠিক করা যাবে।'

'আমার আপত্তি আছে।' জন কথা বলে উঠলো, 'এই আক্রমণের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে, সেজন্যে আমিই যেতে চাই আগে ঘুরে ফিরে দেখে আসার জন্য।'

'পথ হারিয়ে ফেলবে,' বললো কার্লোস, 'কারণ, এই এলাকার কিছুই চেনো না তুমি।'

'ওর যাওয়াটাই ঠিক হবে,' সিদ্ধান্ত জানালো ম্যাগী,' তবে, ও একজন গাইড নিয়ে যেতে পারে সঙ্গে।'

'কে যাবে ওর সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করলেন জ্যাকব, যেন, ম্যাগীই এই র‍্যাঞ্চের কর্ত্রী।

ম্যাগী কিছু বলার আগে জন বলে উঠলো, 'আমি জনিকে নিয়ে

যেতে চাই।'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' সম্মতি প্রকাশ করলেন জ্যাকব।

গ্রাউণ্ড স্টোন থেকে বড়ো বাউয়ি ছুরিটা তুললো ভিস কুনরড। ওর কপালে ঘাম চিক চিক করছে। সকালে উঠেই ও লেগে পড়েছে বাউয়ি ধার করার কাজে। অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতি ভিসের দারুণ ঝোঁক। ওর এই দীর্ঘ-জীবন ধরে শুধু টাকা আর অস্ত্র-শস্ত্রই ছিলো একমাত্র নেশা। কিন্তু, অতি সম্প্রতি একটা মেয়ে ওর ওই নেশা দুটোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। ম্যাগীকে ছিনতাই করে নিয়ে এসেছিলো শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। কিন্তু, ওকে নিয়ে আসার পর ওর জন্যই বিপদ ঘটলো। যে ভিস কোনদিন কোন নারীতে আকর্ষণ বোধ করতো না, সেই বুড়ো বয়সে ম্যাগীর প্রেমে পড়ে গেল। মেয়েটিও ওর সঙ্গে প্রেমের ছলনা করেছে, বোঝাই যায়। আসলে ও পালানোর পথ খুঁজছিলো এবং সুযোগ পেয়েই গতকাল পালিয়ে গেছে। সেই থেকে প্রবল এক অস্তিরতা বোধ করছে ভিস কুনরড, নিজের মধ্যে। ম্যাগী পালাবার পর, আবার প্রতিশোধ স্পৃহাতেই হোক বা পুরনো নেশার টানেই হোক, আবারো অস্ত্র-শস্ত্রের কাছে ফিরে এসেছে ও। ভিসের বিশাল দেহের ওপর মাথাটাও বিশাল। মুখ-ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ী-গোঁফ।

ছুরি হাতে চোখ জ্বলজ্বল করছে ভিস কুনরডের। মুখ-ভঙ্গি কঠোর। ছুরির ধারে আঙ্গুল বুলিয়ে ধার পরীক্ষা করলো একবার। ধার পরীক্ষা করে সন্তোষ বোধ করছে এখন। হঠাৎ, ছয় আউন্স

ভারি ইস্পাতের টুকরোটা উল্টো করে ধরে ছুঁড়ে মারলো দেয়ালের দিকে। ঠিক এমনি সময় দড়াম করে হলরুমের দরজা খুলে গেল। ছুরিটা গিয়ে বিঁধলো দরজার কাঠের পাল্লায়। থির থির করে কাঁপছে ছুরিটা।

হতভম্ব হয়ে গেছে হজকিন। দরজা ঠেলে ও ঘরের ভেতর ঢুকছে ভিসকে একটা জরুরী খবর দেয়ার জন্য। ছুরিটা ঠিক ওর নাকের সামনে দিয়ে সাঁই করে গিয়ে দরজায় বিঁধেছে। আরেকটু হলে ওর দুচোখের একটায় ঢুকতে পারতো। মুখটা সাদা হয়ে গেছে ওর। হজকিন ভিস কুনরডের অতি বিশ্বস্ত সহকর্মী।

আমতা আমতা করে হজকিন বললো, 'বস! কি ব্যাপার! আমি তো……'

'রাখো তোমার আমি তো, আমি তো,' গর্জে উঠলো ভিস, 'এর মধ্যেই ফিরে এলে?'

হ্যাঁ, ফিরেছি। কিন্তু……'

'আবার কিন্তু! কি হয়েছে, ঠিক মতো বলতে পারো না?' আবারো ধমকে উঠলো ভিস।

'বলছি, বলছি,' তাড়াহুড়ো করে বলতে লাগলো হজকিন, ম্যাগীকে পাওয়া যায়নি, বোধ হয় ওর চাচার র‍্যাঞ্চেই চলে গেছে। কিন্তু, আজব ব্যাপার বস, লিউক আর দোনোহোর মৃতদেহ পেলাম ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের এলাকার মধ্যে একটা পুকুরের ধারে। ওখানকার অবস্থা দেখে মনে হয়, ওরা ম্যাগীকে ধরতে পেরেছিলো। কিন্তু, অন্য কেউ এসে ওদের মেরে ম্যাগীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। লোকটা যেই হোক, রিভলবার ওর হাতে নিশ্চয়ই

কথা বলে বিদ্যুতের মতো। কারণ, ওদের দুজনের কেউই রিভলবার থেকে একটা গুলী ছোঁড়ারও অবকাশ পায়নি।'

'হুম,' ভিসের চোখ দুটো আবার রক্তাভা ফিরে পাচ্ছে। আরো কঠোর হয়ে উঠলো ওর মুখ-চোখ। হঠাৎ ফেটে পড়লো, 'সব অকম্মার ধাড়ী। একটা মেয়েকে ধরে আনতে পারলো না। আবার নিজেদের জীবনও খুইয়ে বসলো।'

ভিসের রাগের সামনে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হজকিন। হাত কচলাচ্ছে শুধু, কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'কিন্তু, লোকটা কে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো ভিস, কপালে কুঞ্চন। 'ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে এতো ভাল বন্দুকবাজ আছে বলে তো জানা নেই! না কি, নতুন কাউকে রিক্রুট করলো বো জ্যাকব। ঠিক আছে···

'বস, এখন কি করবো আমরা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো হজকিন।

'ইউ সন অফ এ বিচ,' ঘরটা কেঁপে উঠলো যেন ভিসের ধমকে, 'কি করবে, সেটাও বলে দিতে হবে আমাকে?' এগিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় হজকিনের শার্টের বুকের কাছটা মুঠো করে ধরলো ভিস। প্রবল এক ঝাঁকুনি দিলো হজকিনকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো ভিস, 'এখন প্রতিশোধ নেবো, প্রতিশোধ। জ্যাকবকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবো। তারপর, ওই মেয়েটাকে···' ছেড়ে দিলো হজকিনকে।

হজকিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে একেবারে। থর থর করে কাঁপছে ও। সাম্প্রতিক সময়ে এতোটা ক্ষেপে উঠতে কখনো দেখিনি ও ভিস কুনরডকে। একেবারে অগ্নিমূর্তি যেন।

'আলফকে খবর দাও,' গর্জে উঠলো ভিস, 'এবার আমি ওদের হিসেব কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেবো।'

ঝটিতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হজকিন। ভিসের সামনে থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে

ছয়

পাহাড়ের চূড়ো থেকে জন ওয়েব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে। জনি না বল্লে ও বুঝতেও পারতো না, নিচের উপত্যকাতেই সি-বার র‍্যাঞ্চ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটা বক্স-ক্যানিয়নের মধ্যে সবগুলো বাড়ি। ক্যানিয়নের আশি গজ চওড়া মুখটা সামনে, ওদের হাতের বাঁয়ে। খুবই সুরক্ষিত এলাকায় রয়েছে সি-বার র‍্যাঞ্চ।

সন্ধ্যের সময় রওনা হয়েছে ওরা। এখন রাত প্রায় শেষের দিকে।

জন জিজ্ঞেস করলো, 'সি-বার সম্পর্কে তুমি যে বর্ণনা দিয়েছো সেটা কি সঠিক?'

'কেন, আমি কি এখানে তোমাকে ঠিক মতো নিয়ে আসিনি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো জনি।

'তা-তো নিয়ে এসেছো। তবুও সব কিছু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে নেয়া দরকার।' অন্ধকারে ওরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

'বলেছি তো, একটা বড়ো বাড়ি, যেখানে কর্তারা থাকেন।

তারপর একটা বাঙ্ক হাউস, দুই কি তিনটে শেড, রান্না করার জায়গা এবং স্টেবল, এই তো।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম।' জন সন্দেহ করছে, পাহাড়ের কোথাও না কোথাও সেন্ট্রি না থেকে পারে না। ওটা হয়তো জনির চোখ এড়িয়ে গেছে। যতোই সুরক্ষিত জায়গায় থাকুক না কেন, কুনরডরা পাহারায় কাউকে না রাখার ঝুঁকি নিতে পারে না। আরেকটু এগিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করছে জন। চাপা কণ্ঠে বললো, 'চলো আরেকটু নামা যাক, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে।'

পাহাড়ের ঢাল ধরে নামতে শুরু করলো ওরা। একটু নামতেই অন্ধকারের মধ্যে নিচে ক্যানিয়নের মধ্যে মিট মিট করে বেশ কিছু আলো জ্বলতে দেখা গেল। জনির কণ্ঠ কেঁপে উঠলো, 'কি ব্যাপার, এতো ভোরে এতগুলো আলো জ্বলছে কেন?

আকাশ একটু একটু পরিস্কার হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব আকাশ লাল হয়ে উঠবে, ফুটবে আলোর রেখা।

জন দুরবীনটা বের করলো। চোখে দিয়ে নিচে তাকালো। চমকে উঠলো ও। এখনো সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে, আবছা আবছা দেখছে, র‍্যাঞ্চের প্রায় সব লোকই র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে ভিড় জমিয়েছে। ওয়াগন, ঘোড়া সবকিছু প্রস্তুত। কোথাও যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ওরা, নিশ্চয়ই। ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ড ওদের লক্ষ্য নয় তো? মাথার মধ্যে প্রশ্নটা খেলে গেলো চকিতে। জনের মুখ কঠোর হয়ে উঠলো প্রতিজ্ঞায়। না, এখান থেকে বেরুতে দেবে না কুনরডদের। প্রয়োজনে ও একাই ঝুঁকি নেবে।

'জনি, এখন ওরা নিশ্চয়ই কোন হামলা আশা করছে না,' জন

বললো, 'চলো আমরা দুজন গিয়ে ভড়কে দেই ওদের।'

'না, বাবা,' আঁতকে উঠলো যেন জনি, 'ওই মৌমাছির ঝাঁকের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। তারচেয়ে বরং ফিরে গিয়ে মিঃ জ্যাকবকে সব কথা জানাই। উনি সিদ্ধান্ত নেবেন, কি করতে হবে না হবে।'

অন্ধকারে জনের মুখের হাসি দেখতে পেল না জনি। জনের কোমরে বেল্টের সাথে ঝুলানো রয়েছে ল্যাসো। ওদিকে হাত চলে গেল জনের।

গলায় ফাঁস চেপে না বসা পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারেনি জনি। দুহাত দিয়ে ফাঁস খোলার চেষ্টা করছে জনি। কিন্তু, ওটা আরো এঁটে বসেছে। এক ঝটকা মেরে টেনে নিয়ে এলো ওকে জন নিজের কাছে। দড়ির বাকি অংশ দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধলো জনিকে আষ্টেপৃষ্টে। নড়াচড়ার উপায় রইলো না ওর।

'তোমার ঘোড়াটা রেখে, আমি আমারটা নিয়ে যাচ্ছি। এখানে পড়ে থাকো। হয় আমি এসে উদ্ধার করবো, নইলে জ্যাকব তার দলবল নিয়ে এসে মুক্ত করবে। আমি চললাম নিচে, দেখি কিছু করা যায় কি-না' জনির কোমর থেকে ওর ল্যাসোটা খুলে নিয়ে নিজের কোমরে ঝোলালো জন। চূড়ার ওপারে ওরা ঘোড়া দুটো রেখে এসেছে। নিজের ঘোড়াটা নিয়ে এলো জন এপারে নিঃশব্দে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে চললো ধীরে ধীরে, গাছের আড়ালে আড়ালে। যদিও এখনো কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই, তবুও সাবধান হলো ও।

উপত্যকার মেঝে পর্যন্ত পৌঁছুতে ওকে কম করে হলেও আধ-

মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। পাহাড়ের নিচ থেকে সি-বারের প্রবেশ মুখ পর্যন্ত জায়গায় প্রহরী থাকার কথা। নেমে চলছে জন। ওর মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত ও পৌঁছেছে গার্থার হত্যাকারীর কাছাকাছি। একটাকে মেরে রেখে এসেছে গ্রেজে। বাকি একটাকে এখন ধরবে।

পাহাড়ের ঢালের শেষ প্রান্তে পৌঁছে থামলো জন। আকাশ আরো খানিকটা পরিস্কার হয়ে এসেছে। তবুও পরিস্কার দেখা যাচ্ছে না কিছুই। ক্যানিয়নের ভেতর চরম ব্যস্ততা চলছে। হাঁকা হাঁকি ডাকাডাকির শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও স্পষ্ট। এদিকে পাইনের ঘন জঙ্গল। একটার সঙ্গে বাঁধলো ঘোড়ার লাগাম। একটু বড়ো করে ছেড়েছে ও লাগামটা, যাতে করে ঘোড়াটা চরে কিছু খেয়ে নিতে পারে। কারণ, এখানে পৌঁছার পর ওটার পেটে দানা-পানি কিছুই পড়েনি। নাঃ কুনরডরা কোন লোককে পাহারায় রাখেনি।

পাহাড়ের ঢাল থেকে ক্যানিয়নের মুখ পর্যন্ত জায়গায় কাঠের লগ-গাদা হয়ে পড়ে আছে। বিক্রি করার জন্য ওগুলো বন থেকে কেটে গাদা করে রেখেছে। এক ছুটে পাইনের সারি থেকে বেরিয়ে কাঠের গাদার আড়াল নিলো জন। ওর ডান হাতে উইনচেস্টার রাইফেল। গানবেল্ট ছাড়াও পকেট ভর্তি শেল। ফলে প্যান্টের ও ভেস্টের পকেটগুলো বেঢপ আকারে ফুলে রয়েছে। কাঠের লগগুলো শুকিয়ে খট খটে হয়ে গেছে। ওগুলোর আড়ালে বসে জন পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো কি করা যায়!

হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলো ও। মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে, দারুণ।

পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে খস করে জ্বালালো একটা কাঠি। আস্তে করে নামিয়ে দিলো জ্বলন্ত কাঠি একটা লগের নিচে। কাঠির আগুনের ওপর শুকনো কিছু পাতা ফেললো। মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। গাছের শুকনো ছালগুলোতে আগুন ধরে গেছে, দেখতে না দেখতে।

দীর্ঘ কয়েকটা লাফে সরে গেল জন কাঠের গাদার কাছ থেকে। এই আগুন কুনরডদের চোখে পড়তে সময় লাগবে আরো খানিকটা। ক্যানিয়নের মুখে একপাশের দেয়ালে পিঠ সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলো জন ওয়েব। দেখতে না দেখতে আগুন বেড়ে উঠলো লক লক করে, শুকনো কাঠের ছোঁয়া পেয়ে। এবার সি-বারের লোক জনের চোখে পড়লো ব্যাপারটা।

একজন চিৎকার করে উঠলো, 'আগুন, আগুন! কাঠের গাদায় আগুন ধরে গেছে!'

যার হাতে যা কিছু ছিলো সব ফেলে ছুটে এলো বক্স ক্যানিয়নের বাইরে। আয়ত্বের বাইরে চলে যাবার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রনে না নিয়ে এলে ভয়াবহ ক্ষতি হয়ে যাবে।

প্রবেশমুখে এখন আর কোন রক্ষী নেই। ভেতরেও আঙ্গিনায় কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাউবয়দের বেশিরভাগই ছুটে গেছে আগুন নেভাতে, এখন এটাই সুযোগ।

ঢুকে পড়লো জন আঙ্গিনায়, কোন চ্যালেঞ্জ এলো না কোনদিক থেকে। জনির কাছ থেকে সি-বারের প্রতিটি বাড়ির বিবরণ ভাল করেই জেনে নিয়েছে ও। এখন চোখ বুঁজে বলে দিতে পারবে, কোথায় কি! অন্ধকারের মধ্যে ডান পা বাড়ালো র‍্যাঞ্চ হাউসের

দিকে। কাউবয়রা সবকটা লণ্ঠন নিয়ে গেছে, দৌড়েযাবার সময়। অন্ধকার গায়ে মেখে এগুচ্ছে জন ধীরে ধীরে এবং সাবধানে।

'কে ওখানে?' গর্জে উঠলো একটা কণ্ঠ। বুকটা ধ্বক করে উঠলো জনের।

লোকটা বেরিয়ে এলো ডানদিকের একটা শেড থেকে। অন্ধকারে আবছা দেখাচ্ছে ওর অবয়ব। তবে বিশালদেহ লোকটার। প্রচণ্ড শক্তি ধরে এতে কোন সন্দেহ নেই। লোকটার পেছনে খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গনগনে কয়লার আগুন এবং একটা হাঁপর। বিশাল দেহ লোকটা তাহলে কামার।

নরম কণ্ঠে জবাব দিলো জন, 'আমি একজন ভ্রমণকারী। আমার ঘোড়া পালিয়ে যাওয়ায় হেঁটে এসেছি এখানে, একটু আশ্রয়ের সন্ধানে।' কামারের মুখোমুখি হলো ও, এটা কি কুনরডদের র‍্যাঞ্চ?'

জনের কাঁধের ওপর লোকটার বিশাল থাবা এসে পড়লো। জনের মনে হলো কাঁধটা গুঁড়িয়ে গেছে। হিস হিস করে বললো লোকটা, 'হ্যাঁ, এটাই কুনরডদের র‍্যাঞ্চ। কিন্তু, তাতে তোমার কি? চলো, হুজকিনের কাছে ধরে নিয়ে যাই তোমাকে। এই রাত ভোরে ভ্রমণকারী, ফুঃ।'

দুজনের মধ্যে মাত্র দশ বারো ইঞ্চি দূরত্ব। এই ফাঁকটা ভরাট করলো জন ওর রাইফেল দিয়ে। কামার ওর হাতের অস্ত্র লক্ষ্যই করেনি। হ্যামার টানার শব্দে সচকিত হয়ে উঠে ও। কিন্তু, কিছু করার আগেই নলটা ওর থুতনি স্পর্শ করলো। 'টু শব্দটি করছো কি মরেছো,' কঠোর চাপা কণ্ঠে বললো জন। 'ঘরের ভেতর

ঢোকো।'

বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করলো লোকটা। পেছন ফিরেই হেঁটে গেছে ও। ঘরের মাঝামাঝি গিয়ে থামলো ওরা।

'ঘুরে দাঁড়াও এবার,' নির্দেশ দিলো জন দৃঢ় কণ্ঠে। গুলি করতে চায় না ও লোকটাকে। এখনই গুলির শব্দ হলে কুনরডরা সাবধান হবার সুযোগ পেয়ে যাবে। কামার ঘুরতেই জন রাইফেলটা ঘুরিয়ে নলের দিকটা দুহাতে চেপে ধরে হকি বল পেটানোর মত করে মারলো ওর মাথায়। ফটাশ করে শুকনো নারকেল ফাটার মত শব্দ হলো। নির্বিবাদে জ্ঞান হারিয়ে লোকটা পড়লো ধড়াশ করে মেঝের ওপর ঝুঁকে একবার ওর পালস পরীক্ষা করলো জন, খুলিটাও দেখলো ভালো করে। নাঃ মরেই গেছে!

বাইরে পায়ের শব্দ। চট করে দরজার সামনে চলে গেল জন ওয়েব। বাইরের লোকটা যেই হোক না কেন, পেছনে আগুন থাকায় জনের চেহারা দেখতে পাবে না। দেখলো, একজন কাউবয় এগিয়ে আসছে এদিকেই। আগুনের আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ওর চেহারা।

'ধপ করে কি পড়ার শব্দ পেলাম মনে হয়?' লোকটা জনকে ওদের একজন মনে করেছে।

'না-তো,' অনিশ্চিত ভাবে উত্তর দিল জন। কণ্ঠস্বরটা একটু ইচ্ছে করেই বিকৃত করে ফেলেছে ও।

'হেক্টর কোথায়? ভিস খুঁজছে ওকে।' সন্দিগ্ধ শোনালো এবার ওর কণ্ঠস্বর।

হেক্টর তাহলে কামারটার নাম! জন রাইফেলটা বামহাতে

চালান করলো। পাল্টা জিজ্ঞেস করলো, 'ভিস র‍্যাঞ্চ হাউসেই আছে? আলফ কোথায়?'

'আলফ ও···এ্যাই তুমি কে? হেক্টর কোথায়?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো আবার লোকটা।

আর কথাবার্তা চালানো যাবে না, বুঝতে পারছে জন। এবার একটু সচকিত হয়ে উঠলো ও। লোকটা থেমে গেছে ওর থেকে ছয় সাত হাত দূরে ওর ডান হাতটা চলে গেছে হোলস্টারের ওপর রিভলবারের বাটে। খুব বেশি সন্দিগ্ধ হয়ে পরেছে ও, নাকি বুঝে ফেলেছে, যার সাথে কথা বলছে সে ওদের লোক নয়। এখন আর ভাবনা চিন্তার সময় নেই। নিঃশব্দেই কুনরডদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা ভাবছিলো ও, তারও কোন উপায় নেই। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। লোকটা সবে ওর রিভলবার বের করে এনেছে, শুধু হ্যামারটা টানতে যাবে, এমন সময় গর্জে উঠলো জনের রিভলবার পরপর দু'বার। কাউবয়ের সাদা শার্টের কাছটা লাল হয়ে উঠলো মুহূর্তেই। বক্স ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে জনের রিভলবারের গর্জন। কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। বুকের কাছে হাত চেপে ধরে লোকটা বসে পড়লো হাঁটুর ওপর ভর করে। তারপর, হেলে পড়লো একদিকে।

আকাশে মেঘ জমে ছিলো অনেকক্ষণ থেকেই। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামতে শুরু করলো। জন ছুট লাগালো র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিদ্যুৎ চমক ও বজ্র গর্জন হচ্ছে থেকে থেকে। ওর রিভলবারের গর্জনে নিশ্চয়ই সবাই সতর্ক হয়ে

গেছে। সুতরাং এখন থেকে ওর প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষতে হবে। ছুটতে ছুটতে রিভলবারের শূন্য খোল দুটি ফেলে দিয়ে নতুন দুটো বুলেট ভরে দিলো।

বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, তারই আলোয় দেখতে পেলো জন তিন-জন কাউবয় ছুটে আসছে বাঁ দিক থেকে ওকে আটকাবার জন্য ওরাও দেখতে পেয়েছে ওকে। একজন চিৎকার করে উঠলো, 'কিল দ্য বাস্টার্ড।'

পেছন থেকেও ছুটন্ত পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দিক পরিবর্তন করলো, ছুট দিলো ডানে শেডের দিকে। ওগুলো সম্ভবতঃ স্টোর শেড, যদি জনির বিবরণে কোন ভুল না হয়ে থাকে। শেডের পাশে এসে দেখলো ওর বুক সমান একটা ব্যারেল দাঁড়িয়ে আছে। ঝট করে ওটার ওপর চড়ে বসলো একলাফে, ওখান থেকে শেডের চালে চলে গেল ক্ষিপ্র গতিতে। এখন কৌশলে পরাজিত করতে না পারলে এতগুলো লোকের সাথে এঁটে ওটা যাবে না।

পেছনের লোকগুলো ছুটে বেরিয়ে গেল শেডের পাশ দিয়ে। ওদের পায়ের শব্দ পেলো জন।

অন্ধকারের মধ্যে গর্জে উঠলো একটা রিভলবার। জন চালের ওপর আরো সেঁটে গেল। ওখানে আপাততঃ ওকে দেখতে পাবার কথা নয় কারো।

রিভলবারের গর্জনের সাথে সাথে একজনের আর্তনাদ শোনা গেল। জনের দুকান পর্যন্ত হাসি বিস্তৃত হলো। অন্ধকারে নিজেদের লোকের ওপর গুলি চালচ্ছে ওরা। কিন্তু, হাসি ওর স্থায়ী হলো

না। একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠে চারদিক দিনের মতো সাদা করে দিলো।

নিচে থেকে চিৎকার উঠলো অন্য কণ্ঠে, 'কি করলি হারামজাদা! ভ্যান এপকে গুলি করলি!'

'মরে গেছে?' জিজ্ঞেস করলো, সম্ভবতঃ ওই গুলি চালিয়েছে।

'কি জানি, বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে। কিন্তু, ওই হারামজাদা গেল কোথায়?' প্রথম কণ্ঠের প্রশ্ন।

'বোধহয় কামারশালার ভেতর লুকিয়েছে,' অন্য আরেকটা কণ্ঠ বেজে উঠলো অন্ধকারে। সবাই ছুটলো কামারশালার দিকে। ওখানে গিয়েই ওরা পাবে হেক্টরের মৃতদেহ।

পায়ের শব্দগুলো সরে যেতে জন আস্তে করে নামলো নিচে, চাল থেকে। নিঃশব্দে এগিয়ে চললো সামনের বিল্ডিংয়ের দিকে। ওটা বাঙ্ক হাউস হবে। জানালাগুলো কালো অন্ধকার। বোঝা যাচ্ছে, ওর ভেতর কেউ নেই। ডান হাতে উদ্যত রিভলবার বাম-হাতে রাইফেল ধরে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো দরজার দিকে। আস্তে করে দরজা ঠেলে ঢুকলো ভেতরে।

সত্যি কেউ নেই বাঙ্ক হাউসে, একেবারে খালি। ঠিক উল্টো-দিকে আরেকটা দরজা খোলা। তারপরই র‍্যাঞ্চ হাউস। ওদিক ছুটতে যাবে এমন সময় দরজার পাশের বাঙ্কটার দিকে চোখ পড়লো। খুশিতে মন ভরে গেল ওর। একটা রিভলবার শুদ্ধো হোলস্টার পড়ে আছে, সঙ্গে একটা গানবেল্টও। বেল্টেও রিভলবারের গুলি ভর্তি, চট করে পরীক্ষা করে দেখলো। ওর রিভলবারটা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে একেবারে। ওটা আর কাজ

করবে কিনা সন্দেহ। নিজের রিভলবারটা ফেলে দিলো মেঝেতে চট করে পরে নিলো শুকনো গানবেল্ট এবং রিভলবার শুদ্ধো হোলস্টার।

উল্টোদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল জন র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে। এটাই সি-বারের মূল ভবন। এল আকারের বিল্ডিং এটা। জন ঠিক জানে না ভিস, আলফ দুই ভাই-ই র‍্যাঞ্চ হাউসে আছে কি-না, জানার উপায়ও নেই। কিন্তু, এখন ওসব চিন্তা করার সময়ও নেই, তাই ভেতরে ঢোকারই মনস্থির করলো।

বাঙ্ক হাউস থেকে বেরিয়ে সামনেই র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢোকার একটা পথ পেলো ও। ঢুকে পড়লো ঝট করে, কোনরকম চিন্তা-ভাবনা না করেই। এদিকটা বাড়ির পেছনের দিক। কিছুক্ষণ পর জন আবিস্কার করলো এটা সেলার। বাইরে বৃষ্টির শব্দ কমে আসছে, অর্থাৎ বৃষ্টির বেগও কমছে। এতে সি-বারের লোকজনের সুবিধেই হবে। এখান থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার একটাই উপায় আছে ওর সামনে, সেটা মনে মনে ঠিক করে নিলো ও। আলফকে খুন করে ভিসকে জিম্মী করে বেরুতে হবে, নইলে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

সেলারের বাড়ির ভেতরের দিককার দরজা খুলে নিঃশব্দে পা ফেললো ভেতরে। সামনেই সিঁড়ি, আবছা আলোয় দেখতে পেলো ও। একটা ঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে আসছে। হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে পা টিপে টিপে এগুলো ও ওই দরজার দিকে। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে গেল, চমকে উঠলো জন। দরজার দিকেই ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পুরোপুরি।

তাই সামনে কি আছে না আছে সেটা আর খেয়াল করেনি ও। একটা টেবিলের ওপর গিয়ে পড়লো ও। ওর ধাক্কা খেয়ে টেবিলটা পড়ে যাবার আগেই খপ্ করে ধরে ফেললো ওটাকে। বুকের ধুক ধুক শব্দ এখন ওর কাছে ড্রামের শব্দ মনে হচ্ছে। টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে এগুলো আবার।

'কিসের যেন শব্দ হলো, আলফ?' বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'কই না তো?' আরেকজন জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো প্রথম জনকে।

জন ভাবছে, সি-বারে আরো আলফ আছে, না কি এটাই একমাত্র আলফ। অবশ্য, র‍্যাঞ্চ হাউসে অন্য কোন আলফের থাকার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে ওর মধ্যে।

ওদিকে সি-বারের আঙিনায় ভিস কুনরড একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কারো যেন অপেক্ষায় আছে। হজকিন ছুটতে ছুটতে এলো ওর সামনে। দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজেছে। গোলমালের শুরুতেই ভিস বেরিয়ে এসেছিলো বাড়ির ভেতর থেকে। এখন বৃষ্টি থেমে এসেছে, যা ভেজার ইতিমধ্যেই ভিজে গেছে ওরা।

'কি, খুঁজে পেলে কুত্তার বাচ্চাকে?' জিজ্ঞেস করলো ভিস, হজকিনকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো হজকিন, 'না, বস, বাইরে তো পেলাম না। ভাবলাম, আপনারা হয়তো পেয়েছেন।'

'শোন সবাই,' গলা জড়িয়ে অন্যদের ডাকলো ভিস কুনরড, 'সি-বারের প্রতি ইঞ্চি জায়গা খুঁজে দ্যাখো। কুত্তার বাচ্চাটাকে খুঁজে পেতেই হবে। আমাদের তিনজন লোক ইতিমধ্যেই মারা গেছে, আর ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

ভিসের কথা শেষ না হতেই সবাই চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো।

এবার ও ফিরে তাকালো হজকিনের দিকে, বললো, 'চলো, ভেতরে যাওয়া যাক। একটু হুইস্কি দরকার।'

বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে ঝট করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো জন, ডান হাতে উদ্যত রিভলবার। ঘরে একটা ছোট লণ্ঠন, টিম টিম করে জ্বলছে। ঘরের সব প্রান্তে আলো পৌঁছায়নি ঠিক মতো। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো একটা নগ্নদেহ। আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটা জনের দিকে চেয়ে। ঝট করে পাশ থেকে পেটিকোট তুলে নিয়ে সামনে ধরে ওর নগ্ন দেহ আড়াল করার চেষ্টা করছে। চোখে-মুখে স্পষ্ট আতংক। ওদিকে নজর দিলো না জন। ওর চোখ খাটে শুয়ে থাকা, উঠতে অনিচ্ছুক লোকটার ওপর। শরীরটা বাঁকা করে তুলছে ও।

'কেউ নড়বে না একটুও,' সাবধান করে দিলো জন ওদের। রিভলবারের নল ঝাঁকিয়ে আদেশের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলো।

লোকটা আর নড়লো না। নিজের নগ্নতা ঢাকার জন্যেও কোন তৎপরতা নেই ওর মধ্যে।

না : এই লোকটা আলফ হতে পারে না, ভাবছে জন। কারণ, এর মুখমণ্ডল গোলাকার। অথচ, গার্থা বলেছিলো—আলফের

মুখ লম্বাটে এবং নিচের দিকটা ছুঁচালো।

মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিলো জন, এই সুযোগেই গ্রহণ করলো মেয়েটা। ঝট করে শূন্যে লাফিয়ে শরীর বাঁকিয়ে লাথি কষিয়ে দিলো জনের রিভলবার ধরা হাতের ওপর, সেই সঙ্গে পেটিকোটটা ছুঁড়ে মারলো ওর মুখে। হাত থেকে রিভলবার খসে গেছে ওর। মুখের ওপর থেকে পেটিকোটটা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখলো বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জন তাল সামলে দাঁড়ানোর আগেই ও ফুটবলে কিক মারার ভঙ্গিতে ডান পায়ে লাথি মারলো জনের থুতনিতে। হুঁক করে শব্দ বেরুলো ওর মুখ থেকে। বেশ জোরে মেরেছে লোকটা, জন আছড়ে গিয়ে পড়লো দেয়ালের ওপর, সেখান থেকে ঘর কাঁপিয়ে মেঝেতে।

মেয়েটা হাততালী দিয়ে উঠলো, 'সাবাস, আলফ। আর উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে না বাছাধনকে।' মেয়েটা লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর বড়সড়ো স্তন দুটোও থল থল করে লাফাতে শুরু করেছে।

জন পড়ে যাওয়ার সুযোগে আলফ ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জনের রিভলবার তুলে নিয়েছে। ওটা পড়ার সময় আলফ দেখেছিলো, কোথায় পড়েছে। ও রিভলবার তাক করলো জনের দিকে।

হলরুমে একটা চেয়ারে বসে আছে জন। সামনেই একজন কাউ-বয় দাঁড়িয়ে, হাতের রাইফেল চেয়ে রয়েছে জনের বুকের দিকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, বেশ চোট লেগেছে দেয়ালে বাড়ি খাওয়ার সময়। ওর ঠিক বিপরীতে পাশাপাশি দুটো কাউচে বসা

ভিস কুনরড ও আলফ।

ভিস কথা বলে উঠলো জনের উদ্দেশে, 'জ্যাকবের সাথে তোমার ইহজনমে আর দেখা হচ্ছে না হে।'

'কি করে বুঝলে, আমি জ্যাকবের লোক?' পাল্টা প্রশ্ন করলো জন দুর্বল কণ্ঠে।

হা হা করে ঘর ফাটিয়ে হাসলো ভিস কিছুক্ষণ, তারপর বললো, 'জ্যাকব ছাড়া আর কে আমার বিরুদ্ধে লাগতে যাবে? একমাত্র জ্যাকবই আমার বিরুদ্ধে তোমার মত লোক পাঠাতে পারে। তবে ও ভুল করেছে। আমার শক্তিকে ছোট করে দেখার ফল ওকে শিগগিরই পেতে হবে।'

কোন কথা বললো না জন। সোজা চেয়ে রয়েছে ভিসের চোখের দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে রক্ত।

এবার ভিস জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি? কোত্থেকে এসেছো?'

'জন ওয়েব।' আলফের দিকে চেয়ে রয়েছে ও। নামটা শুনে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখতে চায় ও। কিন্তু, ওর হাব-ভাবে মনে হলো, এ নাম ইহজনমে কোন দিন ও শোনেনি বা ওর জানা নেই।

'কোথাকার লাট সাহেব হে তুমি,' ধমকে উঠলো আলফ এবার, 'শুধু নামেই চিনে ফেলবো তোমাকে, এমন ধারণা হলো কি করে?'

'থাকগে, ওর সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' বললো ভিস, 'ওরিয়ন!'

গার্ড লোকটা দুই পা এগুলো জনের দিকে। রাইফেলের নল দিয়ে ওঠার ইশারা করলো, 'ওঠো হে লাট সাহেবের বাচ্চা।

জন বসেই রইলো স্থির হয়ে। কঠোর চোখে চেয়ে আছে লোকটার দিকে।

রাইফেলের নলটা আরেকটু এগুলো ওর দিকে। হাসলো গার্ড, 'এটা গ্রীনারের নতুন হ্যামারলেস মডেল। রাইফেল তৈরিই আছে, শুধু গুলী করার অপেক্ষা। উঠে পড়ো, নইলে·····

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো জন।

'গুড,' বললো ভিস। ও আর আলফও উঠে দাঁড়িয়েছে। 'এবার চলো বাইরে, দেখি, কি করা যায় তোমাকে নিয়ে।'

সাত

ঘর থেকে বাইরে আসতেই জন ওয়েবের ওপর চারদিক থেকে গালাগাল বর্ষণ শুরু হলো। প্রত্যেকে উত্তেজিত হয়ে আছে। ঘর থেকে বাইরে এসে জন চারদিকে তাকালো একবার। বেশ ফর্সা হয়ে গেছে চারপাশ। সি-বারের সব কর্মী ভিড় জমা হয়েছে আঙ্গিনায়। কেবল পেছন পেছন ভিস ও আলফ রয়েছে বলেই রক্ষা। নইলে ওরা স্রেফ পিটিয়েই মেরে ফেলতো ওকে। কিন্তু, একটা সমস্যা বড়ো বেশি চিন্তিত করে তুলেছে জনকে। এই আলফ যদি গার্থার নির্যাতনকারী না হবে, তবে সেই আলফ গেলো কোথায়? ওর কাছ থেকে রিভলবার, রাইফেল সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। এজন্যে অসহায় বোধ করছে জন।

হজকিন জিজ্ঞেস করলো ভিসকে, 'বস, কি করা হবে একে নিয়ে?'

'কেন? শেষ করে ফেলতে হবে। তবে, আমাদের বিশেষ পদ্ধতিতে, বুঝতে পারছো, হজকিন?' বললো ভিস।

'বুঝেছি, বস,' আকর্ন বিস্তৃত হাসি হাসলো হজকিন। 'ঘোড়া দিয়ে টেনে ফেড়ে ফেলতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, তাই।' বললো ভিস, 'তবে তার আগে জানা দরকার, এখানে আসার উদ্দেশ্য কি ছিলো ওর!'

আলফ এগিয়ে এলো এবার বুক চিতিয়ে, 'এ দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি দেখে নেবো ওকে।'

'চলো তাহলে, বক্স ক্যানিয়নের বাইরে যাওয়া যাক,' নির্দেশ দিয়ে পা বাড়ালো ভিস।

দুই ঘোড়ার ওপর দুই সওয়ার। একেবারে তৈরি হয়ে আছে ঘোড়া ছোটাবার জন্য। দুই ঘোড়ার পায়ের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা জনের দুই পা। এখন একটু ছড়ানো রয়েছে পা দুটো। কিন্তু, ওর চোখে-মুখে কোনরকম ভাবের প্রতিফলন নেই। মাটিতে চিৎ হয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে, হাত দুটো জড়ো করে সামনে বাঁধা, তলপেটের ওপর পড়ে আছে। পাশেই দাঁড়ানো আলফ আর হুজকিন। আলফের হাতে একটা পাকানো চামড়ার চাবুক। মাঝে মধ্যেই মাটিতে আছড়ে নিচ্ছে ওটা। ভিস এবং অন্যরা একটু দূরে। জায়গাটাকে সি-বারের বধ্যভূমি বললে ভুল হবে না। তিনদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। একমাত্র খোলা পথে কেবলমাত্র বক্স ক্যানিয়ন থেকেই আসা যায়, তাও, কয়েকজন প্রহরী ডিঙ্গিয়ে আসতে হবে। পেছনের পাহাড়টা খুব বেশি উঁচু না হলেও একদম খাড়া। শুধু হাত-পা নিয়ে ওটাতে ওঠা সম্ভব নয়। সি-বারের কেউ কখনো ওই পাহাড়ে ওঠার কথা ভাবেওনি। অবশ্য পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে যাবার একটা শর্টকাট পথ আছে।

সপাং করে শব্দ তুললো চাবুক, জনের বুকের ওপর শার্ট ছিঁড়ে

নিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা। মুহূর্তের মধ্যেই ওখানে কাঁচা রক্তের আভাস দেখা দিলো। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করলো জন। ও জানে, এ ব্যথা কিছু নয়, একটু পরেই ওকে ছিঁড়ে দুই টুকরো করে ফেলা হবে। সুতরাং এখন এই চাবুকের আঘাত কেবল উপরি পাওনা মাত্র।

'বল্, কেন এসেছিলি আমাদের এখানে, কে পাঠিয়েছে তোকে?' ক্ষেপে উঠেছে আলফ।

কোন জবাব দিলো না জন। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ও চেয়ে রয়েছে আলফের দিকে।

এবার আর কোন কথা বলাবলির মধ্যে রইলো না আলফ। হাঁপিয়ে না ওঠা পর্যন্ত একটানা চাবুক চালিয়ে গেল ও। প্রত্যেকটা আঘাতের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছে জনের দেহ। কিন্তু, মুখে কোন শব্দ নেই। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রাখায় ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। এছাড়া গোটা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে, চাবুকের আঘাতে আঘাতে।

থেমে হাঁপাতে লাগলো আলফ। হাত থেকে চাবুকটা ফেলে দিয়েছে মাটিতে। হজকিনের চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে, চেয়ে আছে রক্তাক্ত জন ওয়েবের দিকে। এসব দৃশ্য খুবই উপভোগ করে থাকে ও।

ভিসের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো হজকিন, 'বস, এ ব্যাটা বোবা হয়ে গেছে। এখন আসল কাজটা সেরে ফেললে হয়!'

মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো ভিস। হজকিন দুই অশ্বারোহীর দিকে চোখ টিপলো। ডান হাতটা ওপরে তুললো। সবাই চেয়ে

আছে ওর হাতের দিকে। ওটা নেমে আসলেই দুই ঘোড়া দুই দিকে ছুটে যাবে। ছিঁড়ে দুই টুকরো হয়ে যাবে জন।

হঠাৎ আকাশ ভেঙ্গে পড়লো যেন ওদের মাথার ওপর। ঠা ঠা করে গুলী হচ্ছে অবিরাম। প্রথমেই মাটিতে পড়লো আলফের দেহ। ওর মাথার খুলিটা সম্পূর্ণ নেই হয়ে গেছে। মরে তারপর মাটিতে পড়েছে আলফ। তারপরই পড়লো হজকিন বাঁধাচোরা হয়ে। অবস্থান দেখেই বোঝা যায় প্রাণ নেই। ঘোড়ার পায়ের সাথে আর জনের পায়ের সাথে বাঁধা দড়ি দুটো দুই টুকরো হয়ে গেল, পরের কয়েকটা গুলীতে। নইলে বিপদ হতো। ঘোড়া দুটো ছুটতে শুরু করেছে, আরোহীদের নিয়ে।

ওদিকে ভিস এবং তার অন্য সঙ্গীরা ছোট-খাট পাথরের আড়ালে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। পাল্টা গুলী চালানোর কোন প্রচেষ্টা আপাততঃ ওদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কারণ, শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়, দেখাও যাচ্ছে না। তবে, একজনই যে হঠাৎ করে বজ্র নামিয়ে এনেছে, সেটা বোঝা যায় স্পষ্ট। কারণ, খুব দ্রুত হলেও রাইফেলের রিপিট ফায়ার পরিস্কার বোঝা যায়। পাথরের আড়ালে ঠিকমতো আশ্রয় নেয়ার পর সামনের দিকে তাকানোর অবসর হলো ওদের। আলফ আর হজকিন ছাড়া আর কেউ মারা পড়েনি ওদের পক্ষে। পেছনের পাহাড়ের ওপর কোন গোপন জায়গা থেকে গুলী হচ্ছে থেকে থেকে। খাবলা খাবলা মাটি আর পাথর ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। এখন গুলীর লক্ষ্য ভিস ও তার দলবল, তবে, পাথরের আড়ালে ওরা নিরাপদেই আছে।

জন ওয়েব ছুট দিয়েছে পেছনের পাহাড়ের দিকে। এক ছুটে গিয়ে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে থামলো জন। এইটুকু আসতেই ওর দম বেরিয়ে যাবার যোগাড়। কেবলমাত্র পেটা শরীরের কারণেই ও এতোগুলো চাবুক খাওয়ার পরও উঠে দৌড়ুতে পেরেছে। ওর মাথার ওপর থেকে গুলি বন্ধ হলো। এরই মধ্যে ভিসের দলবলের কারো কারো হাতে রিভলবার বেরিয়ে এসেছে।

'খবরদার, কেউ কোন চালাকী করবে না বা গুলী চালানোর চেষ্টা করবে না,' ওপর থেকে ভারী কণ্ঠে নির্দেশ এলো। 'আমি তোমাদের ঠিকই দেখতে পাচ্ছি। একটুও বেচাল দেখলে ছুটুকরো করে ফেলবো, বুঝেছো?'

নড়াচড়া থেমে গেছে সি-বারের লোকজনদের মধ্যে। অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ওরা।

এবার জনের উদ্দেশে কথা বলে উঠলো ওপরের লোকটা, 'হেই ম্যান, পাহাড় বেয়ে আসতে পারবে ওপরে?'

'মাথা খারাপ নাকি?' চাপা কণ্ঠে ধমকে উঠলো জনওয়েব।

'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, একটু পরীক্ষা করে দেখলাম আর কি! একটা দড়ি ফেলছি। ওটা বেয়ে উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি।'

ঝপাৎ করে মোটা একগাছা দড়ি এসে পড়লো জনের হাতের ডানে একটু দূরে। ছুটে গিয়ে ধরলো ও কম্পমান দড়ি। টান দিয়ে পরীক্ষা করলো, না, ওপরে গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা রয়েছে বোধহয়। আর দ্বিরুক্তি না করে উঠতে শুরু করলো জন। স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো ওর জন্যে এটা কোন কাজই নয়। কিন্তু এখন এই আহত শরীর নিয়ে উঠতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে ওর। থরথর

করে কাঁপছে গোটা শরীর। তারপরও একটু একটু করে উঠে যাচ্ছে ও, দাঁতে দাঁত চেপে আরেকটু, আরেকটু করে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লো ও। কিনারায় পৌঁছুনো মাত্র একটা হাত এসে টেনে তুললো ওকে। ওঠার সময় জন প্রতি মুহূর্তেই নিচে থেকে গুলি খাওয়ার আশংকা করছিলো। শেষ পর্যন্ত, ওরা বোধহয় আর সাহস করেনি। অজ্ঞাত পরিচয় লোকের আকস্মিক আক্রমণে ওরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

অসংখ্য বলিরেখা অংকিত একটা মুখ চেয়ে আছে জনের দিকে, মুখে হাসি। অবাক হয়ে গেছে জন। একজন বৃদ্ধের পক্ষে এরকম ঘটনা ঘটানো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

'কিহে, অবাক হয়ে গেছ?' বললো বৃদ্ধ, 'এখনো তোমাদের মতো দু'দশটার মহড়া নিতে পারি। যাকগে ওসব কথা, আমার নাম জর্জ সোমস। এই এলাকারই মানুষ ছিলাম। কিন্তু, ভিস আমাকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। তাই, সময় সুযোগ পেলে ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করি। তা, তোমার নাম, পরিচয়?'

'জন ওয়েব আমার নাম। ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে কাজ করি, সংক্ষেপে জবাব দিলো জন।

'নতুন এসেছো বুঝি? তাই এর আগে দেখিনি তোমায়।'

'হ্যাঁ– তাই।'

'চলো, এখন পালাই। নইলে বিপদ হতে পারে। আমার একটা গোপন আস্তানা আছে, চলো।'

সকাল না বিকেল, বুঝে উঠতে পারছে না জন। চারদিকে

তাকালো চোখ মেলে। না : বিকেলে তো আর গোলাপ ফোটে না। সুতরাং এখন সকাল, সামনের গোলাপ গাছটার দিকে চেয়ে ভাবছে ও।

'ঘুম ভাঙলো,' পাশে এসে দাঁড়ালো বুড়ো জর্জ সোমস হাতের মগে ধূমায়িত কফির কাপ।

বুড়োর গোপন আস্তানা দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা গুহা মতো জায়গায়। সি-বার আর ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের মাঝামাঝি হবে জায়গাটা। চারদিন হয়ে গেলো জনের এখানে আসা। তারপর থেকে ঘটনাহীনভাবে সময় চলে গেছে। অবশ্য, এই সময় জনের সেরে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। জর্জ সোমসের দেহের আকার প্রায় জনের সমানই। তাই জর্জের এক প্রস্থ কাপড় নিয়ে নিজের শতছিন্ন কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়েছে জন। এছাড়া, বুড়োর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ রিভলবার এবং একটা শার্প কারবাইন। জর্জ সব সময়ই অতিরিক্ত অস্ত্র রাখে নিজের সঙ্গে, সাবধানতার অঙ্গ হিসেবে। গতকালই দীর্ঘক্ষণ প্রাকটিস করেছে ও রিভলবার নিয়ে। ক্ষত বিক্ষত আঙ্গুলগুলোতে আগের মতো ক্ষিপ্রতা ফিরে আসেনি। তবে আর দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত ও।

জর্জের মেয়ে-জামাই গ্রেজন। জামাই গীর্জার তত্ত্বাবধানে রয়েছে। জর্জ সোমস কিছুদিন ওখানে এবং কিছুদিন পাহাড়ের এই আস্তানায় সময় কাটায়। এই জায়গার নেশা ও কিছুতেই ছাড়তে পারে না, মেয়ে জামাইয়ের বারণ সত্ত্বেও। এবার আগামী কালই রওনা হয়ে যেতে চায় বুড়ো শহরের দিকে সঙ্গে নিয়ে

যাবে জনকেও। ইতিমধ্যেই দু'জনের সব কথাই দু'জনের জানা হয়ে গেছে। তবে, জন বলেছে, একবার ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ড হয়ে ও যেতে চায় গ্রেজ এ। এতে আপত্তি জানায়নি জর্জ। ওর মাল বইবার জন্য একটা অতিরিক্ত ঘোড়া আছে। সেটাও আপাততঃ জনকে নিয়ে দেয়া হয়েছে।

উঠে পড়লো জন এখন ওর প্রাত্যহিক ব্যায়াম সারার পালা। এসব দিকে বুড়োর কড়া নজর। এরই মধ্যে জনের এটাও জানা হয়ে গেছে যে, ওর প্রতি বুড়োর অদ্ভুত এক স্নেহবোধ আছে। এরকম স্নেহের ছোঁয়া জন দীর্ঘ দিনের মধ্যে পায়নি। বোন গার্থার কথা মনে পড়ে যায় ওর বারবার। গার্থা ওর চাচাতো বোন হলেও দু'জন দু'জনকে আপন ভাই-বোনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতো। র‍্যাঞ্চ ওয়ারে বাবা-চাচা-মা সবাইকে হারিয়ে ওরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেই থেকে ওরা একই সঙ্গে ছিলো। কিন্তু, সে সুখও সইলো না বিধাতার। কেড়ে নিলো গার্থাকে। এখন নিয়তির এক অদ্ভুত খেলায় জড়িয়ে পড়েছে ও। আলফ একজন মরেছে। কিন্তু সেই কি দায়ী ছিলো গার্থার মৃত্যুর জন্য?

সারা দেহের পেশীগুলো কিলবিল করে উঠছে জনের। সে দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জর্জ সোমস।

পরদিন। দুপুরে পৌঁছে গেলো ওরা ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডে। হতবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে দুজনেই পাহাড় থেকে নিচের দিকে। নিজেদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। র‍্যাঞ্চ হাউস, বাঙ্ক হাউস, স্টেবল কিছু নেই। সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

কোন প্রাণের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না ধ্বংসস্তূপের মধ্যে।

'নিশ্চয়ই সি-বারের কাজ', বিড়বিড় করে বলে উঠলো জন। ওর মুখ কঠোর হয়ে গেছে।

'হতে পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল সোমস।

দ্রুত ঘোড়া নিয়ে নামলো দু'জনেই। অবস্থা দেখে মনে হয়, এই ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে কম করে হলেও একদিন আগে। বেশ কিছু মৃতদেহের ছিন্ন-ভিন্ন অংশ পড়ে রয়েছে। শকুনের মচ্ছব লেগে গিয়েছিলো। ওদের দেখে ওগুলো উড়ে গিয়ে এখন ওদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে। আবারো সুযোগ পেলে এসে বসবে।

মৃতদেহগুলো সনাক্ত করা খুবই মুশকিল। তবে, কোন নারীদেহ বা অংশ বিশেষ দেখা গেলো না এর মধ্যে। এছাড়া জ্যাকবেরও কোন চিহ্ন নেই। মারাই গেছে না ওদের ধরে নিয়ে গেছে কে জানে! ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জন। ডান কনুইয়ের কাছে শার্টে টান পড়তে ঘুরে তাকালো ও।

'চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই,' বললো জর্জ। 'আরেকটা র‍্যাঞ্চ ধূলোয় মিশে গেলো।'

কোন কথা না বলে ফিরে চললো জন। জর্জও তাকে দিয়ে কথা বলানোর কোন চেষ্টা করলেন না। ঘোড়ার পিঠে চেপে ধীর গতিতে ওরা এগিয়ে চলেছে গ্রেজ এর দিকে। শেষ সূর্যের খরতাপ ওদের পিঠের চামড়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তবু কারো মুখে কোন কথা নেই।

পরদিন, সন্ধ্যের ঠিক আগে আগেই ওরা পৌঁছলো গ্রেজ-এর

উপকণ্ঠে।

'শহরের ভেতর দুটো রাস্তা কোনাকুনিভাবে ক্রস করে গেছে, ওইখানটায় ?' জিজ্ঞেস করলো জন।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো। চার্চের পাশের সাদা বাড়ীটাই আমার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ী। গেটের সামনে লেখাও আছে, স্ট্রুফার,' বললো জর্জ সোমস। দুজনেরই চোখে-মুখে-দেহে ক্লান্তির ছাপ। দীর্ঘপথ এসেছে ওরা প্রায় বিরতিহীনভাবে। ওদের ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত, অবসন্ন।

'আমি আসবো, সময় মতো,' জানালো জন ওয়েব বুড়োকে। এবার দুজনের পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। বাকস্কিনটা ছেড়ে দিলো বুড়োর সাথে। এখন আর আপাততঃ ঘোড়ার দরকার নেই।

নতুন কেনা জামা-কাপড় সঙ্গে নিয়ে অক্সিডেন্টাল সেলুনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো জন, ঠিক সন্ধ্যের সময়। জর্জ সোমসের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ও কাপড়-চোপড়, নতুন বুটও কিনেছে। এখন প্রথমে ফ্রেস হয়ে নেয়া দরকার, তারপর খাওয়া-দাওয়া। ভাগ্য ভালো জনের, ওপরে একটা রুম পেয়ে গেল ও।

আট

নতুন কাপড়-চোপড় পরে বারে ঢুকলো জন। হৈ-হট্টগোলে কান পাতাই দায়। ঠিক, আগের দিনের মতোই মনে হচ্ছে সব কিছু। শুধু ওর জীবনে যোগ হয়েছে আরো নতুন কিছু ঘটনা, মাত্র ক'টা দিনের ব্যবধানে। এখন বেশ চাঙ্গা বোধ করছে জন।

হুইস্কির গ্লাসে দ্বিতীয় চুমুক দেয়ার সময়েই আবির্ভাব ঘটলো রাউলার।

চোখ কপালে তুললো রাউলা, 'হাই, জন! তুমি, এতো তাড়াতাড়ি! কি ব্যাপার, জ্যাকব ছেড়ে দিলো তোমাকে? এক সাথে অনেকগুলো কথা বলতে বলতে জনের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো ও।

'হ্যাঁ, চলে এলাম, সংক্ষিপ্ত জবাব জনের। বেশি কিছু বলার ইচ্ছে হলো না ওর। রাউলার কথা কেমন যেন অন্য রকম শোনাচ্ছে। 'তা আজ রাতে ফ্রি আছো তো?'

'তুমি এখানে, আর আমি ফ্রি থাকবো না, সেটাও হয় নাকি কখনো? আসছি আমি পরে, তুমি যাও।' বলে উঠে দাঁড়ালো রাউলা। ওঠার সময় একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ছিলো

ও। তাই এক পলকে জন ওর উন্নত বুকের শেষে গহীন অন্ধকার পর্যন্ত দেখলো, গাউনের বড়ো করে কাটা গলার ভেতর দিয়ে। উত্তেজনা সঞ্চারিত হলো সারাদেহে। নিজেকে কেমন যেন অভুক্ত অভুক্ত মনে হচ্ছে ওর।

কয়েক পেগ হুইস্কি টানার পর রাতের খাবার শেষ করে ধীরে-সুস্থে উঠে গেল ওপরে।

খুট করে শব্দ হলো দরজায়, আস্তে আস্তে ফাঁক হলো একটু।

বিছানার ওপর, উঠে বসলো জন। নিচে মাতালদের হৈ-হুল্লোড় কমে গেছে, রাত গভীর এখন। ল্যাম্পের আলো একটু কমিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলো ও এতোক্ষণ। প্রথমে মাথা ঢোকালো রাউলা দরজার ফাঁক দিয়ে তারপর দেহ নিয়ে গলে পড়লো ফাঁক বড়ো করে, নিঃশব্দে। পেছনে হাত দিয়ে ঠেলে দিলো, আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

বিছানার পাশে এসে জনের চোখে চোখ রেখে হাসলো রাউলা। পরনে গলা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা সিল্কের একটা গাউন। সামনের দিকটা পুরোটাই চেরা। গলার কাছে শুধু একটা বাঁধন। রাউলার হাত চলে গেলো গলার ফিতের কাছে। একটা টান দিতেই কাঁধ থেকে খসে গিয়ে ঝুপ করে পায়ের কাছে পড়লো গাউনটা। এখন একেবারে নিরাবরন দেহ ওর। ওর সু-উচ্চ দুই স্তনের বোটা সূচের মতো খাড়া হয়ে আছে। বিছানার ওপর বসে রাজ-রাণীর মতো পা-দুটো তুললো ও। শুয়ে পড়লো কাত হয়ে জনের পাশে। জন শুয়ে

শুয়ে এতোক্ষণ ওর কাণ্ড দেখছিলো। ওর মুখেও হাসি। ওর একটা হাত চলে এলো রাউলার বুকে। আর রাউলার একটা হাত চলে গেল জনের তলপেটের দিকে। একটানে প্যান্টের সামনের বোতাম খুলে ফেললো ও। বাকী কাজটুকু করতে সাহায্য করলো জন, নড়ে-চড়ে। এখন দুজনেই আদম আর ইভ। মৃদু হেসে নিজেকে স্থাপিত করলো জন রাউলার ওপর। শুরু হলো শরীরের দোলা।

'আরো, আরো জোরে জন, প্রিয় আমার, রাজপুত্র আমার!' খস খসে স্বরে বলতে লাগলো রাউলা।

দোলা বাড়লো আরো। এখন খাটের সাথে সাথে গোটা ঘর কাঁপতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাউলার কথা যেন এক ধ্বনিতে পরিণত হলো। জনের শরীরের আন্দোলনের সাথে তাল দিয়ে চললো রাউলার কণ্ঠধ্বনি।

চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গেল ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই। শেষ পর্যন্ত আনন্দ ধ্বনি করে রাউলা জনকে চেপে ধরলো বুকের ওপর। দুহাতের চাপে পিষে ফেলতে চাইছে যেন। ওর নরম দুই স্তন জনের বুকের তলায় নিষ্পেষিত হয়ে চ্যাপটা হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। রাউলার ডান পা-টা জনের তলপেটের ওপর। ডান হাত বুকের ওপর। জনের বাম হাত ওর দুটো স্তন নিয়ে মৃদু খেলা করে চলেছে। নিরবতা ভাঙ্গলো রাউলা।

'আলফ মারা যাওয়ায় খুব খুশী হয়েছি আমি। ব্যাটা, তোমার ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, উঃ।' শিউরে উঠলো

যেন রাউলা, কল্পনার চোখে জনকে চাবুক মারার দৃশ্য দেখে। জন ইতিমধ্যে প্রায় সব কথাই বলেছে রাউলাকে—কেবল ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের বর্তমান পরিণতির কথাটা বলেনি। শহরে নিশ্চয়ই অনেক লোক জানে একথা। রাউলারও জানার কথা স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু, ও বললো না কেন কথাটা নিজে থেকেই, এই প্রশ্ন কুরে কুরে খাচ্ছে জনকে। এর সুষ্ঠু জবাব পেতেই হবে।

উঠে বসলো জন রাউলার হাত ও পায়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে। ভালো করে দেখলো একবার রাউলার উদোম দেহ। নিঃশ্বাসের মৃদু তালে তালে ওঠানামা করছে স্তন দুটো। সরুকটি, তার নীচে মাখনের মতো মসৃণ উরু। সব মিলিয়ে আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাকর। এই দেহই কি মানুষের সব বোধশক্তি তলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট? নিজেকে প্রশ্ন করলো জন।

'কি ভাবছো?' ওকে এভাবে তাকিয়ে দেখতে লক্ষ্য করে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রাউলা।

'নাঃ কিছু না···,' হঠাৎ মত পরিবর্তন করলো জন, 'রাউলা, জ্যাকবের খবর জানো? ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। জ্যাকবের কোন খবর নেই। আমার মনে হয়, তোমার না জানার কথা নয় এটা।'

মোহিনী হাসি উপহার দিলো রাউলা। 'জানবো না কেন? শহরের সবাই জানে একথা। তুমি ভেবেছিলে, আমি অবাক হবো কথাটা শুনে, তাই না? অবাক হবো-কেন? সি-বারের সাথে ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের বিরোধ দীর্ঘদিনের। ওরা একে অপরকে পিষে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে দীর্ঘদিন থেকেই। এবার ভিস কুন-

রড সফল হয়েছে। তিন দিন আগে ওরা অভিযান চালিয়ে ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডকে শেষ করে দিয়েছে, একথা আমরা আগেই জেনে গেছি। জ্যাকব এখানে এসেছিলো গতকাল, সঙ্গে একটা মেয়েলোক ছিলো। খুব খারাপ অবস্থা ওদের।'

'খারাপ? কি রকম খারাপ? কোথায় আছে ওরা?' রীতিমতো উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে এখন ওকে।

'আরে রাখো, রাখো! এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে জবাব দেবো কি করে?' উঠে দাঁড়ালো রাউলা বিছানার পাশে। পায়চারী করতে করতে বলতে লাগলো, 'জ্যাকব মারাত্মক রকম আহত, নাও বাঁচতে পারে। আর মেয়েটার ওপর চরম নির্যাতন হয়েছে। ওর পরনে কোন কাপড় ছিলো না, কেবল কম্বল প্যাঁচানো ছিলো গায়ে। অল্প কিছু টাকা ছিলো ওদের কাছে, ওটা দিয়ে টিকিট আর কাপড়-চোপড় কিনেছে।'

'টিকিট?' আবারো প্রশ্ন করলো জন। অধৈর্য হয়ে উঠেছে ও।

'হ্যাঁ, স্টেজকোচে করে চলে গেছে ওরা, সামনেই, কিন্তু কোথায় গেছে জানি না।'

উঠে পড়লো জন। আরেকটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে। একটুও সময় নষ্ট করতে চায় না ও। দ্রুত কাপড়-চোপড় পরতে লাগলো ও।

'কোথায় যাচ্ছো, এখন?' জিজ্ঞেস করলো রাউলা।

প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বললো, 'স্টেজ কোচ অফিসে যাবো একটু পরে। বোধহয় ওখানে জানা যাবে, কোথায় গেছে ওরা।'

এত সকালে একজন আগন্তুককে দেখে বিরক্ত হলো স্টেজ কোচ এজেন্ট ফেসকো। কিন্তু, জন কোন রকম তোয়াক্কা করলো না ওর বিরক্তির। সোজা এসে ফেসকোর টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারের ওপর ডান পা তুলে দিলো। সাবধান হলো ফেসকো, এ লোক খুব সহজ লোক নয়।

'তোমাদের স্টেজকোচে চড়ে বো জ্যাকব এবং তার ভাতিজী ম্যাগী শহরের বাইরে চলে গেছে। কোথায় ওরা?' জিজ্ঞেস করলো জন কঠোর স্বরে। ওর ডান হাতে দুই আঙ্গুলে ধরা পাঁচ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা।

একবার স্বর্ণমুদ্রার দিকে ও একবার জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিললো ফেসকো। তারপর, হাত বাড়িয়ে মুদ্রাটা নিয়েই ফেললো। ভয়ার্ত স্বরে বললো, স্টেজে চড়ে চলে গেছে ওরা গতকাল। রলিনসে গেছে সম্ভবতঃ। ওখানকার টিকেট কেটেছে আমার কাছ থেকে।'

'ঠিক আছে, আমিও যাবো ওখানে, আজই,' বললো জন দৃঢ় কণ্ঠে।

'কিন্তু···আজ যে স্টেজ নেই। কাল আছে, সকাল নয়টায় ছাড়বে,' আমতা আমতা করে বললো ফেসকো।

'কালই যাবো, আমার জন্য টিকেট বুক করে রাখো। আমি পরে আসছি।' আর কোন কথা না বলে, ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো জন।

ফেসকো জনের পিঠের দিকে চেয়ে আছে অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে। এই দৃষ্টি দেখলে জন আরো সাবধান হতো।

নয়

জর্জ সোমসের মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি জনের। জর্জের মেয়ে রোজ স্ট্রথার দরজায় অভ্যর্থনা জানিয়েছে ওকে। একটু পরই জর্জও এসে দেখা দিলো একগাল হাসিসহ। সকালের রোদ এখনো অগ্নিবান বর্ষাতে শুরু করেনি। তাই একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে আবহাওয়ায়। বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে চারদিক। বোঝা যায়, স্ট্রথার দম্পতি বেশ যত্ন নেয় বাড়ি এবং আঙিনার।

চায়ের টেবিলে বসে রোজের স্বামী আর্থার বললো, 'আমি আমার স্ত্রী দুজনেই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। বাবাকে পাহাড় থেকে নিয়ে আসার জন্য। আপনার জন্যেই এতো তাড়াতাড়ি ফিরলেন উনি।'

আর্থারের চেহারা বেশ পুরুষালী। হ্যাণ্ডসাম। যাজক না হয়ে বরং গান ফাইটার হলেই আর্থারকে মানাতো ভাল। ওর বয়সটা একটু বেশি, চল্লিশের কাছাকাছি হবে। ওর তুলনায় রোজ রীতিমতো বালিকা। বড়জোর কুড়ি বছর হবে ওর বয়স। রোজের কথায় ওর ভাবনার রেশ কেটে গেল। সচকিত হয়ে উঠলো ও।

'বাবা তো আমাদের সঙ্গে থাকতেই চান না,' অনুযোগের ভঙিতে বললো রোজ। 'বোধহয়,আমাদের চাইতে ও ওই পাহাড়-গুলোকে ভালবাসেন বেশি।'

[illegible] সোমস, কোন প্রতিবাদ করলো না। জনের পরিবেশ।

[illegible] বললো, 'আপনি খুব ভালো লোক দেখ-লেই বোঝা যায়। তাছাড়া, আপনার সব কথাই শুনেছি আমি। আজ দুপুরে আপনি আমাদের সাথেই খাবেন,' জনকে মাথা নাড়তে দেখে প্রতিবাদ করলো ও, 'না, কোন কথা শুনছি না, খেতেই হবে আপনাকে, কি বলো, আর্থার?'

'অবশ্যই, সায় দিলো আর্থার রোজকে। জনের উদ্দেশে বললো, 'দেখুন, রোজের কথায় প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। সুতরাং চুপচাপ মেনে নেয়াই ভালো। বেশ ভালোই লাগবে আপনার সঙ্গ।'

'ধন্যবাদ,' বললো জন। দীর্ঘদিন এরকম পরিবেশ থেকে বঞ্চিত রয়েছে ও। তাই আরো ভালো লেগে গেলো ওদের। কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ ভুলে গেলো সব রকম গোলমালের কথা।

ভরপেট খেলো দুপুরে জন ওয়েব। কথায় কথায় বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, তাছাড়া, রোজের রান্নাও ছিলো অপূর্ব। বেশ মিষ্টি মেয়ে রোজ। ওদের রুক্ষ ও কঠোর জীবনের সাথে মানায় না ওকে। যেন, মরুভূমিতে একগুচ্ছ ক্যাকটাসের মাঝে গোলাপ ফুটে আছে।

খাবার পর রোজ জনকে আমন্ত্রণ জানালো বাগানে যেতে ওর সঙ্গে। দুপুরে খাবার পর বাগানে হাঁটা-চলা করা অভ্যাস রোজের। সন্তান সম্ভবা ও, তাই, হাঁটা-চলা করে শরীরটাকে যথাসম্ভব জড়তা মুক্ত রাখার চেষ্টা করে। ওর আমন্ত্রণ পেয়ে জন আরো খুশী হলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো, ওর সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ রয়েছে রোজের। তাই আলাপ সালাপ করার এই সুযোগটা মোটেই হাতছাড়া করতে চায়নি ও।

গোটা আঙিনা চার্চের। এর এলাকাতেই এক কোণে ওদের বাসভবন। চার্চ আর ওদের বাসভবনের মাঝে বাগান। কথায় কথায় জানতে পারলো জন, আর্থার যাজক হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। তার আগে অস্টিনে বাথান বাগান ছিলো আর্থারের। বাগানে ফুল গাছগুলোর টুকটাক পরিবর্তন করতে করতে কথা বলে চলেছে ওরা।

এক পর্যায়ে বললো জন, 'আর্থারকে গান ফাইটার হলে যেন মানাতো ভাল।'

'ছিলোই তো ও···,' ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই বেকুব বনে গেছে রোজ। চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে গেল। চেয়ে রয়েছে জন ওয়েবের দিকে। চাপা কণ্ঠে বললো, 'দেখুন, অতীতের কথা ও মনে করতে চায় না। আমি বলে ফেলে ভুল করেছি।'

'আরে, তাতে কি হয়েছে?' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো ওকে জন, 'আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না। তবু, ঘটনাটা শুনি না, কেন?'

'কাউকে বলবেন না যেন, আর্থারকেও না,' সাবধান করে দিল রোজ। 'অস্টিনে ও একজন দুর্দান্ত গান ফাইটার ছিল। হঠাৎ ওর এসবে বৈরাগ্য এসে যায়। বলে, খুনোখুনির মধ্যে আর থাকবে না। রিভলবার, গানবেল্ট সব তুলে রাখে বাক্সে। নানা জায়গায় ঘুরে এখানে এসে বাসা বাঁধে। পথে সঙ্গী ছিলো বাইবেল। থাক এসব কথা। আপনার কথা শুনি···

'চলো, আমরা বরং গির্জার ভেতর গিয়ে বসি। একটু বিশ্রাম নেয়াও হবে, গল্পও করা যাবে,' প্রস্তাব করলো জন। রোদের তেজ কম নয়, রোজের চোখ রক্তাভ হয়ে গেছে। ঘামে ভিজে গেছে কাপড়-চোপড়।

উৎসাহিত হয়ে উঠলো রোজ, 'বাঃ বেশ হবে। আর্থারও খুব পছন্দ করে গির্জার ভেতর বসে কথা-বার্তা বলতে। কেমন পবিত্র পবিত্র লাগে নিজেকে, তাই না?'

ওর খুশিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে জনের বুকেও রাজ্যের সুখ ছলকে উঠতে চাইলো। জন হাত বাড়িয়ে রোজের একটা হাত নিলো নিজের মুঠোয়, পরম মমতা ভরে। মনে হচ্ছে যেন, এক বোনকে হারিয়ে আরেকটা বোন খুঁজে পেয়েছে জন পথের মাঝে।

রোজ পথ দেখে নিয়ে চলেছে জনকে। চরম উৎসাহে বকবক করে নিজের সাংসারিক জীবনের সব গোপন কথা ফাঁস করে দিচ্ছে। সাদা ভবনটার সামনে এলেই মনটা কেমন যেন পরিস্কার হয়ে যায়। প্রবেশ পথ বেশ উঁচুতে। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওরা পোর্টে পৌঁছুলো। দরজাটা তালা দেয়া নেই, শুধু একটু ভিড়ানো রয়েছে। রোজ জানালো, 'শহরের লোকজন সব

সময়ই আসতে থাকে এখানে—হয় প্রার্থনা জানাতে, নয় তো কনফেস করতে। তবে, এখন বোধহয় কেউ নেই। সুতরাং, আমরা এখন মনের সুখে কথা বলতে পারবো।'

আর্থার আর সোমস বাড়িতেই রয়েছে। অর্ড বিশ্রাম করছে আর আর্থার পড়াশোনা নিয়ে

পশ্চিমের জানালা দিয়ে অপরাহ্নের বাঁক [illegible] ভেতর পড়ছে। ডায়াসের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা পাশাপাশি। এখনো জনের হাতে রোজের হাত ধরা।

'কি সুন্দর জায়গাটা তাই না···?' হঠাৎ চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল রোজের। সাদা হয়ে গেছে মুখ। আর্তনাদ করতে চাইলেও মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। পেছনে একটা ছায়া যেন সরে গেল দরজা দিয়ে বাইরে।

ওদিক থেকে চোখ ফেরাতেই দেখলো রোজ টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে। জন ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরার আগে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কথা বলতে থাকায় কোন শব্দ শোনা যায়নি। একটা ছুরির বাঁট শুধু বেরিয়ে আছে পিঠের ওপর বাম দিকের শোল্ডার ব্লেডের ঠিক নিচে। কোলের ওপর তুলে নিল জন ওর মাথা। ছটফট করছে রোজের দেহ। মুখ বড়ো করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু পারছে না।

মেঝের ওপর রোজের মাথাটা আস্তে রেখে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চললো দরজার দিকে জন। হাতে উঠে এসেছে জর্জের কাছ থেকেই পাওয়া রিভলবারটা। পোর্টে এসে বাঁ দিকে চোখ গেল। ওদিকে গাছপালার পর ঝোপঝাড়ের আড়াল। তার ওদিক

কোন ঘর-বাড়ি নেই। ও দিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। বুকের ভেতরে হাহাকার করছে জনের। সেই সঙ্গে জেগে উঠেছে প্রচণ্ড ক্রোধ।

দূরে একটা ঝোঁপ নড়ে উঠতে দেখলো ও। সঙ্গে সঙ্গে গুলী চালালো ও। একটা আর্তনাদ শোনা গেল। বুকটা লাফিয়ে উঠলো জনের। গুলী জায়গা মতো লেগেছে বোঝা যায়। এখনই ছুট দিয়ে ধরবে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে—সে যেই হোক।

ছুট দিতে যাবে, এমন সময় চিৎকার শুনলো ডান দিকে থেকে, 'জন, কি হয়েছে, জন?' জর্জ ছুটতে ছুটতে আসছে। তার সামনেই আর্থার। 'কি হয়েছে···'

জন বুঝলো আর ছুট দিয়ে লাভ নেই। ভাল রকম আহত হলে একটু পরও গিয়ে ধরা যাবে। আর বুলেট যদি আঁচড় কেটে গিয়ে থাকে, তাহলে আর পাওয়া যাবে না। জর্জ আর আর্থারকে গির্জার ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো ও।

'নো, গড!' গির্জার ভেতর থেকে আর্থারের চিৎকার ভেসে এলো। 'মাই গড, রোজ, এ-কি হলো···' আর্থারের ফোঁপানীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। জনের বুকের ভেতরটাও ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। নতুন আরেকটা বোন পেয়ে খুশী হয়ে উঠেছিলো ও। কিন্তু, সে সুখও কেড়ে নেয়া হলো ওর কাছ থেকে। শুধু ওর সুখ নয়, আর্থারের জগৎ ও বুড়ো জর্জের ভরসা সবই গেলো! খুন চেপে যাচ্ছে জনের মাথায়।

চিৎকার করে উঠলো আর্থার জনকে উদ্দেশ্য করে, 'তুমি খুন করেছো ওকে, খুন করেছো আমার স্ত্রীকে। ওঃ, কিভাবে ওর

নরম দেহে ছুরি ঢুকিয়ে দিলে তুমি, কিভাবে।' আর্থারের কান্না ভেজা স্বরের প্রতিধ্বনি হচ্ছে গীর্জায়।

হতভম্ব হয়ে গেছে জন। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শেষে শোকাহত বুড়ো জর্জকেই সাক্ষী মানলো ও, 'আপনিই বলুন, আমি এ কাজ করতে পারি না। প্লিজ, একবার বলুন, আমি রোজকে পেয়ে একটা বোন পেয়েছিলাম কিনা, বলুন, বলুন!'

জর্জ শোকে ভেঙ্গে পড়া আর্থারের পিঠে হাত রাখলেন সান্ত্বনার ভঙ্গীতে। বললেন, শান্ত হও আর্থার, জন এ কাজ করেনি! করতেও পারে না।' বুড়োর দুই গাল বেয়ে অশ্রু ধারায় গড়িয়ে এসে বুকের কাছে কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। 'ওআমাদের বন্ধু, আর্থার, ও এমন কাজ করতে পারে না।'

'কিন্তু, আর কে করবে তাহলে? ও-ই তো ছিলো রোজের সঙ্গে···' আর্থার প্রতিবাদ করে বলতে গেলো।

'না, ও করেনি, বলছি তোমাকে,' বোঝাতে চাইলো বুড়ো, 'মাথা ঠিক করো, আর্থার। আমাদের সবাইকে মাথা ঠিক রাখতে হবে। কে করতে পারে এই কুকর্ম সেটাও বের করতে হবে। এর প্রতিশোধ নেবোই আমরা।'

'হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতেই হবে, দৃঢ় কণ্ঠে বললো জন। 'জর্জ, খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে, চলুন, আর দেরি নয়।' পা বাড়ালো ও ঝোঁপের দিকে। জর্জও পা বাড়ালো ওর সঙ্গে।

রোজের মাথা কোলে নিয়ে আর্থার চেয়ে আছে ওদের দিকে। তীব্র ব্যথা ভোগ করার পর রোজ যেন পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। মেঝেতে থৈ থৈ করছে রক্ত। সব জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

ঝোঁপের কাছে গিয়ে কাউকে পেলো না ওরা। শুধু ফোঁটা কয়েক রক্ত পড়েছে মাটিতে। হত্যাকারী নিশ্চয়ই শহরেই কোথাও আত্ম-গোপন করছে। আহত অবস্থায় কারো চোখকেও ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে। এসব শেরিফ কোয়াডকে গিয়ে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছে জন। এতে অবশ্য ওর ওপর শেরিফের ক্রোধ আরো বাড়বে। কারণ, পর পর দুটো খুনের ঘটনায় জড়িত হওয়া মোটেও সুবিধে জনক ব্যাপার নয়। তবুও যেতেই হবে। জন আর জর্জ পা বাড়ালো শেরিফের অফিসের দিকে। ঝোঁপের মধ্যে পাওয়া রক্ত চিহ্ন দিয়ে হয়তো শেরিফকে বোঝানো যাবে, ভাবছে জন। হঠাৎ মত বদলালো ও।

'আপনি শেরিফের অফিসের দিকে যান,' জর্জকে বললো ও, 'ওকে জানান ব্যাপারটা। না পেলে ওর ডেপুটিকে জানাবেন। যাজকের স্ত্রী খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ব্যাপক আলোড়ন তুলবে। আমি, আমার চ্যানেলে খোঁজ করে দেখি পাই কিনা।'

'আমি একা একা পারবো না, জন তুমিও···'

'পারবেন, পারবেন। আপনি, আমাকে উদ্ধার করতে পারেন আর এ কাজ পারবেন না? সোজা হয়ে দাঁড়ান। এখনই ভেঙ্গে পড়েছেন কেন? আমি একটু পিক্ষ লেভী, আরো কয়েকটি জায়গা খোঁজ করে দেখি।'

'ঠিক আছে,' অনিশ্চিতভাবে বললো জর্জ। মাথা নেড়ে রওনা হলো।

জন দেখছে বুড়োর চলা। নিষ্প্রাণভাবে হেঁটে যাচ্ছে বুড়ো। মেয়ের মৃত্যু কাহিল করে ফেলেছে ওকে। মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো।

মূল সড়কে পৌঁছে হঠাৎ পিঙ্ক লেভির পেছনে চোখ পড়লো জনের। পেছনের দরজা খুলে একটা লোক বেরুচ্ছে। অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে লোকটা। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে বেরুলো ও। চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো জন। ঝট করে দেয়ালে সেঁটে গেলো ও। আস্তে আস্তে এগুলো পেছনের দিকে। ঠিক দেয়ালের কোণায় গিয়ে মুখোমুখি হলো ওরা। জনের হাতের রিভলবার লোকটার বুকের দিকে চেয়ে আছে।

'আবার দেখা হলো, জনি। তোমার বস কোথায়?'

দশ

শেরিফের অফিসের দরজা বন্ধ। হতাশ বোধ করলো জর্জ সোমস। এ সময় অফিস বন্ধ থাকার কারণ কি! দরজা অবশ্য ভেতর থেকেই বন্ধ। পাশের জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ও। ভেতরে কেউ আছে কিনা! দেখলো, ডেস্কের পেছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের ওপর দুই পা তুলে দিয়ে আরামে নাক ডাকছে একজন। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে ও। জানালার কাঁচে টোকা দিলো জর্জ, প্রথমে আস্তে তারপর জোরে।

নড়েচড়ে উঠলো লোকটা, 'কে? কি চাই এখানে?' খুবই বিরক্ত হয়েছে লোকটা, কণ্ঠস্বরে বোঝা যায়।

'একটা খুন হয়েছে, তার রিপোর্ট করতে এসেছি, দরজাটা খোল,' তারস্বরে চেঁচালো জর্জ।

'শেরিফ কোয়াড নেই এখন, পরে আসতে হবে,' বলতে বলতে দরজা খুললো ডেপুটি শেরিফ হ্যারী।

ক্ষেপে উঠলো জর্জ, 'রাখো তোমার শেরিফ। আমার মেয়ে খুন হয়েছে আর নানান বাহানা করছো তোমরা!' একটু দম নিয়ে বললো, 'যাজক আর্থার স্টুথারকে চেনো? ওর স্ত্রী রোজ স্টুথার-

কে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে। আমরা হত্যাকারীকে ধরতে পারিনি।'

'থামুন, থামুন,' হাত তুললো হ্যারী, 'এক দমে এতো কথা বলবেন না। শেরিফের অবর্তমানে আমিই শেরিফ এখন। সুতরাং যা জিজ্ঞেস করি ধীরে ধীরে তার জবাব দিন। 'আমরা' বলতে কে কে, আপনি আর আর্থার!'

'না, আমি আর ওয়েব, জন ওয়েব। ও আমার বন্ধু।'

'জন ওয়েব!' ঝট করে রিভলবার বের করলো হ্যারী, 'কোথায় ও? ওই কালপ্রিট, নিশ্চয়ই খুনী সে! আমরা ভালো করে চিনি ওকে। আরেকবার ধরেছিলাম, কিন্তু···

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে জর্জ, 'আরে কি বলছো? বলছি তো, ও আমার বন্ধু—খুন করতে পারে না!'

'অতো কথা বুঝি না,' ঝাঁঝিয়ে উঠলো হ্যারী, 'ওয়েব ব্যাটাকে চাই। ওকে খুঁজছি আমরা। কোথায়, তাড়াতাড়ি বলুন, নইলে···'

'নইলে কি হবে?' রুখে দাঁড়ালো জর্জ সোমস। হ্যারীর নির্বুদ্ধিতায় রীতিমতো চটে গেছে বুড়ো।

'দেখাচ্ছি, কি হবে, শয়তান বুড়ো,' বলে বাঁ হাতটা চালিয়ে দিলো জর্জের তলপেট লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বেগে।

হুঁক করে উঠলো জর্জ। তলপেট চেপে ধরে পড়ে গেল মেঝেতে। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে ওর মুখ। মাথা তোলার চেষ্টা করছে ও।

'ওঠ বুড়ো, আরেকবার ওঠ। তারপর দেখাচ্ছি, শেরিফ কি করতে পারে?' হুংকার ঝাড়লো ডেপুটি।

'উঠতে পারছি না,' ককাতে ককাতে বললো জর্জ। মারটা আচ-

মকা বেকায়দামতো লেগেছে।

'তাহলে থাক পড়ে এখানে। আমি দেখি জন ব্যাটাকে ধরতে পারি কিনা।' বেরিয়ে গেল শেরিফ দুমদাম শব্দ করে।

জর্জ সোমস পড়ে রইলো মেঝেতে, ককাচ্ছে। শরীর কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

আর্থার স্টুথার তার মৃতা প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর মাথা কোলে করে বসে আছে। ওর দেহে প্রাণ আছে কি না বোঝা যেত না, যদি না মাঝে মধ্যে ওর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতো। স্থির চোখে চেয়ে আছে ও ডায়াসের দিকে। মনের মধ্যে অনেক কথা ভিড় জমিয়ে আসছে। অশান্ত আর হানাহানির জীবন ছেড়ে ও ঈশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। কেবলমাত্র নিজের শান্তির জন্যে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সেবার জন্যে। কিন্তু, কি হলো! এই শক্ত দুটো হাত থাকতে খুনীর দৃষ্টি থেকে নিজের ফুলের মতো নিষ্পাপ স্ত্রীকে ও তো রক্ষা করতে পারল না! আর ঈশ্বরই বা কি! যদি ঈশ্বরের বিচার এই-ই হয়ে থাকে তাহলে এই ঈশ্বর কাদের ঈশ্বর। পাপীদের ঈশ্বর, না ভালো মানুষদের ঈশ্বর? কেমন যেন ঘেন্না জন্মাচ্ছে ওর মনের ভেতর। সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে দিতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ যেন মনস্থির করে উঠে দাঁড়ালো আর্থার। পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে ওটা দিয়ে ঢেকে দিলো রোজের মুখমণ্ডল। ডায়াসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বিড় বিড় করে কথা বলছে ও কনফেস করার ভঙ্গিতে।

'ঈশ্বর, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তবে তাই হোক। রোজের

হত্যার প্রতিশোধ, না নেয়া পর্যন্ত আমার আর স্বস্তি নেই।' ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল আর্থার চার্চ থেকে। রোজের মৃতদেহের দিকে আর একবারও ফিরে তাকালো না। চলেছে সোজা নিজ বাস-ভবনের দিকে। শয়ন কক্ষে ঢুকে খাটের নিচ থেকে টেনে বের করলো একটা কালো কাঠের বাক্স। দীর্ঘদিন বাক্সটা খোলা হয়নি, কেউ হাতও দেয়নি বাক্সের উপর ধুলোর আস্তরণে।

কড়া ধরে ডালাটা খুলে ফেললো ও। ওর অতীত জীবনের সব স্মৃতি থরে থরে সাজানো রয়েছে বাক্সে। দুটো হোলস্টার সহ গান বেল্ট তুলে নিলো বাক্স থেকে। রিভলবার দুটো বের করে পরীক্ষা করলো, নাঃ ঠিক আছে। একেবারে ঝকঝক করছে সিলিণ্ডার। গুণে গুণে ছয়টা করে বুলেট ঢুকালো সিলিণ্ডারে। বেল্টটা নিলো। উরুর সাথে ভালো করে বাঁধালো হোলস্টার দুটোর অগ্রভাগ। একটা ডান পা এবং আরেকটা বাম পায়ের ওপর। দ্রুত কয়েকবার রিভলবার তুলে আনলো ও নামিয়ে রাখলো। অনেক দিনের অনভ্যাসে হাত একটু আড়ষ্ট মনে হলেও স্পীড আগের মতোই আছে। ওটাই জরুরী এখন। বেল্টে গুলী আছে, তারপরও গুলীর বাক্স থেকে অনেকগুলো শেল মুঠো করে তুলে প্যান্টের দুই পকেটে ঢোকালো। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলো খানিকক্ষণ, তারপর আবার মাথা উচু করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু, ওর পরনে যাজকের পোষাকই রয়ে গেছে।

'জ্যাকব কোথায়, জনি?' জিজ্ঞেস করলো জন কঠোর স্বরে। 'রিভলবার ধরে রেখেছো কেন? আমরা তো একই দলের লোক!'

অবাক কণ্ঠে বললো জনি। তবে সাবধানতার মার নেই ভেবে ঘাড়ের উপর দুহাত তুলে রেখেছে। জনের মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে দেখে দ্রুত বললো জন, 'আরে বাবা বলছি। উনি এখানে, এই গ্রেজেই আছেন।'

'বাঃ খাসা শোনাচ্ছে তো। একই দিনে দুই রকম কথা শুনতে পাচ্ছি। তা কোথায়, নিয়ে চলো আমাকে।' রিভলবারের নল দিয়ে ইঙ্গিত করলো জন।

জনি চলতে শুরু করলো সামনে, পিছনে উদ্যত রিভলবার হাতে জন। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে জনির হোলস্টার থেকে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিলো ও। নিজেরটা পুরলো হোলস্টারে, জনিরটা পকেটে। 'এবার দুজনেই সাধারণ ভাবেই চলা যাবে,' মৃদু কণ্ঠে বললো জন, 'তুমি এখন হাত নামাতে পারো, তবে সাবধান কোন রকম গণ্ডগোল করার ইচ্ছে থাকলে বাদ দাও ওটা। নইলে স্রেফ মারা পড়বে। সবকিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই বিশ্বাস করতে রাজি নই আমি।'

'ঠিক আছে বাবা, চলো। আমি কোন রকম গোলমাল করতে যাচ্ছি না,' শান্ত কণ্ঠে বললো জনি।

বাঁদিকে একটা সাইড স্ট্রীট ধরলো ওরা কিছুক্ষণ হাঁটার পর। তারপর আরেকটা লেন। এটাতে সারি সারি ঘর-বাড়ী। গোলক ধাঁধার মতো বলে মনে হচ্ছে সবকিছু জনের কাছে। কঠোর স্বরে বলে উঠলো, 'ভুল পথে নিচ্ছো না তো জনি! সাবধান কিন্তু!

'আমি তোমার সাথে কোন চালবাজি করছি না। গেলেই বুঝতে পারবে।' একটা ছোট খাট বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো জনি।

পেছনে ফিরে জনকে সামনের দিকে ইশারা করলো। এতোক্ষণ জনির উপরই চোখ রেখেছিলো জন। বাড়ির দরজা খুলে গেছে, দরজায় ম্যাগী। ওর চেহারা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মুখের এখানে সেখানে ও ঘাড়ের ওপর অনেক রকম দাগ।

'জন.....।' বিস্মিত হয়েছে ম্যাগী জনকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ ছল ছল করে উঠলো। এখনই বর্ষা নামবে যেন। আর কিছুই বলতে পারছে না ও। দরজা ছেড়ে ছুটে এল জনের দিকে। হাত বাড়িয়ে দিল জন। টেনে নিলো ওকে দুই বাহুর বাঁধনে। ওর কাঁধে মুখ ঘষছে ম্যাগী আর ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। তবে অস্তাচলে যেতে সময় এখনো অনেক বাকি। জনি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছ ওদের দিকে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে ম্যাগী, 'জন, সেই তুমি এলে, এদিকে সব শেষ। ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ড জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার কারে দিয়েছে। গুলী করে মেরেছে সবাইকে। শুধু আমাকে আর চাচাকে ছেড়ে দিয়েছে। তবে, চাচা আর প্রাণে বাঁচবে না। আর আমাকে, আমাকে ওরা...' কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ম্যাগী।

ওর পিঠে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হাত বুলাতে বুলাতে জন বললো, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাদ দাও ওসব কথা।'

'না, জন। তোমাকে শুনতেই হবে। ভিস প্রথমে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর একে একে লেলিয়ে দেয় ওর লোকজনদের। আমি জ্ঞান্ হারিয়ে ফেলেছিলাম জন।' আবারো কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ম্যাগী।

'জ্যাকব কোথায় ম্যাগী?' জিজ্ঞেস করলো জন। এখন দৃষ্টি

অন্যদিকে না সরালে ম্যাগীর কান্না থামানো সম্ভব হবে না। অসহায় এক রমণী ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। কতগুলো পশু ওকে ছিড়ে খেয়েছে, একথা ভুলবে কি করে। আরেকজনের প্রতি ওর দুর্বলতা জন্মে গেছে, বোঝাই যায়। সুতরাং ওর কাছেই সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চেষ্টা করবে, এতে অস্বাভাবিকতা নেই কোন।

ম্যাগী জবাব দিল, 'ভেতরে আছেন। চলো যাই, ডাক্তারও আছে।'

বাড়ির বেডরুম একটাই। ওতে ঢুকলো ওরা দুজন। ডাক্তার ওদের পাশ কাটিয়ে বের হয়ে গেল। চেহারা দেখে খুব সুবিধের মনে হলো না জনের কাছে। বিছানার দিকে চোখ গেল ওর। আগে কিছুটা শোনা না থাকলে শিউরে উঠতো জন। সারা গায়ে চামড়া পুরে বড়ো বড়ো ফোস্কা হয়ে গেছে। পানি ঢল ঢল করছে। প্রত্যেকটা ফোস্কার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নেই। ম্যাগীর দিকে ঘুরে তাকালো জন।

'চাচার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো ওরা, আমার ওপর অত্যাচার করার পর,' জনের চোখের ভাষা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ম্যাগীর। তবে জ্যাকবের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না ও।

জনের মনে হলো, কি বিভৎস এই র‍্যাঞ্চ ওয়র। মানবিকতার লেশ মাত্রও নেই এর মধ্যে। কেবল ধ্বংস আর ঘৃণা। এর কি শেষ নেই কোন। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলো জন। ওর ভেতরটা শিউরে শিউরে উঠছে। একটার পর একটা নতুন সমস্যায় পড়ছে ও প্রতি মুহূর্তে। কোনটারই সমাধান এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছে না। চিন্তার সূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হঠাৎ।

ন, মাই বয়, এসেছো তুমি।' দুর্বল ফ্যাঁস ফ্যাঁস কণ্ঠে বলে উঠলো জ্যাকব। কণ্ঠস্বরও চেনার উপায় নেই। চোখ দুটো মিট মিট করছে। চোখ খুলে জনকে দেখতে পেয়ে কথা বলে উঠেছে। একটু হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু, মুখটা বিচ্ছিরি রকমের ফাঁক হলো শুধু। জ্যাকবের বিছানার পাশে মাথার কাছে বসে আছে সেই মেয়েটি, অক্সিডেন্টাল বারে যার সাথে রাত কাটিয়েছিলো জ্যাকব। দুঃখ বেদনায় থমথমে হয়ে আছে ওর মুখ-চোখ।

এগিয়ে গিয়ে জনও বিছানার পাশে আলগোছে বসলো। খুব খারাপ লাগছে ওর। লোকটা ওর ওপর খুব নির্ভর করেছিলো। কিন্তু, প্রতিশোধের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জন নিজের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে জিজ্ঞেস করলো নরম কণ্ঠে, 'আপনারা রলিনসে চলে গেছেন শুনলাম!'

'কে বললো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো মেয়েটা। 'আমার এখানে লুকিয়ে এনেছি ওদের। চিকিৎসা দরকার জ্যাকবের, অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

তাহলে রাউলা আর ওই এজেন্ট ব্যাটা মিথ্যে কথা বললো কেন, ভাবছে জন। হঠাৎ একটা কথা ওর মাথায় এলো বিদ্যুৎ চমকের মতো। আবারো জিজ্ঞেস করলো জ্যাকবকে, 'আচ্ছা গ্রেজ থেকে ফ্লাস ডায়মণ্ডে যাবার পথে যে লোকগুলো আমাদের আক্রমণ করেছিলো তাদের চিনতে পেরেছিলেন আপনি?'

'সি-বারের লোক হবে ওরা,' দুর্বল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো জ্যাকব। চোখে ওর বিস্ময়।

'সিমের কোন খোঁজ পেয়েছিলেন? ওর মৃতদেহও তো পাইনি আমরা। গেল কোথায় ও?'

'না-তো। সিমের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি,' জ্যাকব বলে চলেছে, 'মেরে ফেলেছে নিশ্চয়ই ওকে।'

'ওরা যে সি-বারের লোক, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত নন?' আবারো প্রশ্ন করলো জন।

'না, কুনরডদের সাথে দেখিনি ওদের কখনো। তবে সি-বারের লোক ছাড়া অন্য কেউ আমাদের ওপর হামলা চালাবে কেন?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো জ্যাকব। অনেকগুলো ক্ষতের জন্য কপাল-টা কুঁচকাতেও পারছে না।

আচমকা উঠে দাঁড়ালো ও। কোন কথা না বলে ছুট লাগালো দরজার দিকে। কেউ কোন বাঁধা দেবার আগেই বেরিয়ে গেল ও বাড়ি থেকে। হঠাৎ এভাবে জন ছুটে বেরিয়ে যাওয়ায় সবাই অবাক হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে ম্যাগী। জন ওর সাথে কোন কথা না বলেই চলে গেল।

দ্রুত পায়ে ছুটে চলেছে জন ওয়েব প্রধান সড়ক ধরে। সামনে একটা পরিচিত লোক যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু, ওই দেহের সাথে এর দেহের মিলও আছে, অমিলও। কারণ, এর দুইদিকে দুই হোলস্টার ঝুলছে, যা একেবারে অস্বাভাবিক। তবে, পরনের যাজকের বিশেষ পোষাক দেখলে আর ভুল হয় না।

'আর্থার, হেই আর্থার।' গলা চড়িয়ে ডাকলো জন ওয়েব।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আর্থার। মুহূর্তেই ও চিনতে পারলো

জনকে। হাত তুললো ও, 'জন কোথায় ছিলে তুমি এতোক্ষণ?'

'রোজের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। এখন আমি জানি কোথায় পাওয়া যাবে ওকে। ওদিকেই যাচ্ছি এখন। কিন্তু, তোমার কোমরে গানবেল্ট, হোলস্টারে রিভলবার, ব্যাপার কি?'

'আবার তুলে নিলাম অস্ত্র। ঈশ্বর বোধহয় আমাকে অস্ত্র হাতে দেখতেই বেশি পছন্দ করেন। তাই…'

'যাক, যা ঘটে ভালোর জন্যই ঘটে। হয়তো, ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে সত্যিই ভালো কিছু করাতে চান,' বললো জন। এখন পাশাপাশি হাঁটছে ওরা ধীরে ধীরে।

'চলো না, কোথায় যাবে বলেছিলে? ধীরে ধীরে চললে তো রাত হয়ে আবার ভোরও হয়ে যাবে,' তাড়া লাগালো আর্থার।

মাথা নাড়লো জন, 'না, আর্থার, এটা আমার খেলা। রোজ মারা গেছে আমাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া ছুরিতে। সুতরাং, এ দায়িত্ব একমাত্র আমারই। তুমি এর মধ্যে এসো না।'

অক্সিডেন্টাল সেলুনের সামনে এসে থামলো জন। আর্থার ভালো করে দেখে নিলো চারপাশ।

'এই সেলুনেই যাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো আর্থার।

'হ্যাঁ।'

'জন, আমাকেও সঙ্গে নাও। আমার স্ত্রী খুন হয়েছে, সুতরাং আমারও দায়িত্ব আছে খানিকটা। না, কোরো না। আমি সত্যি তোমার উপকারে লাগবো, দেখো!'

'বুঝলাম। আমি জানি তোমার যোগ্যতাও আছে। কিন্তু

আমার নিজস্ব কিছু হিসেব-নিকেশ আছে যা আমাকেই সামলাতে হবে। ঠিক আছে, তোমার সাহায্যও দরকার হতে পারে। ওটা তোমার ঘড়ি না?' আর্থারের কোমরের বেল্টের সাথে বাঁধা চেনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো জন। চেনটা গিয়ে পকেটে ঢুকেছে।

আর্থার ঘড়িটা টান দিয়ে বের করলো। পকেট ঘড়ি একটা।

'তুমি সময় দেখ। ঠিক আধ ঘণ্টা পর আমি না নামলে তুমি ওপরে উঠে আসবে। তিন তলায় তিন নম্বর রুমে যাচ্ছি আমি। বার-কিপার হয়তো তোমাকে উঠতে বাধা দিতে পারে, কিভাবে সামলাবে সেটা তুমিই বুঝবে। আমি চলি,' বলে পা বাড়াতে গিয়ে জন আবার ফিরলো, 'জর্জ সোমস কোথায়?'

'কি জানি, আমি তো জানি না। উনি তোমার সঙ্গেই ছিলেন। তারপর আর দেখিনি।'

'তাহলে বরং এই আধ ঘণ্টা সময় তুমি বুড়োকে খোঁজার কাজে ব্যয় করো। পাওয়া গেলে, ঘরে চলে যেতে বলো ওকে।'

'ওপরের ঘরে কি মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে?' জিজ্ঞেস করলো জনকে আর্থার।

'এই পৃথিবীটাই তো মারাত্মক। বিপদ সব সময়ই আমাদের পিছু ধাওয়া করে।' দার্শনিকের মতো জবাব দিয়ে রওনা হলো জন। আর্থার চেয়ে রইলো ওর পিঠের দিকে।

'রাউলা, দরজা খোল। তাড়াতাড়ি!'

'কে? জন ওয়েব নাকি? আরে,' আর দরজা পিটিয়োনা, ভেঙ্গে যাবে। আমি আসছি, এক্ষুণি।

দরজা খুলে পিছিয়ে গেল রাউলা, জনকে ঢোকার সুযোগ দেয়ার জন্য। ওর পরণে গোলাপী পোষাক। বুক থেকে কোমর পর্যন্ত এলাকায় গাউনটা একেবারে চামড়ার সাথে সেঁটে আছে। ফলে বড়ো স্তন দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'কোথাও যাচ্ছো মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলো জন। ওর কণ্ঠস্বরে খানিকটা ব্যঙ্গের ছোঁয়া।

'বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছো মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রাউলা।

ঘরে ঢুকে পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো জন। 'কিছু মনে কোরো না, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তুমি গত বেশ কিছু দিনে গ্রেজ ছেড়ে কোথাও যাওনি, আমি জানি ভালো করে। সি-বারের আলফও গত কয়েক বছরে এই এলাকা ছেড়ে কোথাও যায়নি, তারও প্রমাণ আছে। জর্জ সোমস জানিয়েছে আমাকে একথা। তাহলে বলতে পারো, আমার বোন গার্থাকে খুন করলো কে বা করালো কে?'

'কি আবোল তাবোল বকছো তুমি! গার্থা···। মানে গার্থা···

'হ্যাঁ, গার্থা মানে গার্থা। তোমার চেহারাই বলে দিচ্ছে তুমি গার্থার কথা ভালো করেই জানো। তুমি নিজেই তো বলে থাকো, সব রকম খবরের ডিপো তুমি। আচ্ছা বলো তো, গার্থার ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলে কে? আমার তো মনে হয়, তুমিই আছো এর পেছনে!' কঠোর হয়ে উঠলো জনের কণ্ঠ।

'ভুল বলছো তুমি, একেবারে ভুল।' প্রতিবাদ করলো রাউলা, 'আমি এসবের কিছুই জানি না।'

বিদ্যুৎ বেগে চড় কষালো জন রাউলার গালে একটা। ঝাঁকি খেলো রাউলার মাথা বেশ জোরে। চিৎকার করে উঠলো জন, 'তুমি একটা মিথ্যেবাদী। নিজের স্বার্থে যা তা করতে পারো তুমি। জ্যাকব ও ম্যাগী সম্পর্কে ও মিথ্যে বলেছো। বলেছো, ওরা গ্রেজ ছেড়ে চলে গেছে। টিকেট এজেন্ট, ফেসকো ও তোমার লোক। বোকা বানাতে চেয়েছিলে তুমি আমাকে। ভেবেছিলে, আমাকে রলিনসে পাঠিয়ে এদিকে সব কিছু গুছিয়ে নেবে, তাই না?'

কেমন যেন করছে রাউলা। কাঁপতে কাঁপতে কেবিনেটের দিকে যাচ্ছে ও। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, 'আমার একটু ড্রিঙ্ক দরকার,' বলে ড্রয়ারে হাত দিলো ও।

'খবরদার, হাত সরিয়ে নাও ড্রয়ার থেকে।' গর্জন করে উঠলো জন।

কিন্তু, ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সাপের মতো ছোবল দিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা ডেরিঞ্জার তুলে নিয়েছে রাউলা। জনের বুকের দিকে তাক করে হ্যামারটা টেনে দিলো।

'নড়বে না জন, একটু ও না,' স্থির কণ্ঠে বললো রাউলা, 'আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। সুতরাং, কোন সুযোগ তোমাকে দিতে পারছি না, দুঃখিত। হাত দুটো তুলে ঘাড়ের পেছনে নাও।' অক্ষরে অক্ষরে ওর নির্দেশ পালিত হয়েছে দেখে স্বস্তি পেলো রাউলা। ওর স্থির দুচোখ চেয়ে আছে জনের দিকে। এবার ডাকলো, 'মিল্ট, বেরিয়ে এসো এবার।'

ঘরের কোণে একটা পর্দা ঘেরা জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো শেরিফ কোয়াড। ওর বুকের স্পারগুলো ঝন ঝন শব্দ তুলছে বাড়ি খেয়ে। এগিয়ে এলো শেরিফ। ওর হাতেও উদ্যত রিভলবার। ক্রুর হাসি ফুটে রয়েছে ওর মুখে, 'ওয়েল, ওয়েল আবার আবার দেখা হয়ে গেল আমাদের, তাই না জন?'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে জন। চোখ ছাড়া ওর শরীরের আর কোন অংশ একটুও নড়ছে না।

'মিল্ট, এখন কথা বলার সময় নয়,' ধমকে উঠলো রাউলা, 'ওর কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র সব কেড়ে নাও জলদি। তোমার লোকজনদের সিগন্যাল দিয়েছো?'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে ওরা,' সংক্ষেপে জবাব দিলো শেরিফ। ওর মুখ থেকে হাসি মুছে যায়নি এখনো।

'গুড,' বললো রাউলা। জনের উদ্দেশ্যে বললো, 'তুমি শেষ পর্যন্ত ঠিকই ধরেছো জন। আমি জানতাম, আর কেও না হোক তুমি অন্ততঃ বুঝে ফেলতে পারবে বা জেনে যাবে।'

জন ভাবছে, নিরস্ত্র অবস্থায় কিছুই করার নেই ওর। কোয়াড রিভলবার নিয়ে নিয়েছে। আর্থারেরও আসতে আধঘণ্টা বাকি। সুতরাং, এই সময়টুকু বেঁচে থাকা দরকার। আলোচনার ভঙ্গিতে বললো, 'কিন্তু, কেন করলে রাউলা তা তো বুঝলাম না? গার্থা তোমার কি ক্ষতি করেছিলো?'

'কৌতুহলে মরে যাচ্ছো, তাই না? হাসলো রাউলা। ওর পিস্তল একচুল নড়েনি। 'ঠিক আছে, তোমার কৌতুহলী মেটানোর জন্য কয়েক মিনিট সময় দেয়া যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, জন,

আমি তোমাকে আমার শয্যা সঙ্গী হিসেবে চেয়েছি সব সময়। কিন্তু, আমার মনে হচ্ছিলো, তোমাকে পাবার পথে ও-ই চরম বাধা। ওকে সরিয়ে ফেললে তোমাকে পেয়ে যাবো, এই ধারণা ছিলো আমার। আরো একটা কারণে, তোমার দরকার ছিলো। এখানে র‍্যাঞ্চওয়র বেধে যাবে, বেশ কিছুদিন থেকেই আঁচ করতে পারছিলাম। আর এ যুদ্ধে কুনরডরাই জিতবে একথা ভাবা স্বাভাবিক ছিলো। আমার পরিকল্পনা ছিলো, কুনরডদের সরিয়ে আমিই শাসন করবো এই এলাকা। এখন কুনরডদেরও শত্রু বানানো দরকার ছিলো। তাই, শেরিফকে বললাম, আলফ এর মতো দেখতে একজনকে সংগ্রহ করার জন্য।' একটু থামলো রাউলা। 'আমি চাচ্ছিলাম, তুমি শত্রুদের ধাওয়া করে আমার কাছ পর্যন্ত চলে আসো।'

'আমি মোজাভিক ক্লার্ককে বেছে নিয়েছিলাম, আলফ এর প্রক্সি দেয়ার জন্য,' গোঁফ মুচরে বললো শেরিফ।

'আর ডাচ ছিলো ডাচই,' বললো রাউলা। 'কিন্তু, ওরা আমার নির্দেশ অমান্য করেছে। তোমার গার্থাকে রেপ না করে একটু আধটু আদর করে গুলি করে মেরে ফেলতে বলেছিলাম। অথচ, ওরা এমন আদরই করলো যে তার ঠ্যালাতে মারাই গেল তোমার বোন, গুলী খরচ করতে হলো না আর।'

বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠেছে জনের। তবুও চেহারা স্বাভাবিক রেখে ও জিজ্ঞেস করলো, 'আমি ক্রীতদাস হয়ে থাকবো একথা ভেবেছিলে কি করে?'

'আমার এতোদিন ধারণা ছিলো, অর্থ আর ক্ষমতা দিয়ে সব

কিছুই করা যায়, পাওয়া যায়,' বললো রাউলা। 'কিন্তু, আমি ভুল করেছিলাম।'

কোন কথা বললো না জন।

'আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আরেকটু সুযোগ পেলে তুমি আমাকে খুন করে ফেলতে, যেমনটা পেরেছো ডাচকে' সব পেয়েও হারানোর হাসি ফুটে উঠলো রাউলার মুখে। 'এখন আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আর একটু পরেই চলে যাবো আমরা। তার আগেই তোমাকে সব শোক-দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি দিয়ে যাবো।'

মরিয়া হয়ে জন আবার জিজ্ঞেস করলো, 'শেরিফ কোয়াডের ভূমিকা কি, তোমার এই পরিকল্পনায়?

'স্রেফ প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক আমাদের। বললো রাউলা নির্বিকার কণ্ঠে, 'আমি নির্দেশ দিই আর ও সেটা পালন করে। তবে ও একটা ভাল কাজ করেছে। নিজেদের লোক দিয়ে পাহাড়ে তোমার আর জ্যাকবের উপর হামলা চালিয়েছিলো সফলভাবে। এর উদ্দেশ্যে ছিলো সি বার, ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের বিরোধ আরেকটু উস্কে দেয়া। আর জ্যাকব নিশ্চয়ই মনে করেছিলো ওকে সি-বারের লোক।'

'আর সিম?' আবারও প্রশ্ন করলো জন।

'ও আগা-গোড়াই আমাদের লোক। জ্যাকবের দলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো ওকে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। একটু পরে ওকে এখানেই দেখতে পাবে.....'

কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় টোকা পড়লো। চমকে

উঠলো জন, আর্থার নয় তো ?

'মার্শাল দরজা খুলুন, আমরা এসে গেছি।' না অন্য কণ্ঠ, তবে বেশ পরিচিতই মনে হচ্ছে, ভাবলো জন।

বার্ট ঘরে ঢুকলো দরজা খুলে দিতেই বললো, 'বাঃ ওকে আপনারাই পেয়ে গেছেন ? ভালোই হলো, আমরা তো ওকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান।' বার্টের পেছন পেছন ঘরে ঢুকলো সিম। ওদের পেছন পেছন আরো ক'জন অস্ত্রধারী। একজন উইনচেস্টার কক করে বললো, 'ওয়েবকে এখানে শেষ করে দেবো, নাকি বাইরে নিয়ে যাবো ?'

'বাইরেই ভালো,' রাউলা বললো নির্বিকার কণ্ঠে, 'ঘরটা শুধু শুধু নোংরা করার কোন মানে হয় না।'

ওদিকে খেয়াল করলো না জন। সিমের উদ্দেশ্যে বললো, 'কি পারলে না তো আমাকে মারতে। শুধু শুধু মারলে একটা নিরীহ, নিস্পাপ মেয়েকে।'

সিমের কাঁধের কাছে ব্যাণ্ডেজ। রক্তে ভিজে গেছে ব্যাণ্ডেজের মাঝখানের জায়গাটুকু।

'মানে!!' চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হলো রাউলার।

'ও, বুঝতে পারোনি,' হালকা স্বরে বললো জন, 'তোমাদের এই চ্যালা আমাকে মারতে গিয়ে চার্চের ভেতর একটা মেয়েকে মেরে ফেলেছে, ছুরি নিক্ষেপে এতোই কাঁচা হাত এর···

পাঁই করে ঘুরলো রাউলা শেরিফের দিকে, 'মিল্ট, এর মানে কি ?'

'মানে আমিই পাঠিয়েছিলাম সিমকে, ওই ব্যাটাকে সরিয়ে

দিতে। ভেবেছিলাম, পথে কাঁটা রেখে আর লাভ কি?' হাসলো শেরিফ কোয়াড নির্লজ্জের মতো দাঁত কেলিয়ে।

'আবারও তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছো, মিল্ট?' ক্ষেপে উঠলো বাউলা, 'তোমাকে আমি বলেছি না আর নতুন কোন ঝামেলা না বাড়াতে। তারপরও কেন আবার সিমকে পাঠিয়েছিলে? নাঃ আর এটা চলতে দেয়া যায় না।' ডেরিঞ্জারের বাটে ওর হাত আরো জোড়ে চেপে বসলো। ট্রিগারেও আঙ্গুলের চাপ পড়তে শুরু করেছে।

জনের পাশ থেকে উইনচেস্টারটা গর্জে উঠলো। রাউলার সুন্দর বাম স্তনটা ফেটে গেল বেলুনের মতো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো রাউলা, চোখে অবাক দৃষ্টি। বার্টের রাইফেলের নল থেকে ধোঁয়া উঠছে এখনো। রাউলার হাত থেকে ডেরিঞ্জারটা ছুটে গেছে। বাঁ হাতটা বাড়াতে চাইলো বার্টের দিকে। এখনো যেন ও বিশ্বাস করতে পারছে না, বার্টই ওকে গুলী করেছে।

বার্ট আবারো কক করলো উইনচেস্টার। কোয়াড নিষেধ করলো ওকে গুলী চালাতে। বাঁকা হয়ে গেল রাউলার দেহ। কাত হয়ে পড়ে গেল জনের পায়ের কাছে। দু'বার কেঁপে কেঁপে উঠলো ওর দেহ প্রবল আক্ষেপে, তারপর স্থির হয়ে গেল একেবারে।

'এবার তোমার পালা, জন ওয়েব,' বার্ট ঘোষণা করলো জল্লাদের মতো।

'না,' জলদ গম্ভীর স্বরে কে যেন বলে উঠলো ওদের সবার পেছনে দরজার দিক থেকে। 'না, তোমরা জনের গায়ে হাতটিও ছোঁয়াবে না।' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর্থার স্ট্রুথার।

সবার আগে নড়ে উঠলো সিম। ওর অক্ষত ডান হাত চলে গেছে কোমরে হোলস্টারের কাছে। কিন্তু, রিভলবারের বাটে হাত ছোঁয়াবার আগেই গর্জে উঠলো আর্থারের রিভলবার। হতবাক হয়ে গেছে সবাই আর্থারের হাতের দ্রুততা, লক্ষ্যভেদের নমুনা দেখে। সবাই জানতো, আর্থার একজন নিপাট ভালো মানুষ স্রেফ ঈশ্বরের সেবক। সিম বুক চেপে ধরে পড়ে গেছে।

এই সুযোগটা নিলো জন। এক ঝটকায় পাশে দাঁড়ানো বার্টের কাছ থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে একই গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো শেরিফ কোয়াডের ওপর। রাইফেলের নল দিয়ে সজোরে গুঁতো লাগালো শেরিফের পেটে। কোয়াড শুধু দেখতে পেয়েছে মিসাইলের মত কি যেন ছুটে আসছে ওর দিকে। রিভলবারটা তোলারও সময় পায়নি ও। দড়াম করে আছড়ে পড়লো ও মেঝেতে। পড়তে পড়তেই কাত হয়ে গুলী করলো জন বার্টকে লক্ষ্য করে। সোজা কপালে গিয়ে লাগলো বুলেট। পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিভারের গুলী ওর মাথার খুলী উড়িয়ে নিয়ে গেলো। ধপ করে পড়লো বার্টের মৃতদেহ।

আর্থারও থেমে নেই। ঘরে আরো দু'জন সশস্ত্র লোক ছিলো। আর্থারের দুই রিভলভার গর্জে উঠলো পর পর কয়েকবার। ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল ওরা দু'জনেই। জন আর আর্থার দু'জনেরই দৃষ্টি এদিকে। আর এই সুযোগটা নেয়ার চেষ্টা করলো শেরিফ। জানালার ওপর চড়ে বসেছে ও। আর্থার গুলি চালালো। ডান হাতের কনুইয়ের ওপরের খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। ঝাঁকি খেলো শেরিফের গোটা দেহ। সঙ্গে সঙ্গে

ঝাপ দিয়ে পড়লো ও নিচে।

জন ছুটে গেল জানালার কাছে। নিচে দোতলার ব্যালকনিতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে শেরিফ কোয়াড।

ঘরে পাঁচ পাঁচটি মৃতদেহ পড়ে। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর্থার মৃতদেহগুলোর মাঝখানে। রিভলবারের সিলিণ্ডারে গুলী ভরে আবার ওগুলোকে হোলস্টারে পাঠিয়ে দিয়েছে ও। জনকে জিজ্ঞেস করলো, 'রোজকে খুন করেছে কোনটা?'

সিমকে দেখালো জন, 'এ খুন করেছে রোজকে, কিন্তু, ওর নির্দেশে।' বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে জানালার দিকে দেখালো ও।

'মার্শাল কোয়াডের যে এতোটা অধঃপতন হয়েছে—তা বোঝারও উপায় ছিলো না,' বললো আর্থার। 'চলো যাই, ওকে ধরতে হবে, নইলে পালিয়ে যাবে ও।'

নিজের রিভলবারটা বিছানার ওপর থেকে তুলে হোলস্টারে পুরলো। বললো, 'তোমার গুলী চালানোর ক্ষিপ্রতা দেখে আমারও ভয় করছে। যাকগে, চলো, যাওয়া যাক।' দরজার কাছ থেকে ঘুরে রাউলার মৃতদেহটা দেখলো আবার জন। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগলো আর্থারের পিছু পিছু।

অক্সিডেন্টালের সিঁড়ির নিচে এক গাদা লোকের ভিড়। জন এখন লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছে এক সাথে দুই তিন ধাপ সিঁড়ি। সব লোক দু'পাশে সরে গিয়ে ওর যাওয়ার জায়গা করে দিলো। কিন্তু, বার কিপার দুই হাত দিয়ে পথরোধ করে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। আর্থার একটু পিছিয়ে পড়েছে।

'ওপরে গোলাগুলি কিসের?' বার-কিপার জিজ্ঞেস করলো জনকে। সবার চোখে-মুখে স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ।

'মার্শাল একজন খুনীকে ধরেছেন,' হড়বড় করে বলে চললো জন, 'এই জন্যই গোলাগুলী হয়েছে।' বলে ওকে ধরে ঠেলে পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করলো জন।' কিন্তু, এই সরানো তার কর্ম নয়।

'তুমি কোথায় যাচ্ছো?' সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞেস করলো বার-কিপার।

'আমাকে আগে পাঠিয়ে দিলেন মার্শাল। গিয়ে জেলের সব কিছু ঠিকঠাক করতে হবে,' অম্লান বদনে বললো জন।

এমন সময় সবার মধ্যে গুঞ্জন উঠলো। আর্থার নেমে আসছে।

বার-কিপার মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো আর্থারকে, কিন্তু, ওর চোখে বিস্ময়। 'রেভারেন্ট, আপনাকে তো কখনো রিভলবার সহ দেখিনি! ওপরে কি হচ্ছে? এই লোকটা বলছে, ও নাকি জেল ঠিকঠাক করতে যাচ্ছে। তাহলে, ঐ ডেপুটিরা কোথায় ও কেন···'

ওর কথা শেষ করার আগেই আর্থার চলতে শুরু করেছে। সবাই সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলো। আর্থারকে বাঁধা দেয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারছে না।

বাইরে এসে আর্থার জিজ্ঞেস করলো জনকে, 'ব্যাটা কোনদিকে গেছে, আন্দাজ করতে পারো?'

'মনে হচ্ছে, পিঙ্ক লেভির দিকে যেতে পারে,' জবাব দিলো জন, 'ও দিকটাই ওর জন্য নিরাপদ হবে।'

রাস্তা আশ্চর্যজনকভাবে জনশূন্য। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ চারদিকে। মনে হচ্ছে, সবাই বড়ো রকমের গোলমাল আশংকা করছে শহরে।

'দেখতে পাচ্ছো, ওটা কে?' জিজ্ঞেস করলো জন আর্থারকে, পথ চলতে চলতে।

'শেরিফের অফিসের সিঁড়িতে শ্বশুর বসে আছেন দেখছি?' বিস্মিত কণ্ঠে বললো আর্থার।

'ওর চেহারাটাও খুব ভালো দেখাচ্ছে না, কেমন যেন পাংশু মুখে বসে আছে,' দেখছো?

বুড়োর কাছে পৌঁছুতে দেখলো, হাতে ওর রিভলবার। বিড় বিড় করে বলছে, 'চেম্বারে ছ'টা গুলীই ভর্তি। আজ আর রক্ষা নেই।'

'জর্জ সোমস।' ডাকলো জন, 'কি ব্যাপার, হয়েছে কি? এখানে বসে আছেন কেন!'

'ও, তোমরা!' চমক ভাঙ্গলো যেন বুড়োর, 'দ্যাখো, আজ একটা জিনিষ ভালো করেই বুঝতে পারলাম, এ শহরে আইনের লোকেরাই হচ্ছে আমাদের বড়ো শত্রু। আমাকে মেরেছে ডেপুটি একটা, কি নাম যেন··· ওঃ হ্যারী। আর জনকেও খুঁজছে রোজ হত্যার দায়ে ঝুঁলিয়ে দেয়ার জন্য। আমার তো মনে হলো, ওদের কেউ রোজকে হত্যা করেছে।'

'ঠিকই বলছো, তুমি,' গম্ভীর স্বরে বুড়োকে সমর্থন জানালো জন ওয়েব।

'ঠাট্টা করছো না তো আমাকে?' সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞেস

করলো জর্জ সোমস।

'আরে না। একটু আগে আমরাও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছি। সুতরাং '

'থামো,' বললো আর্থার, 'ওই ডেপুটিটা কোথায় বাবা? কোন-দিকে গেছে ও?'

'কি জানি। আমাকে মেরে ফেলে রেখে দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে গেল। শুধু বলে গেছে, জনকে পাকড়াও করতে যাচ্ছে।'

'বাবা ঠিকই বলেছেন, জন,' আর্থার চিন্তিত মুখে বললো, 'আইনের লোকেরাই কিছু একটা করতে যাচ্ছে, সে প্রমাণ তো আমরাও পেলাম। গত ক'দিন ধরে সব অপরিচিত মুখ এসে জমা হচ্ছে গ্রেজ-এ। কোথাও কিছু একটা ঘটবে। শেরিফ কোয়াড বড় সড় একটা কিছুর পেছনে আছে। আমাদের আরো সাবধান হওয়া দরকার।'

'আমি জানি, কেন দলবল তৈরি হচ্ছে,' জানালো জন ওয়েব। 'অক্সিডেন্টালের তিন তলায় তোমার আসার আগে, আমি ওদের কাছ থেকে অনেক কথাই জানতে পেরেছি। সম্ভবতঃ রাউলা ও শেরিফ এই শহর এবং আশে পাশের র‍্যাঞ্চগুলো দখলের মতলবে ছিলো। রাউলাকে মেরে শেরিফ ভাগীদার কমিয়েছে। এখন, শেরিফ প্রয়োজনে ওর জীবনের সবচেয়ে নোংরা চাল হলেও দেবে। ওর আর কোন উপায় নেই। কারণ, আমি সব কথা জানি এবং বুঝতে পারছি এখন। এতোদিন শুধু অন্ধকারে ঘুরে মর-ছিলাম।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলো সোমস। 'মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে

তাহলে আমাদের সামনে। এটা যদি সত্যিই হয়, তাহলে, এই এলাকার সবটাই এক অন্ধকার শাসনে নিপতিত হবে। না, এটা হতে দেয়া যায় না। সব লোককে নিয়ে··· '

'আমি সব লোকের কথা ভাবছি না মোটেও,' বললো আর্থার, 'আমি শুধু আমার স্ত্রীর হত্যাকারীকে চাই, আর কিছু নয়।'

'শহরের সব লোকের সাহায্য নেয়া উচিত আমাদের,' বললো জর্জ সোমস, 'একা একা পারবো না হয়তো শেরিফের ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীর সাথে। আর সবাইকে নিয়েই ভাবতে হবে আমাদের···

'ওদের কথা বলছো?' এতোক্ষণ চুপচাপ ওদের কথা কথা শুনছিলো জন ওয়েব। এখন শহরের ব্যস্ত রাস্তার লোকজনদের দেখলো ও। একদল লোক শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত এক্সপ্রেস অফিসের সামনে ভিড় জমিয়েছে। পোষাক-আশাকে মনে হয়, ওরা সবাই ব্যবসায়ী বা অন্য কোন পেশাজীবী। কিন্তু, এখন ওদের প্রত্যেকের হাতেই বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। বেশির ভাগের হাতেই রাইফেল। তবে কারো কারো হাতে লাঠি, কুঠারও রয়েছে। লোকগুলো তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকেই। ওদের থেকে ভিড়টা খানিক দুরে হলেও ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে মোটামুটি। জন বললো, 'ওদের আর তোমার পক্ষে আনার জন্য বোঝাতে পারবে কি না সন্দেহ। তবুও নিজের কানেই শোনো, ওদের কথা।'

একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে বাজছে, ভিড়ের মধ্য থেকে। 'ওই দ্যাখো, ওরা দাঁড়িয়ে ওখানে,' জনদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছে একজন। 'স্ত্রী হত্যাকারী অর্থার আর ওর দলবল।

আবার বাপকেও দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে দেখছি ওরা! ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো ভাইসব।' সবাই ওদের দিকেই চেয়ে আছে। অধিকাংশের চোখে-মুখে স্পষ্ট ঘৃণার ভাব ফুটে রয়েছে।

'চলো, সবাই মিলে ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিই,' আরেকটা কণ্ঠ ভেসে এলো ভিড়ের মধ্য থেকে।

'পাবলিক খেপিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলে উঠলো জন ওদের দুজনের উদ্দেশে, 'এখন কি করা যায়? এদের ওপর গুলী চালানো নিরর্থক। তার চেয়ে মার্শাল আর তার চ্যালাদের গিয়ে ধরা যাক, তাহলে কিছুটা কাজ হতে পারে।

'চলো, তাই যাওয়া যাক,' দ্রুত বলে উঠলো জর্জ সোমস। 'চলো যাই!'

যুদ্ধক্ষেত্রেও এরকম পশ্চাদপসরনের নিয়ম আছে। সুতরাং এটাকে খুব অপমানজনক মনে করলো না ওরা। আপাততঃ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচা-ই ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া গ্রেজকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হয়েছে, সেটাকেও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হবে। এ দায়িত্বও কেবল ওদেরই। শেরিফের অফিসের একপাশের দেয়াল ঘেঁষে পেছন দিকে ছুটলো ওরা। সামনে দিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না। জনতার মধ্যে হল্লা উঠলো। ওরা ওদের পালাতে দেখেছে। কিন্তু, ওরা যে আবার শহরের মাঝের দিকেই ফিরে যেতে পারে, সে কথা মোটেও ভাবছে না ওরা। বরং ভাবছে, ওরা শহর ছেড়েই পালাবার চেষ্টা করছে।

কয়েকটা আউট হাউস পাশ কাটিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের পেছন দিয়ে আরেকটু এগোতেই জন হাত তুলে থামার নির্দেশ দিলো।

প্রায় জনের পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে এসে থামলো বুড়ো সোমস, তারপরেই আর্থার। ডাক্তারের চেম্বার পার হয়ে আসার সময় জন একটা লোকের ককানির শব্দ পেয়েছে, ওটা শেরিফ কোয়াড হতে পারে।

'কি ব্যাপার? থেমে গেলে কেন?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলো আর্থার।

'সামনেই পিঙ্ক লেভি,' জবাব দিলো জন পিছু না ফিরেই, 'পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের।'

পিঙ্ক লেভির পেছনের দরজায় খুব সস্তা দরের একটা তালা। বোধহয়, খুব দামী তালা ঝোলানো নিরর্থক মনে করেছে ওরা। আর্থারের রিভলবারের বাটের দুটো আঘাত সইতে পারলো না ওটা, ভেঙ্গে পড়লো। ভেতরে ঢুকে মনে হলো স্টোররুমে এসে পড়েছে। বেশ কিছু বাক্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কয়েকটা ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গেছে। আর বাকিগুলো বোতলে ভর্তি। জন ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল চাপা দিয়ে ওদের দুজনকে নিঃশব্দে এগোবার নির্দেশ দিলো। নিজেও পা টিপে টিপে এগুলো বার রুমের দিকে।

বার-রুমে তাস শাফল দেয়ার শব্দ হচ্ছে, সেই সঙ্গে খুচরো পয়সার ঝনাৎকার। বিভিন্ন কণ্ঠে কথা-বার্তা শোনা যাচ্ছে।

'আর দেরি করো না, তাস বেটে দাও,' একটা কণ্ঠ নির্দেশ দিলো।

আরেকজন বলে উঠলো, 'কল দাও।'

'আচ্ছা, মার্শাল এত দেরি করছে কেন? কখন আসবে আর?'

অন্য একটা কণ্ঠ অস্বস্তি প্রকাশ করলো।

জন স্টোর রুমে আর বার-রুমের মাঝের পর্দা একটু সরিয়ে ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলো। পোকার টেবিলে বসে আছে চারজন লোক।

'এর মধ্যেই মার্শালের এসে পরার কথা,' বললো একজন কার্ড প্লেয়ার, 'এরকমই তো বলেছিলো ও, তাই না জ্যাক?'

'হ্যাঁ, তাই,' ওকে সমর্থন করলো জ্যাক নামের লোকটা, 'মার্শালের দেয়া সময় থেকে দশ মিনিট সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অপেক্ষা করা দরকার আমাদের। এছাড়া আর কিই-বা করার আছি!'

একজন কার্ড প্লেয়ারকে চিনতে পারলো জন। ডাচ নামের লোকটাকে মারার পর গ্রেফতার হওয়ার সময় এই লোকটাকে শেরিফের সাথে দেখেছিলো ও। বাকি একজন ওর পরিচিত নয়। ওদের প্রত্যেকেরই হাতের কাছে বিয়ারের বোতল আছে। কিন্তু, কেউ বিয়ার পান করেছে বলে মনে হয় না।

'কি ব্যাপার, এখনো বসে আছো যে তোমরা,' নতুন একটা কণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল।

জন চট করে চোখ সরিয়ে আনলো বারের দিকে। নতুন বার-কিপার কথা বলেছে কার্ড প্লেয়ারদের উদ্দেশ্যে। ওর দুহাতের কনুই ভর দিয়ে আছে টেবিলের ওপর।

'কি করবো আমরা! শেরিফের জন্য অপেক্ষা করছি। নইলে কখন হাওয়া হয়ে যেতাম,' বললো জ্যাক।

হঠাৎ জন সরে এলো পর্দা ছেড়ে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো আর্থারের দুই হাতেই রিভলবার, গুলী ছোঁড়ার জন্য তৈরি

হয়ে আছে। চোখে ওর স্পষ্ট জিঘাংসা। এখনই যেন বার-রুমে ঢুকে পড়বে ও। জন আঙ্গুল তুলে নিষেধ করলো ওকে। কোন কথা বলছে না জন, সেলুনের সামনের দরজায় ব্যাট উইংয়ের নিচ দিয়ে এক জোড়া পা দেখতে পেয়ে পিছিয়ে এসেছে ও। সম্ভবতঃ শেরিফ কোয়াড হবে?'

ব্যাট উইং, থেকেই চিৎকার করে উঠলো ও, 'লাইভেরী স্টেবলে যাবে?'

রাস্তার দিক থেকে একজন জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, ওই দিকেই।'

লোকটা বার-রুমে ঢুকেছে। খুব সাবধানে আবার পর্দার ফাঁকে চোখ লাগালো জন। না, এ শেরিফ নয়। মনে মনে গর্জে উঠলো ও, 'কুত্তার বাচ্চা!!'

'কি করবো এখন, শেরিফ কোথায়?' নবাগত লোকটার উদ্দেশে প্রশ্ন রাখলো জ্যাক। বিরক্তির চিহ্ন ফুটে রয়েছে ওর চোখে-মুখে।

'মার্শাল বলেছে, আমাদের ঘোড়াগুলো সংগ্রহ করতে হবে,' জ্যাকের বিরক্তি গায়ে মাখলো না লোকটা। 'আমাদের সবার জন্য ঘোড়া হয়ে যাবে। তবে কয়েকজন হবে ইনফ্যানট্রি।'

'আর মোজাভিক?' প্রশ্ন রাখলো কার্ড প্লেয়ারদের মধ্যে একজন।

'মোজাভিকও ইনফ্যানট্রি,' জবাব দিলো লোকটা, কালবিলম্ব না করেই।

আর্থার প্রায় বার-রুমে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিলো। ওর হাত ধরে আটকালো জন। মাথা নেড়ে নিষেধ করছে আর্থারকে। প্রথম একটু বাধা দিলেও পড়ে অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে শান্ত হলো।

বার-রুমে চেয়ার ঠেলে ওরা ওঠে দাঁড়াচ্ছে। বেশ শব্দ হচ্ছে ওদিকে। এই সুযোগে জন চাপা স্বরেব লে উঠলো, 'চলো, আমরাও বেরিয়ে পড়ি।' স্টোর-রুম থেকে বেরিয়ে একটা নিরাপদ স্থানে এসে দাঁড়ালো ওরা। তারপর জন বললো, 'সোমস, আর্থার, দুজনেই আমার কথা মতো চলবে, নইলে বিপদে পড়ে যাবে।'

'কিন্তু···

কথা শেষ করতে পারলো না আর্থার। বুড়ো সোমস কনুই দিয়ে গুঁতো মেরেছে জামাইয়ের পাঁজরে, 'চুপ করো, আর্থার। ও যা বলেছে তাই করো।' জনের দিকে ফিরলো সোমস, 'এবার বলো, জন।'

কণ্ঠে জরুরী ভাব এনে বলতে শুরু করলো জন, 'আমরা দলের মাথাটাকে চাই। চুনোপুঁটি ধরে কোন লাভ নেই, আর্থার। শেরিফ কোয়াড সিমকে নির্দেশ দিয়েছিলো—আমাকে মেরে ফেলার জন্য। ওই ছুরিতেই মারা পড়ে তোমার স্ত্রী রোজ। আর ওর নির্দেশে আমার বোনের ওপর চালানো হয়েছিলো নিষ্ঠুর নির্যাতন। সুতরাং···'

'তোমাকেও ফাঁসাতে চেয়েছিলো ও,' সোমস জনকে মনে করিয়ে দিলো, 'ভুলো না যেন।'

'হ্যাঁ, তাই,' একটু দম নিলো জন, 'তবে, আরেকটা হিসেব আছে। মোজাভিক ক্লার্ককেও ধরতে চাই আমি। তোমরা কেউ চেনো ওকে?'

আর্থার মাথা নাড়লো নেতিবাচক ভঙ্গিতে। জর্জ সোমস

জনের দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

'আমার মনে হয়, মোজাভিককে রাউলা আর কোয়াড শহরের বাইরে রেখেছিলো শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করার জন্যে,' বললো জন, 'এখন ওই বাস্টার্ড ফেরত এসেছে শহরে। আমার বোনের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলো ও। এজন্যে অবশ্য অনেক দূরের রাস্তা পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। বেঁচে গেছে অল্পের জন্যে, তবে, এবার আর ওর রক্ষা নেই…'

'তুমি কি মোজাভিককে শেরিফ কোয়াডের সাথে একই পাল্লায় মাপছো?' জিজ্ঞেস করলো আথার।

অন্ধ ক্রোধে ছেয়ে গেলো জনের মুখ। 'অতো কথা নয়, মোজাভিক আমার, এ কথাটা মনে রাখলেই চলবে,' কঠোর স্বরে বললো জন। 'বুঝতে তো পেরেছো আমার কথা? আমি …'

বাধা দিলো আর্থার, 'তোমাকে না বলছে কে? তুমি যা বলবে তাই হবে। আমরা তোমার সাথে আছি।'

'ঠিক তাই, আমরা তোমার সাথে আছি,' আর্থারের কথায় প্রতিধ্বনি তুললো যেন জর্জ সোমস।

'ওকে, এবার আমার পরিকল্পনা শোন,' বললো জন, শান্ত কণ্ঠে ক্রোধের ছাপ মুছে গেছে ওর চেহারা থেকে।

এগারো

ঠিক এক ঘণ্টা পর জন ওয়েব পৌঁছুলো লাইভারি স্টেবলের পাশের দেয়ালের আড়ালে। স্টেবলের ভেতর ঘোড়াগুলোর অস্থির পদ-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে লোকজনের কথাবার্তা। সব কিছু মিলিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা। এখন পর্যন্ত কোয়াডের চ্যালা-চামুণ্ডারা গুছিয়ে উঠতে পারেনি বোঝা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোয়াডকে জন সমক্ষে দেখা যায়নি বা ইচ্ছে করেই দেখা দেয়নি ও। এটাও একটা সমস্যা বলে মনে করছে জন ওয়েব। কোয়াডের লোকজন সব লাইভারি স্টেবলের সামনে এসে জড়ো হতে শুরু করেছে।

'তোমার কথা মতো চলতে হবে নাকি আমাদের?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল জ্যাকের।

'হ্যাঁ, তাই।' সেলুনে সব শেষে শোনা কণ্ঠটা কথা বলে উঠলো ওর কণ্ঠে একটু হালকা সুর।

'আমাদের বস বানালো কে তোমাকে?' আবারো উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জ্যাক।

'মার্শাল···'

'রাখো তোমার মার্শাল,' ধমকে উঠলো জ্যাক, 'মার্শাল নিজে এসে নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কিছুই শুনতে রাজী নই।'

শেষ পর্যন্ত চরম স্বার্থ ওদের সমঝোতা এনে দিলো। বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো ওদের মধ্যে। সমঝোতা হওয়ায় হৈ হৈ করে উঠলো ওরা। স্টেবলের বড়ো দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম বেরিয়ে এলো উইণ্ডি। লম্বা পায়ের একটা বে'র লাগাম ওর হাতে। ওর পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলো আরো দু'জন। ওদের সঙ্গেও দু'টো ঘোড়া। সামনের রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। ওর ঘোড়াগুলোর স্টিরাপ ঠিকঠাক করে নিলো।

গ্রেজ এর প্রধান সড়ক একেবারে জনশূন্য এখন। একটু আগেই শহরবাসীদের ভিড় ছিলো—সেটা কোন মন্ত্র বলে যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। হঠাৎ করে এরকম অবস্থায় এসে পড়লে যে কোন লোকেরই বিস্মিত হওয়ার কথা। নবাগত কেউ মনে করতে পারে, মড়ক লেগে হয়তো শহরের জনসংখ্যা কমে গেছে একেবারে।

কয়েকজন ডেপুটির ব্যাজধারী লোককে অবশ্য ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে এদিক সেদিক। নইলে ভূতুরে শহরই মনে হতে পারতো গ্রেজকে। আরো ক'জন বেরিয়ে আসলো রাস্তায়। এদের বুকে ব্যাজ না থাকলেও কোমরে বেল্ট আছে, যা বলে দেয় ওরা আইনের লোক। জন দেয়ালের পাশ থেকে মাথা বাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে সবকিছু। কোয়াডের লোকজন রাস্তায় নেমে গেছে, অনেকটা শহর দখল করার ফ্যাশনে। জন দেখলো, কোয়াড সস্তা ব্যাজ আর বেল্ট দিয়ে তার সব চ্যালাকেই

আইনের লোক বানিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকে আবার আগাগোড়া অস্ত্র সজ্জিত। তবে দু'একজন আছে যাদের অস্ত্র বলতে শুধু দুটো রিভলবার। প্রচণ্ড গরমে ঘর্মাক্ত হচ্ছে সবাই। খোলা আকাশের নিচে সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে দগ্ধ হচ্ছে ওরা।

আরো কয়েকজনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল লাইভারি স্টেবলের দরজায়। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছে কোয়াডের আরো কয়েকটা চ্যালা। জন সরে গেল দেয়ালের আড়ালে। তবে এতোটা সাবধান না হলেও চলতো, কারণ, এদিকে নজর নেই কারো। জন রাস্তার অপর পাশে অবস্থিত জেনারেল ষ্টোরের দিকে তাকালো। ছাদের ওপর কারো নড়াচড়ার আবছা চিহ্ন ধরা পড়লো ওর চোখে। খুশি হয়ে উঠলো ও, বুড়ো জর্জ সোমস তাহলে ঠিক সময় মতোই নিজের অবস্থানে পৌঁছে গেছে। সোমসের ওপর ওদের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে। ও আশা করছে, স্টোর থেকে বুড়ো ওদের প্রয়োজনীয় সব জিনিষই খুঁজে পেতে সমর্থ হবে। নইলে বিপদে পড়ে যাবে ওরা। সেক্ষেত্রে, ওদের পরিকল্পনার খানিকটা রদবদল করতে হতে পারে।

'মার্শাল আসছে, মার্শাল আসছে!' হৈ হৈ করে উঠলো রাস্তায় অপেক্ষমান ডেপুটিদের একজন।

আরেকজন ধমকে উঠলো, 'রাখো তোমার মার্শাল, বহু বার এরকম গুলবাজী শুনেছি, কিন্তু মার্শালের দেখা পেলাম না।'

কিন্তু, এবার মার্শাল ঠিকই বেরিয়ে এসেছে। তবে, জনের জন্য সমস্যা হলো, কোয়াড জন থেকে অনেক দূরে ব্রডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে। এতোদূর থেকে ওর কোন ক্ষতি করা যাবে না।

'সবাই শোন,' গলা চড়িয়ে ভাষণ দেয়ার ভঙ্গীতে কথা শুরু করলো কোয়াড, 'আমাদের সময় হয়ে গেছে।' ওর আশে পাশে ভিড় জমিয়ে আসা লোকজনের মধ্য থেকে হুল্লোড় উঠলো। ওদের হৈ হৈ ছাপিয়ে আবারো শোনা গেল মার্শালের কণ্ঠ, 'গ্রেজ এর ধ্বংসের সময় উপস্থিত।' আবারো উত্তেজিত ধ্বনি উঠলো ভিড়ের মধ্য থেকে। মার্শালের বাম হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আর্থারের গুলী লেগেছে নিশ্চয়ই। ওর চেহারা একটু ফ্যাকাশে বোধ হচ্ছে। 'প্রত্যেকটা বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে এবং নাগরিক সব ক'জনকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে এদিকে। তবে, কেউ শান্তি বিঘ্নিত না করলে তার কোন ক্ষতি করবে না।'

'আর যদি কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করে?' জিজ্ঞেস করলো করলো ডেপুটিদের একজন।

'গুঁড়িয়ে দেবে একেবারে।' হুঙ্কার দিলো শেরিফ, 'সেক্ষেত্রে কাউকে জীবিত না পেলেও চলবে আমাদের। পুরুষ-নারী, যুবক-যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ, কাউকেই ছাড়বে না। স্রেফ ধ্বংস করে দেবে।

এখনই গুলী করে মার্শালকে শেষ করে দেবার জন্য হাত নিশপিশ করছে জনের। কিন্তু, ওর রিভলবারের গুলী এতদূরে পৌঁছুবে না। তাছাড়া, এখন একটা গুলী করা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। উইনচেস্টার রাইফেলটার জন্য আফসোস হচ্ছে ওর। অবশ্য শেরিফ কোয়াড ওর শিকার নয়। ওর কাজ আছে অন্য। সেদিকে নজর না রাখলে ওদের সত্যি-সত্যিই বিপদ ঘটতে পারে। এখন কোন রকম ভুল করা চলবে না।

'তাহলে, সবাই কাজে নেমে পড়ো,' নির্দেশ দিলো কোয়াড

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, চারদিকে ছড়িয়ে পড় তোমরা। তবে একটা কথা খেয়াল রেখো, স্টোরগুলো পুড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। কারণ, দামী জিনিষগুলো আমাদের কাজে লাগবে…'

'কোয়াড!' শেরিফ কোয়াড, শুনতে পাচ্ছো আমার কথা!'

'কে ডাকে আমাকে!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো শেরিফ। এদিক ওদিক দেখছে ও।

'এদিকে তাকাও মার্শাল, এই যে আমি।' জন ওয়েব বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ওর হাতের রিভলবার তাক করা আছে শেরিফের দিকে। ওকে দেখা মাত্র কোয়াডের কয়েকজন চ্যালার হাত চলে গেল রিভলবারের বাটে।

গর্জে উঠলো জন, 'খবরদার কেউ অস্ত্র তোলার চেষ্টা করবে না। বরং, তার আগে আমার কথাগুলো শুনে নাও সবাই। মার্শাল, তুমিই ওদের নিরস্ত্র হতে বল, নইলে বিপদ হয়ে যাবে!'

'ওদের আমি কি বলবো রে কুত্তার বাচ্চা! তোর স্পর্ধা তো কম নয়,' ক্রোধে শেরিফের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে।

'বয়েজ…'

মাথা ঝাঁকালো জন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের জেনারেল স্টোরের ছাদের উপর থেকে একই সঙ্গে দুটো রিভলবার গর্জে উঠলো। একই সাথে শোনা গেল বুড়ো জর্জের কণ্ঠ, 'একটুও নড়বে না' নইলে মারা পড়বে সবাই।' রোজের মৃত্যুর পর জর্জ সোমস কাহিল হয়ে পড়েছিলো। ওর কণ্ঠস্বরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, এখন আবার আগের মতেই শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ। চোখ দুটো জ্বলছে ওর। বারো জোড়া চোখ ঘুরলো ঝটিতি ওর দিকে। একটু বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সবাই।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বুড়ো। ওর ডান হাতে এখন রিভলবারের পরিবর্তে অন্য একটা মারাত্মক জিনিষ। 'দেখতে পাচ্ছো আমার হাতে কি?' সবকটা দাঁত বের করে হাসছে ও।

জর্জ সোমসের হাতে ধরা জিনিষটাকে চিনতে কারো ভুল হল না। ওর হাতে তিনটি ডিনামাইট স্টিকের একটা বাণ্ডিল। ফিউজ বাতাসে দুলছে, শুধু আগুন ধরিয়ে দেয়ার অপেক্ষা। খুব ধীরে-সুস্থে হোলস্টারে রিভলবারটা ঢুকালো সোমস! দেখে মনে হচ্ছে পুরো পরিস্থিতিকেই খুব হালকা ভাবে নিয়েছে ও। পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বের করলো। গলা চড়িয়ে বললো, 'শুধু একটা কাঠি জ্বালানোর অপেক্ষা। তারপর, আমি এই বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে দিলে ওয়েব ছাড়া বাকি সব ক'জন মারা পড়বে। লাশ চিনতেও অসুবিধে হবে তোমাদের বন্ধুদের। এখন বুঝতে পারছো তো, আমার কথা?'

রাগ চাপতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে কোয়াড। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'কি চাও তোমরা?' গর্জে উঠলো ও।

'আমি বলছি,' কথা বলে উঠলো জন ওয়েব। তবে নিজের জায়গা ছেড়ে একটুও নড়লো না। 'আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী লড়াই হবে, কোয়াড। দুটো রিভলবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে কথা বলবে…'

'তুমি বলতে চাচ্ছো, আমার আর তোমার লড়াই…' কথা শেষ করতে পারলো না কোয়াড।

'ভুল বুঝলে কোয়াড,' ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললো জন, 'আমি তোমাকে একটা কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু মনে করি না। তুমি তো

পেছন থেকে গুলি চালাতে অভ্যস্ত। কিন্তু, আমাদের ব্যাপার আলাদা। আমরা লড়ি বীরের মতো, মরলেও, বীরের মতোই মরি।'

'হ্যাহ্···। বড়ো লম্বা লম্বা কথা শোনাচ্ছে যে!—বক্তৃতা দেবার রোগে পেয়ে বসলো নাকি?' কণ্ঠে স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে শেরিফ কোয়াড। তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠলো।

'পছন্দ হলো না আমার কথা,' বললো জন, 'ঠিক আছে, আরেক জনের কথা নিশ্চই পছন্দ হবে···'

রীতিমতো চাঞ্চল্য জেগে উঠলো শেরিফ এবং তার চার-পাশ ঘিরে থাকা লোকজনদের মধ্যে। কিন্তু, জন ও জর্জ সোমসের মধ্যে কোন রকম চাঞ্চল্য নেই। স্থির, অবিচল দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এমন সময় নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠ ধ্বনিতেই বোঝা যায়, এই কণ্ঠ অনেক লোকের সামনে বক্তব্য রেখে কথায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'একজন সত্যিকারের মানুষের মুখোমুখী হতে ভয় করছে নাকি; মার্শাল?'

ব্যাংকের কোণার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আর্থার, যাতে সবাই দেখতে পায় ওকে। অপরাহ্নের সূর্যের আলো ওর রিভলবারের চকচকে অথচ গম্ভীর ব্যারেলে লেগে ছিটকে পড়ছে চারদিকে। আর্থারের যাজক চেহারায় এখন ধারালো ক্ষুরের মতো ক্রোধ। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। 'কি, মার্শাল! ওয়েবের প্রস্তাবে রাজী তো, নাকি ভয় পাচ্ছো? তুমি আমার, আগেই বলে রেখেছি ওয়েবকে। সাহস থাকলে মুখোমুখি হও!'

মিন্ট কোয়াড ওর বাঁ হাতটা তুললো একটু ওপরে, যাতে সবাই দেখতে পায়। ওর কালো শার্টের প্রেক্ষাপটে সাদা ব্যাণ্ডেজ আরো ভয়াবহ দেখাচ্ছে। শেরিফের হাতে বেশ ভালো রকমের ক্ষত হয়েছে বলে বোঝা যায়। দুই পা সামনে বাড়লো ও,'তুমি সত্যিকারের বীরের মতো লড়াইয়ের কথা বলছো, কিন্তু···'

'বাঁ হাত দেখিয়ে লাভ কি, মার্শাল ?' আর্থার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'তুমি তো ডানহাতি। হোলস্টারটা তো ডানদিকেই দেখতে পাচ্ছি, এখন আর কথা বাড়িয়ো না, শেষে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলবো।'

'ও ঘাবড়ে গেছে আর্থার,' জন ওয়েব বললো। 'যাকগে, আর কথা নয়। কোয়াড তৈরি হও। আর ডেপুটদের বলছি, সাবধান, কোন চালাকি নয়। বাড়াবাড়ি করলে ডিনামাইটের বাণ্ডিল গিয়ে পড়বে তোমাদের ওপর। জর্জ এব্যাপারে একটুও ভুল করবে না। এটা তোমাদের শেরিফের খেলা, ওকেই খেলতে দাও। বেচাল দেখলে 'গুডবাই' বলে কেটে পড়বে।'

'আর্থারই···শেষ পর্যন্ত আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারলো না শেরিফ।

'হ্যাঁ, আর্থার।' শেরিফের না বলা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে যেন ওয়েব, 'ওর হাতে রিভলবার দেখে অবাক হয়েছো, তাইনা ? অবাক হওয়ার কিছুই নেই। রোজের মৃত্যুই ওর হাতে রিভলবার তুলে দিয়েছে। এখন ওর নিশানা যাচাইয়ের সময়। আর্থার তোমার কাছ থেকে ঠিক তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কোয়াড, তুমি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে

যাবে। হাতের কোন অস্বাভাবিক নড়ন-চড়ন চাই না। আমি বললে পর রিভলবারের দিকে হাত বাড়াতে পারবে তুমি ঠিক আছে?'

'ইণ্ডিয়ানদের মতো ডুয়েল লড়াতে চাও আমাকে?' একটু দমে যাওয়া স্বরে বলছে কোয়াড, 'কিন্তু, এসব করে কি পাব পাবে তুমি?'

'সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না,' ধমকে উঠলো জন ওয়েব' 'এখন চাল আমাদের হাতে। যে ভাবে বলি, সেটাই করতে হবে তোমাকে বা তোমাদের সঙ্গীদের। এর মধ্যে—আর কোন কথা চলতে পারে না। রেডি, আর্থার?'

'মার্শাল কোয়াড, নাও, এখন তোমার পালা,' বললো আর্থার গম্ভীর কণ্ঠে।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে নড়ছে মার্শালের দুই চোয়াল, যেন শক্ত কোন মাংসের টুকরো চিবুচ্ছে মুখের পেশীগুলো কাঁপছে থর থর করে। ওর লোকজন থেকে পাঁচ ফুট সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেরিফ তবে ওর বিপদে কেউ কোন রকম ঝুঁকি নেবে বলে মনে হচ্ছে না। ঠিক ইঁদুর ধরা কলে আটকা পড়ার মতো অবস্থা হয়েছে ওর। মূর্তির মতে দাঁড়িয়ে আছে ওর সঙ্গীরা। এতক্ষণ জন ওয়েবের দিকে মুখ করে ছিলো কোয়াড। এখন ও আর কোন উপায়ন্তর না দেখে ঘুরলো আর্থারের দিকে। তারপর পা বাড়ালো রোবটের মতো। একবার ডান পা, তারপর বাঁ পা, এইভাবে।

চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। একটা পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যাবে যেন। জন ওয়েব নিজের নিঃশ্বাস এবং হৃদপিণ্ডের শব্দ

পাচ্ছে স্পষ্টভাবে। কোয়াডকে নির্দেশ দিলো ও, 'এগিয়ে যাও মার্শাল। পা ফেলতে লজ্জা লাগছে না কি!'

'হ্যাঁ, এসো মার্শাল, আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে, ধীর কণ্ঠে বললো আর্থার।

আরো দুই পা এগুলো কোয়াড। বিচলিত স্বরে বললো, 'বুঝতে পারছি না, রেভারেণ্ড, আমাকে নিয়ে কি করতে চান!'

'ঠিকই বুঝতে পারছো! বুঝতে না পারার ভান কোরো না! তাছাড়া, এখন, এতোসব কথা বলেও লাভ নেই।'

আরেক পা এগুলো মার্শাল, 'ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করছেন। কিন্তু, সত্যি বলছি, আমি এর জন্যে দায়ী নই, ঈশ্বরের দিব্যি!'

'শার্ট আপ!' ধমকে উঠলো আর্থার। এবার ও এগুতে শুরু করলো ছোট অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে। 'বদমাশ, ঈশ্বরের তুমি কি বুঝো! ওই নোংরা মুখে ঈশ্বরের নাম নিও না। আমার স্ত্রীর বুকে ছুরি ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দেয়ার সময় তোমার ঈশ্বরের কথা মনে ছিলো না!'

জিভ বের করে ঠোঁট দুটো চাটলো কোয়াড। এখন ওকে আরো বিচলিত দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জিভেও কোন প্রাণ নেই। 'বুঝতে পারছি, আপনি একেবারে মনস্থির করেই এসেছেন, আমার কোন কথা শুনবেন না। কিন্তু, রেভারেণ্ড, আপনার এইরূপ কেমন যেন দেখাচ্ছে। নিজেই প্রতিশোধ নিতে চান! কোন রেভারেণ্ড কি এমন কাজ করতে পারে? এটা তো খ্রীষ্টানদের ধর্ম নয়! আমার মনে হয়, আপনাদের ধর্ম-

গ্রন্থে এরকম প্রতিশোধের কথা বলা নেই। মানুষ হত্যা তো মহা-পাপ, রেভারেণ্ড!'

জন খুব সাবধানে লক্ষ্য করছে আর্থারকে। কোন প্রতিক্রিয়া হলো কি না ওর মধ্যে, সেটা লক্ষ্য করছে জন। আর্থারের মুখভাব পাল্টে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, দেখলো জন। আর্থার আর কোয়াড এখন প্রায় মুখোমুখী। ওদের মধ্যে দূরত্ব বড় জোর কুড়ি গজ হবে। ধীরে ধীরে একে অন্যের দিকে এগুচ্ছে, দূরত্ব আরো কমে আসছে। আর্থার এরই মধ্যে ওর রিভলবার রেখে দিয়েছে হোলস্টারে। দু'জনেরই হাত হোলস্টারের কাছাকাছি দুলছে।

'একবার ভেবে দেখুন রেভারেণ্ড, যা করতে যাচ্ছেন, ঠিক হচ্ছে কি না!' অনুনয়ের স্বরে কথা বলছে মার্শাল কোয়াড।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছে আর্থার। কোনদিকেই তার কোন নজর নেই। আরো দুই পা এগুলো ও শেরিফের দিকে। শেরিফ ও তাই। দুই পা এগিয়েই মার্শাল একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ওর ডান হাত কোল্টের বাট থেকে তিন ইঞ্চি দূরে স্থির হয়ে আছে। তবে এখনো ও, রিভলবার তুলে গুলী করার জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি। ওর চেহারায় অদ্ভুত ভাবের খেলা। আবারো কথা বলে উঠলো, 'রেভারেণ্ড আর্থার, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আপনি হোলস্টার পরেছেন! তাতে রিভলবারও আছে!'

'এখন বিশ্বাস করে ফ্যালো, তাহলেই হয়!' সম্মোহিতের মতো কথা ক'টা বললো রেভারেণ্ড।

'আমার ধারণা, আপনি আপনার স্ত্রীকে খুবই ভালবাসতেন।

ওকে আবার দেখতেও চান হয়তো!' হাল ছাড়ছে না কোয়াড। আর্থারের চেহারা হঠাৎ করে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। শুধু দুই গালে খানিকটা জায়গা রক্তাভা। আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করলো, 'হ্যাঁ, ওর অন্যেষ্টিক্রিয়া···'

আমি অন্যেষ্টিক্রিয়ার কথা বলছি না, রেভারেণ্ড!' শেরিফের চোখে-মুখে শয়তানী ফুটে উঠেছে।

জন ওয়েবের এখন আর বুঝতে বাকী নেই, কি করতে চায় শয়তানটা। ও রেভারেণ্ডকে এমনি সব কায়দা করে সরিয়ে দিতে চায় পথের সামনে থেকে। তারপর, ও জনকে পাবে একা। নাঃ, হতে দেয়া যায় না এটা, ভাবলো ও। 'বকবক করছো কেন মার্শাল! ওসব না করে রিভলবারে হাত দাও,' প্রায় গর্জে উঠলো জন।

কিন্তু, মার্শাল যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি। ও আর্থারের দিকে চেয়ে আলোচনার ভঙ্গিতে কথা বলে চলেছে, 'আপনি এর আগেও অবশ্য খুন করে ফেলেছেন। সিম আর বার্ট মারা গেছে আপনারই রিভলবারের গুলীতে। তবে ওটা করেছেন আপনি আত্মরক্ষার জন্যে। ঠিক, আপনার জীবন রক্ষার জন্যে নয় বরং জন ওয়েবের জীবন রক্ষার জন্যে। সুতরাং, ওই জন্যে আপনি নরকে যাবেন না। কিন্তু, এখন আমাকে গুলী করলে, সেটা হবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। আর কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলে আপনার নরক আর ঠেকায় কে?'

'ওর কথায় কান দিও না আর্থার!' চেঁচিয়ে উঠলো জন ওয়েব, নিজের জায়গা থেকে। 'ওকে গুলী করো! গুলী করো!'

'আমি আজ কিছুতেই রিভলবারে হাত দেবো না,' বলে চলেছে শেরিফ। 'সুতরাং, আমাকে গুলী করলে স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হবে। ওদিকে আপনার স্ত্রী স্বর্গে বসে আপনার কাণ্ড দেখছে, আর আপনি···'

'ওঃ জেসাস!' প্রায় ককিয়ে উঠলো আর্থার। এতোক্ষণে সত্যিই ওর মনঃসংযোগ নড়িয়ে দিতে পেরেছে শেরিফ।

'সাবধান, আর্থার! সামনের দিকে দ্যাখো,' চিৎকার করে বললো জন আবারো।

জনের সাবধান বাণী পৌঁছালো না আর্থারের কানে। চোখ তুললো ও ওপরের দিকে। সম্ভবতঃ স্বর্গে রোজ সত্যি সত্যিই ওর পথ চেয়ে বসে আছে কিনা তা দেখার জন্যেই, ও ওপর দিকে তাকিয়েছে। ওটাই ছিলো আর্থারের জীবনের শেষ ভুল। এতো-দূর থেকে জনেরও কিছু করার নেই। বিশেষ করে শেরিফকে ঠেকাবার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না ও। মার্শালের হাত বিদ্যুৎ চমকের মতো নামলো আর উঠলো। অপরাহ্নের রোদে ঝিক করে উঠেছে ওর রিভলবার। আর্থারও নিজের ভুল বুঝতে পেরে মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হলো। কিন্তু, ততোক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। ও কেবল মাত্র একটা রিভলবার বের করতে সমর্থ হয়েছে ওর হোলস্টার থেকে, ঠিক এমন সময় গর্জে উঠলো কোয়াডের রিভলবার। আর্থারের ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে ঢুকলো গুলী। বেশ জোরেশোরে ঝাঁকি খেলো আর্থারের দেহ। দ্বিতীয় গুলীটাও বিঁধলো বুকে, ফুসফুস ভেদ করে বেরিয়ে গেলো ওটা। রিভল-বার ধরা হাতটা আর তুলতে পারছে না আর্থার। একদিকে হেলে

পড়েছে ও, অনেক কষ্টে বললো, 'তু···মি···'

'হ্যাঁ, আমি, মাই ডিয়ার রেভারেণ্ড! এখন কেমন লাগছে?' হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়লো মার্শাল কোয়াড। একটু স্থির ভাবে আবারো গুলী চালালো আর্থারকে লক্ষ্য করে। একটু একটু টললেওআর্থার এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ শক্তি তোমার গায়ে তাই না? বড়ো বেশী সাহস দেখিয়ে ফেলেছো তুমি! তবে ধর্মগ্রন্থ পড়তে পড়তে মাথার খোলটা যে শূন্য হয়ে গেছে সেটা বোধহয় বুঝতে পারোনি? এখন মজা কেমন? হেই—ছেলেরা···' পেছনে ফিরে ওর সঙ্গীদের ডাকলো শেরিফ।

ভিড়ের মধ্য থেকে উল্লাস ধ্বনি উঠলো। এতক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। এখন আবার সবার হাতে অস্ত্র চলে এসেছে। 'ধরো শালাকে! শালা ধর্ম ব্যবসায়ী!' কোয়াডের কণ্ঠ থেকে বিজাতীয় ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে। 'দাঁড়িয়ে আছো কেন? এদিকে আমি বকে বকে মরছি, আর ওনারা সব মজা দেখছেন।'

'এবার আমরাও মজা দেখাচ্ছি, বস, আমাদের রেভারেণ্ডকে!' ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো।

এক সাথে ছয় সাতটা রিভলবার গর্জে উঠলো। সব ক'টা বুলেট আর্থারকে মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরেছে। ওর দেহ কেবল ঝাঁকি খেয়ে চলেছে। ওর চোখ-মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে। মৌ-মাছির মতো বুলেটের কামড় যেন আর সইতে পারছে না ও। জন ওয়েব কিছুই করতে পারছে না এতোদুর থেকে। হাত নিশ-পিশ করছে ওর, কিন্তু, কিছুই করার নেই। এবার জন সটান শুয়ে

পড়েছে মাটির ওপর,সম্ভাব্য হামলা থেকে বাঁচার জন্যে। ও তাকালো সামনের দিকে। মুহূর্তের জন্যে আর্থারের চোখের ওপর পড়লো ওর দৃষ্টি। আর্থারের চোখ কাঁচের মতো নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে। শেষবারের মতো ঝাঁকি খেয়ে উল্টে পড়লো মাটিতে। ওর দেহ মাটি ছোঁবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জর্জের ছুঁড়ে দেয়া ডিনামাইটের বাণ্ডিল গিয়ে পড়লো ভিড়ের ঠিক মাঝখানে। ভয়ংকর শব্দে বিস্ফোরিত হলো। ডিনামাইটের বাণ্ডিল উড়ে আসার সময় একমাত্র কোয়াডেরই চোখের কোনে ধরা পড়েছিলো। ও ভিড়ের মধ্য থেকে সরার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলো না। বিকৃত স্বরে গালাগাল করে উঠলো ও।

জায়গাটায় ধূলোর একটা স্তম্ভ উঠে গেল ওপরের দিকে, সেই সঙ্গে ঘন কালো মেঘের মতো ধোঁয়া।

মাটি কেঁপে উঠলো থর থর করে। জন ওয়েব মাটি কামড়ে পড়ে থাকার মতো শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। ওর শার্ট পতাকার মতো পত পত করে উড়তে লাগলো। শব্দের চোটে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। আর্থার গুলী খাওয়ার সাথে সাথেই জন বুঝতে পারছিলো এবার কি ঘটতে যাচ্ছে। ও জর্জ সোমসের দিকে তাকানোর বা কোন রকম সিগনাল দেয়ার ও প্রয়োজন বোধ করেনি। মাথার ওপর ঝর ঝর করে মাটি, পাথরের কণা পড়তে লাগলো বৃষ্টির মতো। মাথা তুললো জন, দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, এদিক-ওদিক হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মৃতদেহ। কয়েকটার হাত-পা বা মাথা ছিঁড়ে উড়ে গেছে। বীভৎস দেখাচ্ছে সব কিছু। এগুলো

ছাড়া কয়েকটা ঘোড়া ও পড়ে আছে হাত পা ছড়িয়ে। কিছু মৃত-দেহ বিস্ফোরণ স্থলের কাছাকাছি, কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়েছে। ডিনামাইট যেখানে বিস্ফোরিত হয়েছিলো, সেখানটাই একটা বড়োসড়ো গর্ত মুখ হাঁ করে আছে। গর্তটা কম করে ও দশ ফুট চওড়া আর দুই ফুট গভীর হবে। ওর ঠিক উল্টো দিক থেকে থেকে কয়েকজন জীবন্ত মানুষ ছুটে আসছে। সবার মুখেই হাসি, কারো কারো মুখ চারকোনা আকৃতি ধারণ করে গেছে ইতি মধ্যেই।

চোখে গোলমাল দেখছে না তো, ভাবছে জন ওয়েব। মাথা ঝাঁকালো ও ভালো করে। কিন্তু না, অনেক মানুষের পদ-ধ্বনি, কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। চোখ দুটো কচলালো ও ভাল করে। এখন আরো পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে সব। শহরবাসীরা ছুটে আসছে ওরই দিকে। সবার মুখেই হাসি। কণ্ঠে উল্লাস ধ্বনি।

'হুররে,' চিৎকার করে উঠলো একজন, 'লোকটা বেঁচে আছে, যাক, কোন চিন্তা নেই তাহলে।'

'আমরা সব কিছু জানতে পেরেছি,' আরেকজন বলে উঠলো জনের সামনে এসে।

'আমাদের শহর এখন নিরাপদ,' আরেকটি কণ্ঠ শোনা গেল, 'জনকে ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকালো আবারো জন। সবকিছু গোলমাল মনে হচ্ছে ওর কাছে। ভুল দেখছে বা শুনছে যেন, ও সবকিছু। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গীতে উঠে বসার চেষ্টা করছে ও। এখনও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে আছে। ওর কাছে সবার আগে পৌঁছুলো

জর্জ সোমস।

জনের পিঠে ধাক্কা দিয়ে জর্জ সোমস জিজ্ঞেস করলো, 'কি কোন অসুবিধে হচ্ছে না কি?'

'নাঃ।' কোন রকমে উঠে বসলো জন। আসলে কয়েক দিনের বিরতিহীন শ্রম, একটু আগে আর্থারের মৃত্যু, সবশেষে বিস্ফোরণ সব কিছু মিলিয়ে ওর মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। এতেই আরো বেশী কাহিল হয়ে হয়ে গেছে জন। আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমি তো ভালই আছি, আপনি?'

'আমিও ভালোই,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জর্জ সোমস। 'বেচারা আর্থার, ওকে বাঁচাতে পারলাম না। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার। প্রথমে গেল মেয়েটা, তার পর জামাই। কি করবো, বাঁচাবার কোন পথই ছিলো না যে…'

জন দেখলো, বুড়োর দু চোখ লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। গালের পেশীগুলো কাঁপছে থির থির করে। এখনই না থামাতে পারলে বুড়ো কেঁদে ফেলবে। গত কয়েকদিনে এই প্রথম জর্জকে ভেঙ্গে পড়তে দেখছে জন। ও মাথা নাড়লো ধীরে ধীরে, কষ্ট পাচ্ছে জন নিজেও, 'আমারও দুঃখ হচ্ছে, আর্থারের জন্যে। এত শক্ত মানুষটাকে ছোট্ট এক দুর্বলতায় পেয়ে বসেছিলো, আমার বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু, কি আর করা যাবে! ইশ্বর ওকে শান্তি দিন!' হঠাৎ জনের চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে গেল, 'গুড গড!'

শহরের দোকানদাররা, অনেক নারী পুরুষ নাচতে নাচতে আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। প্রধান সড়কের ওপর একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসছে ওরা দল বেধে। মেয়েরা নাচছে, ছেলেদের কারো

কারো মুখে মাউথ অর্গান সুর তুলে যাচ্ছে অবিরত। এখনও দলটা দূরে আছে। অনেকগুলো শিশু ও আছে দলটার সাথে। ওরা ও নাচছে ওদের বাবা-মাদের সাথে। প্রায় সব পরিবারই বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। ওদের সামনেই সব মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে। কিন্তু, ওদের কোন বিকার নেই এতে। ছেঁড়া খোঁড়া মৃতদেহ ও ওদের মনে কোন রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। ওদের বুকের ওপর যেন পাথর চাপা ছিলো। এতোদিনে যেন ওই পাথর সরে গেছে।

কিন্তু, জন এসব দেখছেনা। ওর চোখ আরো সামনে। মাথা বাঁচাতে গিয়ে হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছে ও। শহর বাসীর কারো ওদিকে চোখ নেই। ওর চার পাশে কয়েক জন গন্য মান্য শহর বাসীর ভিড়। জনের ডানেই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন শহরের সবচেয়ে অভিজাত ব্যাংকের ব্যাংকার। ওদের পেছনে, জেলহাউসের পেছনে দেখা গেল এক ভয়ংকর দৃশ্য। জনের বুক কেঁপে উঠলো। দশ জন লোক হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই শর্ট-গান।

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো জন। ব্যাংকার হাত বাড়িয়ে ছিলেন সাহায্যের জন্যে। কিন্তু, জন এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো সাহায্যের জন্যে বাড়িয়ে দেওয়া হাত। দৃশ্যটা চোখে পড়তেই আবার শরীরে হারানো শক্তি ফিরে পেয়েছে যেন। চিৎকার করে উঠলোও, 'সাবধান, সাবধান,। কোয়াডের দলের লোকজন বেঁচে আছে। এই এখনো গ্রুপটার অস্তিত্বের কথা জানতামও না আমি!' ওর দৃষ্টি অনুসরন করে ব্যাংকারও চমকে উঠলেন,

আমরা তো খেয়ালও করিনি !'

জন ঝট করে দুটো রিভলবারই বের করে হাতে নিলো। ওর এক হাতে অ্যালেন অ্যাণ্ড হুইলক। অন্য হাতে একটা কোল্ট। রিভলবার দুটোর হ্যামার টানলো ও দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে। হিস হিস করে বললো, 'দলটার ডানদিকের লোকটাই সম্ভবতঃ লীডার। কেউ চেনেন ওকে ! ওর চোখ দুটো উত্তেজনায় থম থম করছে।

'ও, ওই চিকন-চাকন লম্বা মুখো লোকটার কথা বলছেন ?' ব্যাংকার কথা বলে উঠলেন, 'ওকে আমি চিনি ভালো করেই। কারণ বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল আমাদের। ওকে একবার লোনও দিয়েছিলাম আমি। নাম মোজাভিক ক্লার্ক।'

ব্যাংকারের কথায় চমকে উঠলো জন। নামটা শোনার সংগে সংগে ওর পিঠে যেন চাবুকের বাড়ি পড়লো। চোখে ধ্বক করে উঠলো আগুন; প্রতিশোধের। বোন গার্থার কথা মনে পড়ে গেল, ওর মুহূর্তে। চোখ বুলালো ও পুরো দলটার দিকে। একেবারে বাম পাশের লোকটার টুপিতে তারকা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। লোকটা একটু মুখ তুলতেই চিনতে পারলো ও, ডেপুটি শেরিফ হ্যারী। জনের পিঠ খামছে ধরলো জর্জ। ফিস ফিস করে বললো, 'ওই লোকটাই আমাকে মেরেছিলো···

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো জন। ও ভালো করেই চেনে হ্যারীকে। তাছাড়া বুড়ো জর্জের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে ও, একথা আগেই জেনে গেছে, কথায় কথায়। হঠাৎ করে চোখ পড়লো, জর্জের দু'হাতেও দুটো রিভলবার। জনের চোখ হাতে

ধরা রিভলবারের ওপর পড়তে দেখে বুড়ো তাড়াতাড়ি বললো, একটা আমার। আরেকটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

পিঠ চাপড়ে দিলো জন। বললো, 'ভালোই করেছেন। খুব দরকার হবে এখন, ও গুলোর। আপনার ডিনামাইট কোয়ার্ডের দলের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিলেও, ভয়ংকর লোকজন এখনো রয়ে গেছে গুলীর শব্দে চমকে উঠলো। এতো তাড়াতাড়ি ওরা গুলী শুরু করবে ভাবেনি ও। এখনো ওদের দুরত্ব কম নয়।

না, মোজাভিক ক্লার্কের দলের দিক থেকে গুলী হয়নি। উৎসব উল্লাস-মুখর লোকের ভিড় থেকেই গুলী হয়েছে। একজন লোককে দেখতে পেল জন, রিভলবার হাতে রয়েছে, তবে নলটা ওপরের দিকে। ওরা জনের কাছাকাছি চলে এসেছে। যথাসম্ভব জোরে চিৎকার করে উঠলো জন, 'এই যে তোমাদের কাছে রিভলবার আছে দেখছি!'

'হাঁ, আমরা আনন্দ করছি গুলী ফুটিয়ে। আজ আমাদের বিজয়ের দিন,' লোকটাও সমানে চিৎকার করে জবাব দিলো। ওর সারা মুখে হাসি। জনের কথার অর্থ বুঝতে পারেনি লোকটা। তাছাড়া মাউথ অর্গানের শব্দ, গান, উল্লাস সবকিছু মিলিয়ে চারিদিকে কেবল হৈ-চৈ হচ্ছে। এর মধ্যে মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল, কিছু বুঝতে বা শুনতে যাওয়া তো আরো কষ্টকর ব্যাপার। আরেকজন জনের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা উৎসব করছি, বিজয় উৎসব।'

'আরে বেকুব কোথাকার', মুখ শক্ত করে গালাগাল দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'চেয়ে দ্যাখ কি হচ্ছে!'

কিন্তু, সাবধান হওয়ার সময় কেউ পেল না। শট-গানের বিকট গর্জনে চারিদিক কেঁপে উঠলো। সব হৈ চৈ ছাপিয়ে শোনা গেল শট গানের গুলীর শব্দ। প্রথম গুলীর ধাক্কা লাগলো এক মহিলার পিঠে। গুলীর ধাক্কায় মহিলা কয়েক গজ হেঁটে চলে এলো সামনের দিকে। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটির ওপর। কোন শব্দ করার অবকাশ পায়নি ও। পিঠ থেকে শুরু করে কোমর পর্যন্ত রক্তে ভেসে গেছে। গ্রীনারের গুলীর শব্দে সচকিত হয়ে উঠলো সবাই। চরম বিশৃংখলা শুরু হয়ে গেল চারদিকে। কেউ কেউ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেও অধিকাংশই গুঁতো গুঁতি শুরু করে দিলো চারদিকে পালাবার জন্যে। মেয়েদের কারো কারো তীব্র আর্তনাদ বিদীর্ণ করতে লাগলো চারদিক। পুরুষদের অধিকাংশই গালাগাল দিয়ে ভূত তাড়িয়ে দেওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই সাথে চলছে ওদের হাত-পা উদ্দেশ্য হীনভাবে। টুইডের নিকাব পোকার পরা একটি ছেলের গায়ে চোট লাগলো। তাল সামলাতে পারলো না ও আর, নাক-মুখ গুঁজে পড়লো মাটিতে। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো ও। ওর পিঠের ওপর পা দিয়ে চটকে দিয়ে যাচ্ছে লোকজন। ছেলেটির হাত ধরা ছিলো ওর তরুণী বোনের হাতে। মেয়েটি ভিড়ের মধ্য থেকে তার ভাইকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। ওর চেহারায় আতঙ্কের ছাপ। এবার হ্যারীর গ্রীনার গর্জে উঠলো। বোন আর ভাইকে খুঁজে পেল না। হ্যারীর শর্ট গানের গুলী মেয়েটার মাথা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটার প্রাণহীন দেহ ধপাশ করে আছড়ে পড়লো মাটিতে। ঠিক ওর ভাইয়ের পাশে।

গলার কাছে ওর গাউনটায় রক্তের ছিটে। ছেলেটার দেহেও আর প্রাণ অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না।

'ক্রাইস্ট!' চিৎকার করে উঠলো জর্জ সোমস। 'কি বীভৎস দৃশ্য!' শিউরে উঠেছে ও। ওদিকে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

জর্জ, প্লিজ!' চেঁচিয়ে উঠলো জন। ওর কথা শুনে থমকে দাঁড়ালো জর্জ সোমস। জন বলছে, 'ওদিকে যাবেন না। গেলে অসহায়ের মতো মারা পড়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না।' নিজেকে সংবরণ করলো জর্জ, জনের কথা শুনে।

কথা ক'টা বলেই জন আর দেরি করলো না। বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিল্ডিংয়ের আড়ালে চলে গেল। ওদিকে রাস্তায় অনবরত মৃত্যুর খেলা চলছে। শহরবাসীদের কেউই গুলীর পাল্টা জবাব দিতে পারছে না। সবাই প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতেই ব্যস্ত। কেউ কেউ রাস্তার ওপরই পড়ে থাকা ছোট পাথরের আড়ালে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কেউ পালাতেও পারছে না। একটার পর একটা গুলী এসে কেবল প্রাণ সংহার করে যাচ্ছে। কেউ প্রাণ হারিয়েছে সাথে সাথেই, আবার কেউবা পড়ে কাতরাচ্ছে, আর গুনছে মৃত্যুর সমন। বিল্ডিংয়ের আড়ালে গিয়ে একটু মাথা বের করলো জন। পরিস্থিতি অনুধাবন করার চেষ্টা করছে ও। সেই সাথে ভাবছে, কি করে এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পওয়া যায়। শহরের নাপিতকে চিনতে পারলো জন। লোকটার হাতে একটা ছোট্ট ডেরিঞ্জার। ছুটতে ছুটতে কি মনে করে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। ডেরিঞ্জার তুলে তাক করলো হামলাকারীদের দিকে। কিন্তু, গুলী ছুঁড়তে পারলো না ও।

একটা শর্টগানের গুলী এসে লাগলো ডান হাতের কব্জিতে। পিস্তল সহ কব্জি থেকে হাত ছিঁড়ে নিয়ে গেল গুলীটা। লোকটার ডান পাশের কয়েক হাত দুরে গিয়ে পড়লো কাটা হাতটা। ওটায় এখনোও ধরা আছে পিস্তল দৃঢ় মুষ্ঠিতে। নাপিত লোকটা চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে হাতের কর্তিত অংশের দিকে। মুহূর্ত মাত্র, আরেকটা গুলী এসে লাগলো ওর বুকে। ধড়াশ করে আছড়ে পড়লো ওর দেহ। ধরপড় করলো কয়েকবার। তারপর স্থির হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার পাশে এসে আছড়ে পড়লো এক বৃদ্ধার দেহ। বৃদ্ধার স্থূল দেহ ছটফট করছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। পেটের ঠিক মাঝখানটায় লেগেছে গুলী। বৃদ্ধা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেছে ক্ষতস্থান। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে রক্তের ধারা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে পরনের কাপড়-চোপড়।

'মা, মা···গো!' ককিয়ে উঠলেন ব্যাংকার। সামনের দিকে ছুটে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু, বাধা পেলেন জর্জের কাছ থেকে। জর্জ ব্যাংকারের বাম হাত চেপে ধরেছেন। ব্যাংকার ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। 'ঠকাশ' করে শব্দ হলো। ব্যাংকারের জ্ঞান-হীন দেহ বস্তার মতো ঝুপ করে পড়লো মাটিতে। জর্জ সোমস কোন উপায়ন্তর না দেখতে পেয়ে রিভলবারের বাট ঠুকে দিয়েছে ব্যাংকারের মাথায়। কানের ওপরের নার্ভ সেন্টারে। কোন শব্দ না করেই জ্ঞান হারিয়েছেন ব্যাংকার ভদ্রলোক।

বুড়ো জর্জও সরে এসেছে জনের কাছে দেয়ালের আড়ালে। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো জন, 'ওদের থামাতেই হবে, যে

করেই হোক। আর এগুতে দিলে জীবিত লোক বলতে কেউ থাকবে না শহরে। তাড়াতাড়ি কোন বুদ্ধি বের করা দরকার।

দন্তহীন মুখের ফোকলা হাসি নিয়ে তাকালো জর্জ জনের দিকে। কোন কথা নেই মুখে।

'কি হলো? এতো হাসছেন কেন?' ধমকে উঠলো জন, 'হাসির মতো কোন কথা বলেছি না কি?'

'না। তবে আমি বলতে চাচ্ছি, 'ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো জর্জ, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার কাছে ব্যবস্থা আছে। বলে ট্রাউজারের পকেট চাপড়ালো ও। মুখে এখনো হাসি।

প্রথমে বুঝতে না পারলেও পকেটের দিকে তাকিয়েই জর্জের কথা বুঝতে পারলো জন। পকেটের মুখ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে স্টিক ডিনামাইটের ফিউজ। পকেটটা ভারী ভারী দেখাচ্ছে। এতোক্ষণ ওটার দিকে চোখ পড়েনি ওর।

আবারো পকেট চাপড়ে এক মুখ হাসি নিয়ে জর্জ বললো, 'মনেই ছিলো না এটার কথা। এখন তোমার কথায় মনে পড়লো। এটা দিয়ে বাকি বদমাশগুলোকে সাবড়ে দেবো, চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'আমাকে দিন ওটা, হাত বাড়ালো জন। 'মাঝখানে নিরীহ লোকজন আছে। ঠিক মতো ছুঁড়তে না পারলে, ওরা মারা পড়বে। আমার হাতে আপনার চেয়েও বেশী শক্তি, সুতরাং, আমাকেই ছুঁড়তে হবে ডিনামাইট।' বেশ খুশী হয়ে উঠেছে জনের মন। এতোক্ষণ অসহায় বোধ করছিলো ও। মনে মনে ধন্যবাদ দিলো জর্জকে।

'আরে রাখো।' প্রতিবাদ জানালো জর্জ সোমস, 'আমাকে আণ্ডার এস্টিমেট করার অধিকার কে দিলো তোমাকে! দেখাচ্ছি এখনই, কি করে কি করতে হয়।'

'ঠিক আছে; ঠিক আছে, যা করার তাড়াতাড়ি করুন,' ধমকে উঠলো আবার জন, 'আপনার বকবকানী শুনতে শুনতে সব লোক সাবড়ে যাবে।'

জনের শেষের দিকের কথাগুলো কানে যায়নি বুড়োর। তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে ও। জন কিছু বুঝে উঠার আগেই জর্জ চলে গেল রাস্তার মাঝখানে। ছুটতে ছুটতে ও চিৎকার করে চলেছে, 'সাবধান, সাবধান! সরে পড়ো সবাই, সাবধান!'

ছোটাছুটি করার কাজে ব্যস্ত খুব কম সংখ্যক লোকই এখন কোন কথা শোনার মতো অবস্থায় আছে। এখনো পাগলের মতো ছুটছে কেউ কেউ। অবিশ্বাস্য ভাবে গুলীর হ ত থেকে বেঁচে যাচ্ছে ওরা। আর কয়েকজন মহিলা চেহারায় রাজ্যের বিষাদ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে কোন না কোন মৃত দেহের পাশে নিশ্চয়ই ওদের খুব প্রিয়জন হবে মৃতরা। জর্জ ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে।

মোজাভিক ক্লার্কের দলবল এরকম ঘটনা বোধহয় আশা করে-নি। বিস্ময় কাটিয়ে শর্টগান তাক করলো ওরা জর্জের দিকে। কিন্তু, জর্জের গতির জন্যেই সম্ভবতঃ অথবা নেহায়েতই বিশেষ সৌভাগ্যের কা ণে ওর গায়ে একটি গুলীও লাগছে না। তবে ওরা অব্যাহতভাবে গুলী চালিয়ে যাচ্ছে; কোন রকম সময় নষ্ট না করেই।

ওদের মধ্যে একজন বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার, বুড়োর মতলবটা কি?'

'দ্যাখো, দ্যাখো, ব্যাটা আমাদের দিকেই ছুটে আসছে, আরেকজনের বিস্ময় ধ্বনি।

যখন ওরা বুঝতে পারলো, কেন জর্জ ওদের কাছে ছুটে আসছে ততোক্ষণে দেরী হয়ে গেছে অনেক। একজন চিৎকার করে উঠলো, 'ওহ্ ক্রাইস্ট, ওতো···' কথা শেষ হলো না, মুখের ভেতর আটকে গেছে। জর্জ সোমস দৌড়াতে দৌড়াতেই ডিনামাইটের ফিউজে আগুন ধরিয়ে নিয়েছিলো। জ্বলন্ত ফিউজ দেখেই লোকটা চিৎকার করে উঠে। জর্জ ছুঁড়ে দিলো ডিনামাইটটা শত্রু লাইনের ওপর। আগের বারের চেয়ে এবারে বিস্ফোরণ একটু কম শুনালেও অনেক বেশী কার্যকর হয়েছে। ওদের কেউ কেউ উঠে পালাতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারেনি শেষ পর্যন্ত। ওপরের দিকে ছিটকে উঠলো কয়েকটা দেহ। ওদের কারো কারো মুখ থেকে কাতর ধ্বনি শোনা গেল। ওই পর্যন্তই।

'ও জর্জ! সুইট জেসাস! উল্লাস-ধ্বনি করে লাফিয়ে উঠলো জন। ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে ওর।

জন ওয়েব চিৎকার করলেও তা ধূলোর ঝড়, রাজ্যের শব্দের মধ্যে চাপা পড়ে গেলো। প্রথম বিস্ফোরণের মতোই প্রথমে আকাশের দিকে একরাশ ধূলো ও পাথর নিঃক্ষিপ্ত হয়েছে, তারপর ওগুলো নেমেছে মাটির ওপর ঝুর ঝুর করে। এদিকে ধূঁয়োর মেঘ চারদিকটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। বাতাসের তোড়ে ধূঁয়োর মেঘ কেটে যাবার পর জন ওয়েব পরিস্কার দেখতে পেলো সবকিছু।

অনেকগুলো লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আর একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে জর্জ সোমস। বুড়ো জর্জ সোমস দুহাত ওপরে তুলে বিজয়ের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে এখনো সেই মধুর হাসি। জন ওয়েব দ্রুত ছুটে গেলো বুড়োর দিকে। বিস্ফোরণের কাছাকাছি পৌঁছে সে সতর্কতার সাথে সব কিছু পরীক্ষা করলো। দেখলো, একজন ডেপুটি শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। ওর প্রাণ এখনো বের হয়ে যায়নি। বুকটা দুফাঁক হয়ে গেছে ওর, ফাঁক দিয়ে নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে আসার উপক্রম। লোকটার চোখে-মুখে স্পষ্ট ভীতি। কোয়াডের সহকারী এই ডেপুটি শেরিফকে জন পূর্বেও দেখেছে। লোকটার দিকে একবারের বেশী দুবার তাকানোর প্রয়োজন বোধ করলো না জন। কারণ আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না লোকটা। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা ওর মনে উদয় হলো। আপাততঃ বিপদ কেটে যাওয়ায় আনন্দে কথাটা প্রায় ভুলতেই বসেছিলো ও। মোজাভিক ক্লার্ক এখন কোথায়?

পাগলের মতো হয়ে উঠলো জন ওয়েব। মোজাভিক ক্লার্কের মৃতদেহ নেই এখানে। সুতরাং পালিয়েছে নিশ্চয়ই।

চারদিক ভালো করে দেখছে জন ওয়েব। হঠাৎ ও ছুট লাগালো কোণাকোণি রাস্তা ধরে। যতোটা দ্রুত সম্ভব ততো জোরেই ছুটছে ও। পা দুটোর বহন ক্ষমতার চরম পরীক্ষা নিচ্ছে যেন জন। দুই বিল্ডিংয়ের ফাঁক দিয়ে ও ছুটে চলেছে, ড্রাগ স্টোরের পেছন দিকে। মোজাভিক ক্লার্ককে ও ওদিকেই অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করেই জন ছুট-ছিলো সোজা মোজাভিক ক্লার্কের পেছন পেছন। জর্জ সোমস

অবাক হলেও পিছু ডাকেনি জন ওয়েবের। কারণ, ও বুঝতে পেরেছে জন ছুটেছে কিসের পেছনে।

পায়ের শব্দে মোজাভিক ক্লার্ক চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। ও-ও জন ওয়েবকে দেখতে পেয়েছে। ঝট করে হাতের গ্রীনারটা তুললো গুলি চালানোর জন্যে। ডাইভ দিয়ে পড়লো ওর ডান-দিকে জন না, কোন গুলী হলো না। খালি চেম্বারে হ্যামার পড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বারবার। মোজাভিক গ্রীনারটাকে বার-বার কক করছে, ট্রিগার টিপছে, কিন্তু, কোন গুলী বেরুচ্ছে না। ও বুঝতে পেরেছে গুলী নেই। গ্রীনার থেকে কোনো গুলী হচ্ছে না দেখে আবারো উঠে ছুট লাগালো মোজাভিকের দিকে জন। এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে মোজাভিক ক্লার্ক। ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গায়। কারণ জানে, পালানোর চেষ্টা করা বৃথা। ও লড়াই করতেই মনস্থ করেছে। ঝট করে রাইফেলের ব্যারেল হাতের মুঠোয় ধরে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরলো গ্রীনারটাকে। ষাড়ের মতো মাথা নিচু করে ছুটে এলো ওর দিকে জন। মোজা-ভিক রাইফেলটাকে লাঠির মতো ধরেছে দেখেও জন থামতে পারলো না। কারণ এখন কোনো রকমেই গতি কমানো সম্ভব নয়। অন্যদিকে হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করার মতোও সময় নেই। তাছাড়া জন মোজাভিককে গুলী করে মারতেও চায় না। বোন গার্থার মৃত্যুর কথা মনে আছে এখনো, ক্ষতটা এখনো বেশ তাজা হয়ে গেঁথে রয়েছে ওর মনের মধ্যে। চরম প্রতিহিংসায় জ্বলছে জনের মন। রিভলবারের গুলীতে একবারে শেষ করে ফেললে সে প্রতিহিংসার আগুন নিভবে না।

দড়াম করে রাইফলের বাট দিয়ে মারলো মোজাভিক জনের মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু, রাইফেলের বাট গিয়ে পড়লো জনের কাঁধে। অবশ্য, তাতে জনের গতি বা লক্ষ্যের খুব একটা হের-ফের হলো না। হুড়মুড় করে ও মোজাভিককে নিয়ে পড়লো মাটির ওপর। রকেটের মতো ছুটে এসে ধাক্কা দিয়েছে মাথা মোজাভিকের পেটে। বেশ কিছুক্ষণ ঝাপটা-ঝাপটি, ধস্তা-ধস্তি চললো ওদের দু'জনের মধ্যে। কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না, সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে ওদের দু'জনেরই নাক থেকে। শক্তিতে মোজাভিক জনের চেয়েও কম যায় না। ওর চিকন-চাকন শরীরেও প্রচণ্ড শক্তি।

হঠাৎ মোজাভিক এক ঝটকায় সরে গেলো জনের হাতের বাঁধন থেকে। সরার ঠিক আগের মুহূর্তে জনের তলপেটে হাঁটু দিয়ে মেরেছে প্রচণ্ড জোরে। যন্ত্রণায় চোখ-মুখ নীল হয়ে গেলো জনের। তলপেট চেপে ধরতে যাবে এমন সময় দড়াম করে মারলো মোজাভিক জনের মুখে। পর পর দুটো আপারকাট মেরে সরে এলো ও জনের কাছ থেকে। মোজাভিকের প্রচণ্ড দুই ঘুষিতে ওর উপরের ঠোঁট মাঝখান থেকে কেটে গেছে। ঝট করে হাত ওপরে তুলে ঠোঁটের স্পর্শ নিলো। বুঝলো, নিচের ঠোঁটটাও কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে। এরকম আচমকা প্রচণ্ড জোরে মোজাভিক মারতে পারে একথা জনের মনেই হয়নি। একটু পেছনে সরে এলো ও। জিভ দিয়ে কাটা ঠোঁটের ওপরের রক্তটুকু চেটে নিলো, মুখের ভেতর নোনতা স্বাদ পেলো জন। মাথাটা ঝাঁকিয়ে আঘাত সামলানোর চেষ্টা করছে জন। আরো দু'পা সরে অপেক্ষা করতে

লাগলো মোজাভিকের জন্য।

জনের কাহিল অবস্থা দেখে উৎসাহিত বোধ করছে মোজাভিক। ছুটে এলো ও জনের দিকে, ক্ষ্যাপা ষাড়ের মতো। ওর মনে হয়েছে, এবার জনকে বাগে পাওয়া গেছে। এদিকে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জন অপেক্ষা করছে মোজাভিকের জন্যে। কাছাকাছি হতেই জন মাথাটা একটু সরিয়ে নিলো ঝটিতি। মোজাভিকের হাত সাঁই করে বেরিয়ে গেলো কানের পাশ দিয়ে, টাল সামলাতে পারলো না ও। হুড়মুড় করে পড়লো জনের গায়ের ওপর। মুহূর্তে এক ঝটকায় মোজাভিককে সরিয়ে দিয়ে দড়াম করে মারলো ও, প্রচণ্ড শক্তিতে মোজাভিকের মুখের ওপর। দুই পা পিছিয়ে গেলো মোজাভিক, আবারো ছুটে গেলো জন ওর দিকে। পলক মাত্র অবসর না দিয়ে মেরে চলেছে ও নির্দয়ভাবে মোজাভিককে। মোজাভিক মার ঠেকানোর জন্য হাত তোলারও সময় পাচ্ছে না। হঠাৎ, এক ঝটকায় জন মোজাভিকের হাত ধরে কাঁধের ওপর তুলে ফেললো ওকে। তারপর বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুঁড়ে ফেললো ময়দার বস্তার মতো। বেশ কিছু দূরে উড়ে ছিটকে পড়লো মোজাভিক মাটির ওপর নাক মুখ থুবড়ে।

জন তেড়ে গেলো মোজাভিকের দিকে। একটু দূরে থেকে, ও ঝাঁপিয়ে পড়লো মোজাভিকের ওপর। এক ঝটকায় চিত হয়ে গেলো লোকটা, দুই হাঁটু বুকের কাছে এনে ফেললো মুহূর্তের মধ্যে। জন ওর তৈরি হয়ে থাকা দুই পায়ের মধ্যে পড়তেই স্প্রীংয়ের মতো সোজা করে ফেললো পা দুটো। একই গতিতে মোজাভিকের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো জন। ছয়-সাত হাত দূরে

ঘাড় গুঁজে পড়লো ও। এবারের ধকলটা খুব বেশি মনে হচ্ছে ওর কাছে। পড়েই ওঠার চেষ্টা করছে জন। কারণ ও জানে, একটুও সুযোগ পেলে মোজাভিক স্রেফ খুন করে ফেলবে ওকে। এমন অবস্থাতেও অবশ্য জন রিভলবার ব্যবহার করবার চিন্তা মাথায় আনছে না। ও খালি হাতে পিটিয়ে মারতে চায় মোজাভিককে। মারার সময় ও স্মরণ করিয়ে দিতে চায় গার্থার কথা। গার্থার কথা মনে আসতেই আবারো শক্তি ফিরে পেল যেন জন। ধড়-মড় করে উঠে দাঁড়ালো দুই পায়ের ওপর। ততক্ষণে মোজাভিক চলে এসেছে ওর সামনে। দু'জন দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে আছে, হিংস্র দৃষ্টি ওদের চোখে। বৃত্তাকার ঘুরতে লাগলো ওরা দু'জন কেবল আক্রমণের প্রতীক্ষা। এখন দু'জনেই বেশ সতর্ক হয়ে গেছে, আর কোন ফালতু ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু, কারো মুখে কোন কথা নেই। কেবল ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস পড়ছে। দু'জনেরই শরীর ভিজে একসা হয়ে গেছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো মোজাভিক, 'আয় হারামজাদা! দেখাচ্ছি এবার তোকে মজা!' বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মোজাভিকের শরীরে। লাফিয়ে উঠে সাইড কিক মারলো। জনের পাঁজরে গিয়ে আঘাত করলো মোজাভিকের ডান পা। উল্টে পড়ে গেল জন মোজাভিকের আঘাতের প্রচণ্ডতা সইতে না পেরে। একই সঙ্গে মোজাভিকও গিয়ে পড়লো মাটিতে। কিন্তু, মুহূর্তের মধ্যে ও আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। জন ও উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু, মোজাভিকের হাতের ওপর দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠেছে ও। মোজাভিকের হাতে একটি বোতল। সম্ভবতঃ ড্রাগ হাউসের স্টোর

থেকে কেউ এই খালি বোতলটা ফেলে দিয়েছে পেছনে। সামনের একটা পাথরে বাড়ি দিয়ে ভেঙ্গে নিলো মোজাভিক বোতলটা।

তীক্ষ্ণ কয়েকটা কাচের ফলা বেরিয়ে আছে ভাঙ্গা বোতলের সামনের দিকে। ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে বার বার সামনের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিচ্ছে মোজাভিক। ওর লক্ষ্য হলে জনের গলা বা চোখ। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়ে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মরিয়া হয়ে পা বাড়ালো সামনের দিকে, সেই সংগে বোতল ধরা হাত ও। বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়লো মোজাভিক। এবারে ওর আঘাত ব্যর্থ হয়নি। গলার কাছে অনেকখানি মাংস কেটে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ভাঙ্গা বোতলের ধারালো অংশ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জনের গলা থেকে বুকের নীচে জামা। চট করে একবার হাত বুলিয়ে আনলো জন ক্ষতস্থানের ওপর থেকে। নাঃ, খুব একটা গভীর নয় ক্ষতস্থান। তবে বেশ কিছুদিন ভুগবে যদি বেঁচে থাকে ও। মরিয়া হয়ে উঠলো জন, আর বেশীক্ষণ লড়াই চালানো যাবে না। কয়েক পা পিছিয়ে এলো ও, আপাততঃ মোজাভিকের বোতলের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে।

আবারো সামনে ঝুঁকে অপেক্ষা করছে জন, চোখে শ্বাপদের দৃষ্টি। মোজাভিক জনের চোখের দৃষ্টি খেয়াল না করেই এগিয়ে এলো সামনে। কিছুক্ষণ আগের সাফল্য ওর মনে বেপরোয়া সাহস এনে দিয়েছে। আবার, ও সাঁই করে ভাঙ্গা বোতলটা চালালো জনের মুখ লক্ষ্য করে। এবার আরো ঝুঁকে পড়লো জন, মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল মোজাভিকের হাত। ঠিক মাথা ঝোঁকানোর ভঙ্গিতেই জন ডাইভ দিলো মোজাভিকের

পেঠ লক্ষ্য করে। উড়ন্ত মিসাইলের মতো গিয়ে আঘাত করলো পেঠটা মোজাভিকের পেঠে। হুঁস করে মোজাভিকের মুখ থেকে বাতাস বেরিয়ে গেল। টাল সামলাতে না পেরে, ও পড়ে গেল। হাত থেকে বোতলটাও ছুটে গেছে আচমকা আঘাতে। মুহূর্তের মধ্যে হিংস্র চিতার মতো জন লাফ দিয়ে চড়ে বসলো মোজাভিকের বুকের ওপর। বিন্দুমাত্র সময় বা বিরতি না দিয়ে ও ঘুষি কষাতে লাগলো মোজাভিকের নাকে মুখে। একবার ডান চোয়ালে, অন্যবার বাঁ চোয়ালে। আঘাতে আঘাতে মোজাভিকের মুখ রক্তাক্ত করে ফেললো জন। মোজাভিক কয়েকবার পা দুটো তুলে জনকে বুকের ওপর থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু, বার বারই ব্যর্থ হলো ও। এদিকে মোজাভিকের যোজবার ক্ষমতাও কমে আসছে দ্রুত। জনের মারের প্রচণ্ডতা ওকে কাহিল করে ফেলেছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ, দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে ওপরের দিকে তুললো জন। তারপর পুরো শক্তিতে নামিয়ে আনলো মুষ্টিবদ্ধ দুহাত মোজাভিকের ঠিক নাকের ওপর। কড়াৎ করে বজ্রপাতের মতো শব্দ হলো যেন। নাকটা ভেঙ্গে বসে গেছে ভেতর দিকে গল গল করে তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো নাক মুখ দিয়ে।

এতেও ক্ষান্ত হলো না জন ওয়েব। ওর মধ্যে ভয়ংকর শক্তি এসে গেছে যেন। একটা পাথর কুড়িয়ে নিলো পাশ থেকে। দুহাতে পাথরটা তুলে ধরলো মাথার ওপর তারপর নামিয়ে আনলো মোজাভিকের বুকে। থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা। মোজাভিকের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো থর থর করে। তীব্র আর্তনাদ চারদিক কাঁপাচ্ছে। বিরতীহীন আর্তনাদ করে চলেছে মোজাভিক ক্লার্ক।

এদিকে জন আবারো পাথরটা তুললো মাথার ওপর এবার ওর লক্ষ্য মোজাভিকের মুখ। ঠাশ করে মারলো এবার মুখের ওপর পাথর দিয়ে। এবার আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে না। কেবল ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। এবার জন একটু থামলো।

'কি, গার্থার কথা মনে পড়ে? সেই যে আমার বোনকে তোরা মেরে রেখে এসেছিলি?'

মাথা নাড়ছে মোজাভিক ক্লার্ক। কোনো কথা বেরুচ্ছে না ওর মুখ থেকে। কিন্তু, কি যেন বলার চেষ্টা করছে। সম্ভবতঃ অস্বীকার করতে চাইছে খুন চেপে গেল জনের মাথায়। এবার আর একটুও বিরতি না দিয়ে পাথর দিয়ে মেরেই চলেছে মোজাভিকের মুখের ওপর। কিছুক্ষণ পর ওটাকে একটা ক্ষত বিক্ষত মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে হলো না। মোজাভিকের শরীরে আর কোন রকম স্পন্দন নেই এটা বোঝার পর জন থামলো। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো ও। তাই, অনেকটা পশুর মতো আচরণ করে ফেলেছে। বাঁ শার্টের আস্তিনে মুখটা মুছলো। তারপর পাথরটা মাটির ওপর রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। দুহাতে চাপড় মেরে মেরে গায়ের ধূলো ঝাড়ছে জন। এমন সময় পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। চমকে, ঘুরে দাঁড়ালো জন।

'কি, শেষ করেই ফেললে একেবারে! তুমি কি মানুষ খুন করা ছাড়া অন্য কিছু জানো না!' ম্যাগী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশেই বৃদ্ধ জর্জ সোমস। ম্যাগীর হাতে একটি কাপড়ের পুটলী। বৃদ্ধ জর্জ ম্যাগীর ডান হাতটা ধরে আছে নিজের বাম হাতের মুঠোয়।

আবারো একরাশ হাসি উপহার দিলো জর্জ সোমস জনকে। মৃদু কণ্ঠে, 'কি, প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয়েছে তো এবার এদিকে তাকাও। এই মেয়েটি চলে যাচ্ছিলো শহর ছেড়ে। কোথায় কোন ফুফুর কাছে যাবে নাকি! আমি আটকে রেখেছি ওকে। ভেবেছি, ও হয়তো তোমার কোন কাজে লাগলে লাগতেও পারে।'

একরাশ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো জন, 'কোথায় যাচ্ছো তুমি। আর, বো জ্যাকব কোথায়?'

'চাচা, মারা গেছেন,' আস্তে করে বললো ম্যাগী। 'চাচা ছাড়া আর আমার কেউ তো নেই, সেজন্যে চলে যাচ্ছি হেলেনে। ওখানে আমার ফুফু আছেন। যদিও খুব একটা ভালো থাকবো না, তবুও আশ্রয় তো। চলে যাচ্ছি ওখানে।' কেমন যেন ধরা ধরা কণ্ঠ ম্যাগীর। ওর চোখে-মুখে রাজ্যের বিষণ্ণতা এসে ভর করেছে।

'তুমি যাবে কেন? এখানে আমরা সবাই তো আছি,' হাসলেন জর্জ সোমস, 'আর তাছাড়া জন আছে, ও তোমাকে দেখা-শোনা করবে।'

ম্যাগী চোখ তুলে তাকালো জনের দিকে। ও যেন জনের কাছ থেকে কোন রকম জবাব আশা করছে। কিন্তু, মুখে বললো অন্য কথা, 'এরকম বাজে একটা শহরে আমি থাকতে চাই না। যেখানে খুনোখুনী ছাড়া আর কিছুই হয় না, সেই জায়গা আমার মোটেও ভালো লাগে না।'

'হানাহানি মারামারি পৃথিবীর কোন জায়গায় নেই?' বললো

জন ওয়েব, 'থেকেই যাও না ম্যাগী, এই বৃদ্ধ লোকটা যখন বলছে। তাছাড়া ওর মেয়ে-জামাই সবাই তো মারা গেছে। তুমি থাকলে এই বৃদ্ধ একটি মেয়েও পেতো।'

'কিন্তু, তুমি তোমার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছো কেন!' চোখ নামালেন জর্জ সোমস। 'তুমিও থাকছো এখানে। ম্যাগীকে দিয়ে যদি আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ হয়, তবে তোমাকে দিয়ে জামাইয়ের অভাবও পুরণ হতে পারে।'

জনকে মাথা নাড়তে দেখে বাঁধা দিলো বুড়ো, 'মাথা নেড়ো না। আমি যা বলছি শোন। তোমারও তো এই তিন কুলে কেউ নেই। তাছাড়া এই শহরের একজন সাহসী লোক দরকার আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য। আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। এছাড়া শহরের অন্য লোকজনদেরও সমর্থন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এতে। ওরা সবাই মার্শাল হিসাবে চাইবে তোমাকে।'

'কিন্তু, পরে আবার বিদেশি বলে তাড়াতে চাইবে না তো?' জিজ্ঞেস করলো জন। মার্শাল হওয়ার জ্বালা অনেক।'

'না—না, কে তোমাকে তাড়ায়? এ শহর আমাদের। আমরা যা বলবো তাই হবে। তাছাড়া শহরের লোকজনেরও আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। এটা যথেষ্ট কাজে লাগবে।'

আর কোন কথা বললো না জন। শুধু কাঁধ দুটো একটু ঝাঁকালো। চেহারায় ওর সম্মতির ভাব। খুশিতে ফেটে পড়লো বৃদ্ধ।

জর্জ সোমস বললো, 'আর শোন। তোমার জন্যে আরো খবর আছে। সি-বার দখল করে নিয়েছে ওখানকার কাউবয়েরা।

কর্তারা সবাই শেষ। সুতরাং, ওদিকটা নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না।'

'এদিকে, আমরা হচ্ছি ফ্ল্যাশ ডায়মণ্ডের মালিক,' ধীর কণ্ঠে বললো ম্যাগী। কথাটা বলেই লজ্জার অনুরাগে ওর চেহারার রং পাল্টে গেল। এখন আর ও জনের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না।

মুচকি হাসলো জন। বৃদ্ধ জর্জ সোমস ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সামনের দিকে চলতে শুরু করেছেন। জন আস্তে আস্তে করে এগিয়ে এসে ম্যাগীর হাত ধরলো।

বারো

জর্জ সোমসের বাড়ীর একটি ঘর গভীর রাতের অন্ধকারে ঘরের ভেতর দৃষ্টি চলে না। এরই মধ্যে খাটের ওপর শুয়ে আছে জন। না না রাজ্যের চিন্তা ওর মাথার ভেতর। বুড়ো জর্জের কথায় হুট করে গেজ-এ থাকতে রাজী হয়ে গিয়ে ভুল করেছে, না ঠিক করেছে বুঝে উঠতে পারছে না জন। সন্ধ্যের ঘটনার পর ঘরে ফিরে ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছিল তাড়াতাড়ি। তারপর ম্যাগী আর জর্জের সাথে বসে বসে জন পুরো দু'বোতল মদ সাবড়ে দিয়েছে। রাত একটু গভীর হতেই চলে গেছে যে যার ঘরে। ম্যাগী আপাততঃ রোজের ঘরটা ব্যবহার করবে। জর্জ জানিয়ে দিয়েছে, দু'একদিনের মধ্যে ওদের বিয়েটা সেরে ফেলতে চায় ও। এরপর জন আর ম্যাগী এক সঙ্গেই থাকতে পারবে। কথাটা বলার সময় অবশ্য জর্জ একটু মুচকি হেসেছিলেন। জর্জের বাড়ীতে এসে ম্যাগী প্রথমেই হাত-মুখ ধুয়ে পরিস্কার হয়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে জনও। রোজের একটা গাউন পড়েছিল ম্যাগী তাতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। গাউনটা একটু টাইট হওয়ায় ওর দেহের প্রতিটি রেখা যেন বুঝা যাচ্ছিলো। ওদিক

থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না জন।

হঠাৎ টুকটুক শব্দ হলো দরজায়। ধড়মড় করে উঠে বসলো জন। ওর সব চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলেছে। কে হতে পারে? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো জন। খাট থেকে আস্তে করে পা রাখলো মেঝেতে। উঠে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। ধীরে ধীরে হেঁটে এলো দরজার কাছে। কোনোদিকে কোনো রকম শব্দ নেই। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'আমি,' আস্তে করে জবাব দিলো একটি মেয়েলী কণ্ঠ।

এবার আর সময় নষ্ট করলো না জন। আস্তে করে দরজাটা খুলে ফেললো। অন্ধকারের মধ্যে কোমল কিছুর স্পর্শ পেলো ও। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকেই ম্যাগী ঝাপটে ধরেছে জনকে। সময় নষ্ট না করে জন দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

সিল্কের গাউনে খস খস শব্দ করে হেঁটে চলেছে ম্যাগী বিছানার দিকে। খুব আস্তে চারপাশে হাত বাড়িয়ে ঠাহর করে এগুচ্ছে ও পাশেই জন। জন ওর সরু কোমড়টা জড়িয়ে ধরলো। এক ঝটকায় টেনে এনে ফেললো বিছানার ওপর। ওর নিষ্ঠুর দুই ঠোঁট চেপে বসলো ম্যাগীর নরম কোমল দুই ঠোঁটের ওপর। ইতিমধ্যে জনের হাত দুটো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শরীরের যত্র-তত্র বিচরণ করছে জনের হাত দুটো।

এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো ম্যাগী জনকে। ফিস ফিস করে বললো, 'থামো না, একটুও তর সইছে না যেন। এতোদিন কি করে ধৈর্য ধরে ছিলো।'

জন উঠে বসলো। ও বুঝতে পেরেছে ম্যাগীর এটা কপট রাগ।

আবারো খস খস করে শব্দ। এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাগী জনের ওপর। হাত বুলিয়ে দেখলো জন, ম্যাগীর দেহে একটি সুতোও নেই। একটি হাত ম্যাগীর উঁচু স্তনের ওপর পড়লো। দলিত-মথিত হতে লাগলো ম্যাগীর কোমল স্তন। ডান হাতটা ধীরে ধীরে পেটের উপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। শিউরে উঠলো ম্যাগী। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না ও।

এবার উঠে দাঁড়ালো জন ম্যাগীকে ছেড়ে। পলকের মধ্যে কোমরের বেল্টটা খুলে প্যান্টটা নামিয়ে আনলো। ওর উর্ধাঙ্গে পরনে কিছুই ছিলো না। ঝাঁপিয়ে পড়লো ও ম্যাগীর নিবারণ দেহে।

অনেকক্ষণ পর। ক্লান্ত শরীরে শুয়ে আছে জন ও ম্যাগী। কিছু-ক্ষণ আগের তাণ্ডব এখন শান্ত হয়ে গেছে। শুধু নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে ওদের বুক। ওইটুকুই শুধু প্রাণের স্পন্দন জানান দিচ্ছে।

'আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি থাকতে রাজী হয়ে গেলে যে?' জিজ্ঞেস করলো জন।

'তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম, অবশ্য মনে মনে। তাই তুমি বলা মাত্র আর দেরী করিনি রাজী হতে। কারণ, পাছে যদি তুমি আবার বেঁকে বসো। তোমার মনের কথাটা তো আমার জানা নেই। কে জানে অন্য কোথাও অন্য কোন মেয়েকে ভাল-বেসে বসে আছো।' আস্তে আস্তে কথাগুলো বললো ম্যাগী।

জন বললো, 'ম্যাগী, জীবনে কাউকে ভালবাসার অবকাশ

পাইনি। তাই তোমার চোখে ভালবাসার আমন্ত্রণ দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। তোমাকে থাকতে বলেছিলাম, তুমি রাজী হয়েছো দেখে আমি সুখী···খু-উ-ব খুশী।'

'কি মশাই, কেবল মুখে সুখী করলেই চলবে না আরো কিছু করতে হবে?' কপট রাগের স্বরে বললো ম্যাগী, 'রাত যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার বুড়ো আমাদের এক সঙ্গে দেখতে পেলে তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়বে।' কাত হয়ে জনকে জড়িয়ে ধরলো ম্যাগী। ওর বাঁ হাতটা নেমে যাচ্ছে জনের তলপেটের দিকে।

মুচকি হাসলো জন, অন্ধকারের মধ্যেই। তাকালো ম্যাগীর চোখের দিকে। ম্যাগীর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে প্রবল কামনায়। শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইলো না জন। সাড়া দিলো ম্যাগীর ডাকে।

'আমি তোমাকে ভালবাসি ম্যাগী। খুব ভালবাসি। রক্তের নেশায় অনেক রক্তপাত করেছি, আর নয়। এবার শান্তি চাই, একটু শান্তি,' মনে মনে বললো জন। হাসলো মিষ্টি করে। 'চাই ছোট্ট একটা ঘর।'

—ঃ শেষ ঃ—